জামে
আত-তিরমিযী
৬ষ্ঠ খণ্ড

আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)

জামে আত-তিরমিযী

[ষষ্ঠ খণ্ড]

অনুবাদক

মাওলানা আফলাতুন কায়সার

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ	:	অকটোবর ১৯৯৮
তৃতীয় প্রকাশ		রজব ১৪৩২ আষাঢ় ১৪১৮ জুন ২০১১
প্রচ্ছদ	:	গোলাম মওলা
মুদ্রণ		আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
বিনিময়	:	**তিনশত ত্রিশ টাকা মাত্র**

Jame At- Tirmizi Vol. VI
Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition October 1998 3rd Edition June 2011 Price Taka 330.00 only.

প্রকাশকের আরজ

আলহামদু লিল্লাহ। সর্বাধিক বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থের (সিহাহ সিত্তা) অন্তর্ভুক্ত জামে আত-তিরমিযীর ছয় খণ্ডে বাংলা অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্র দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই। এভাবে আমরা সিহাহ সিত্তা পরিবারের অবশিষ্ট হাদীস গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে আল্লাহ্র তৌফীক কামনা করি। আরবী মূল পাঠসহ বাংলা ভাষায় হাদীসের গ্রন্থ মুদ্রণ এক জটিল প্রক্রিয়া, বিশেষত লক্ষ লক্ষ হরকত (স্বরচিহ্ন) সংযোজন এ প্রক্রিয়াকে দুরূহ করে। অভিজ্ঞ কম্পোজিটরেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে এখানে। আমরা হাদীসের আরবী মূল পাঠসহ বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে যথাসাধ্য নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি। ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের দুর্বলতার কারণে। চতুর্থ খণ্ড থেকে একাধিক অনুবাদক কর্তৃক অনূদীত হয়ে থাকলেও সম্পাদনায় প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার তারতম্য যথাসাধ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকগণ কোন ছন্দপতন অনুভব করবেন না।

কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রচলনের কারণে প্রকাশনা শিল্পের জটিলতা কিছু হ্রাস পেলেও অন্যান্য মুদ্রণ সামগ্রীর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাওয়ায় পুস্তক প্রকাশ ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটখাট প্রকাশকের পক্ষে বৃহৎ কলেবরের বই প্রকাশ একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এসব জটিলতা উপেক্ষা করে আমরা বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করবই ইনশাআল্লাহ।

জামে আত-তিরমিযীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মাত্র ৮৩টি হাদীস পুনরুক্ত হয়েছে এবং গ্রন্থখানির মোট হাদীস সংখ্যা হল ৩৮১২। ইমাম তিরমিযী (র) তার এই অনবদ্য সংকলন প্রস্তুত করতে গিয়ে যে কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যিই মানুষকে অভিভূত করে। হাদীসের উল্লেখের পর তার বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য, ইমামগণের অভিমত, সংশ্লিষ্ট হাদীসের মান ইত্যাদি নির্ণয়ে তিনি যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, গভীর পাণ্ডিত্য ও মননের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাআলা এই সংকলনকে তাঁর বান্দাদের হেদায়াতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

প্রসঙ্গ কথা

আল্লাহ্ তাআলার অসীম রহমাতে জামে আত-তিরমিযী শীর্ষক হাদীসের কিতাবখানির ছয় খণ্ডে বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত হল। এ জন্য তাঁর দরবারে সিজদাবনত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হাদীস গ্রন্থখানির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের, বিশেষত মুসলমানদের খেদমতে পেশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। গ্রন্থখানি একদিকে মুসলিম চিন্তার পুনর্গঠনে বিশেষ অবদান রাখবে এবং সাথে সাথে মাতৃভাষায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে প্রসারিত করবে। আমরা আশা করি এই চর্চা বাংলা ভাষার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

জামে আত-তিরমিযীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিটি হাদীস কোন না কোন মাযহাব কর্তৃক অনুসৃত হচ্ছে, দুটি হাদীস ব্যতীত, যা সহীহ হওয়া সত্ত্বেও কোন মাযহাব কর্তৃক অনুসৃত হয় নাঃ প্রথম খণ্ডের ১৭৯ ক্রমিকে এবং তৃতীয় খণ্ডের ১৩৮৪ ক্রমিকে উদ্ধৃত হাদীসদ্বয়। এই গ্রন্থে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এতে একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি খুবই কম। সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদ করার এবং সম্পাদনায় অনুবাদকগণের প্রকাশভঙ্গি একই মানে আনয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই পাঠকের কাছে একাধিক অনুবাদকের অনুবাদ মনে হবে না। ব্রাকেটের মধ্যে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ শিরোনাম সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

দোয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে মূল হাদীসের মধ্যে দোয়ার অংশটুকু তৃতীয় বন্ধনীর [ ] মধ্যে এবং অনুবাদ উদ্ধৃতি চিহ্নের (" ") মধ্যে রাখা হয়েছে। যাদের পক্ষে অর্থ অনুধাবন করে আরবীতে দোয়া পড়া সম্ভব নয় তারা তা বাংলায় পড়বেন।

অনুবাদ গ্রন্থখানি দ্বারা আল্লাহ্র বান্দাগণ উপকৃত হলে অনুবাদকবৃন্দের ও প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় আরও অধিক ফলপ্রসূ হবে। পাঠকবৃন্দ, বিশেষ করে আলেম সমাজের নিকট আবেদন এই যে, গ্রন্থের মূল পাঠে অথবা অনুবাদে কোথাও মারাত্মক ভুল পরিলক্ষিত হলে তারা যেন একটু কষ্ট স্বীকার করে তা প্রকাশক অথবা সম্পাদককে অবহিত করেন। এত বিপুলাকারের একটি গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে সার্বিকভাবে ত্রুটিমুক্ত করা কষ্টসাধ্য বিষয়। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে গ্রন্থখানি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন !

মুহাম্মাদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা
পোঃ কালাইয়া
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ৪৭

তাফসীরুল কুরআন (অবশিষ্টাংশ)

সূরা নম্বর

সূরা নম্বর

অধ্যায় ঃ ৪৮
আবওয়াবুদ দাওয়াত
(দোয়াসমূহ)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৪৯
আবওয়াবুল মানাকিব
(রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুবাদে অংশগ্রহণ

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা : ৩২০৪ নং হাদীস থেকে ৩৩০৬ নং হাদীস পর্যন্ত।

মাওলানা আফলাতুন কায়সার : ৩৩০৭ নং হাদীস থেকে ৩৮৯০ নং হাদীস পর্যন্ত।

আলোচ্য বিষয়

- তাফসীরুল কুরআন (অবশিষ্টাংশ)
- দোয়াসমূহ
- রাসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা

শব্দসংক্ষেপ

অনু.=অনুবাদক
(আ)=আলাইহিস সালাম
আ=মুসনাদে আহ্‌মাদ
ই=সুনান ইবনে মাজা
কু=দারু কুতনী
দা=সুনান আবু দাউদ
দার=সুনানুদ দারিমী
না=সুনান নাসাঈ
বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা
বু=সহীহ আল-বুখারী
মু=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক
মু=সহীহ মুসলিম
(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি
(রা)=রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম
সম্পা.=সম্পাদক
(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপুরী।

অধ্যায় ঃ ৪৭

(তাফসীরুল কুরআন)

(অবশিষ্টাংশ)

৪৯. সূরা আল-হুজুরাত

٣٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيْلٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمِلْهُ عَلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا اَرَدْتَ اِلاَّ خِلاَفِيْ فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلاَفَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْمِعْ كَلاَمَهُ حَتّٰى يَسْتَفْهِمَهُ قَالَ وَمَا ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَدَّهُ يَعْنِيْ اَبَا بَكْرٍ.

৩২০৪। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আকরা ইবনে হাবিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে তার গোত্রের কর্মকর্তা নিয়োগ করুন। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাকে কর্মচারী নিয়োগ করবেন না। বিষয়টি নিয়ে তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাদের কণ্ঠস্বর চরমে পৌঁছে। আবু বাক্‌র (রা) উমার (রা)-কে বলেন, আমার বিরোধিতা করাই আপনার উদ্দেশ্য। উমার (রা) বলেন, আপনার বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ!

তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না"(৪৯ ঃ ২)। রাবী বলেন, এরপর থেকে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললে তার কথা শুনা যেত না, এমনকি তা বুঝার জন্য পুনরায় ব্যাখ্যা চাওয়ার প্রয়োজন হত (বু)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনুয যুবাইর তার নানা আবু বাক্‌র (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান। কতক রাবী ইবনে আবু মুলাইকার সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٣٢٠٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِىْ قَوْلِهِ (اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ) قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ حَمْدِىْ زَيْنٌ وَاِنَّ ذَمِّىْ شَيْنٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ عَزَّ وَجَلَّ اللّٰهُ .

৩২০৫। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। "আপনাকে যারা ঘরের বাইরে থেকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ" (৪৯ ঃ ৪)। রাবী বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পর্কে প্রশংসা সৌন্দর্য এবং আমার সম্পর্কে নিন্দা হল অপমান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই মর্যাদা তো মহান আল্লাহ্‌র।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٢٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ صَاحِبُ الْهَرَوِىِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ لَهُ الْاِسْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةُ فَيُدْعٰى بِبَعْضِهَا فَعَسٰى اَنْ يَكْرَهَ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ) .

৩২০৬। আবু জুবাইরা ইবনুদ দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো কারো দুই-তিনটি নাম থাকতো। কোন কোন নামে সম্বোধন তাদের

নিকট খারাপ লাগত। এই পর্যায়ে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না...." (৪৯ ঃ ১১) (আ, ই , দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু সালামা ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালাফ-বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল–দাউদ ইবনে আবু হিন্দ–শাবী-আবু জুবাইরা ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু জুবাইরা ইবনুদ দাহ্হাক (রা) হলেন সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক আল-আনসারী (রা)-র ভাই।

٣٢٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُسْتَمِرِ ابْنِ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ قَرَاَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ (وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ) قَالَ هٰذَا نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَخِيَارُ اَئِمَّتِكُمْ لَوْ اَطَاعَهُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُوْا فَكَيْفَ بِكُمُ الْيَوْمَ .

৩২০৭। আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন। তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন......."(৪৯ ঃ ৭)। অতঃপর তিনি বলেন, ইনিই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হয় এবং তোমাদের সর্বোত্তম নেতা তাঁর সাহাবীগণ। তিনি বহু বিষয়ে তাদের কথা শুনলে তারাই অসুবিধায় পড়ে যেতেন। অতএব আজকাল যদি তোমাদের কথা শুনা হয় তাহলে কি অবস্থা হবে!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব, হাসান ও সহীহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানের নিকট মুসতামির ইবনে রাইয়্যানের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী।

٣٢٠٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِاٰبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ

هَيِّنٌ عَلَى اللهِ وَالنَّاسُ بَنُو اٰدَمَ وَخَلَقَ اللهُ اٰدَمَ مِنَ التُّرَابِ قَالَ اللهُ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ).

৩২০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলিয়া যুগের দম্ভ ও অহংকার এবং পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা বাতিল করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত ঃ এক দল মানুষ নেককার, পরহেজগার, আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও সম্মানিত এবং অপর দল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা, আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। সকল মানুষই আদমের সন্তান। আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক পরহেজগার সেই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাবান। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ ঃ ১৩)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে দীনার–ইবনে উমার (রা) সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। তিনি হলেন আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٠٩. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ اَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى .

৩২০৯। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধন-সম্পদ হল আভিজাত্য ও মহত্ত্বের প্রতীক এবং পরহেজগারী হল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, সামুরা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল সাল্লাম ইবনে আবু মুতী-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

৫০. সূরা কাফ

٣٢١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ .

৩২১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "জাহান্নাম অবিরত বলতে থাকবে, আরো আছে কি" (৫০ ঃ ৩০)। অবশেষে মহামহিম আল্লাহ্ জাহান্নামের উপর তাঁর পা রাখবেন। তখন সে বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, আপনার ইজ্জতের শপথ। অতঃপর তার এক অংশ অপর অংশের সাথে কুঞ্চিত হয়ে যাবে (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

৫১. সূরা আয-যারিয়াত

٣٢١١. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلاَّمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النَّجُوْدِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ رَبِيْعَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدُ عَادٍ فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِدُ عَادٍ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى الْخَبِيْرِ بِهَا سَقَطْتَ اِنَّ عَادًا لَمَّا اُقْحِطَتْ بَعَثَتْ قَيْلاً فَنَزَلَ عَلٰى بَكْرِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الْخَمْرَ وَغَنَّتْهُ الْجَرَادَتَانِ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيْدُ جِبَالَ مَهْرَةَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَمْ اٰتِكَ لِمَرِيْضٍ فَاُدَاوِيْهِ وَلاَ لِاَسِيْرٍ فَاُفَادِيْهِ فَاسْقِ عَبْدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيْهِ وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِيْ سَقَاهُ فَرُفِعَ لَهُ سَحَابَاتٌ فَقِيْلَ لَهُ اخْتَرْ اِحْدَاهُنَّ فَاخْتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ لَهُ خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا لاَ تَذَرُ مِنْ عَادٍ اَحَدًا وَذُكِرَ اَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ الرِّيْحِ اِلاَّ قَدْرَ هٰذِهِ الْحَلْقَةِ يَعْنِيْ حَلْقَةَ الْخَاتَمِ ثُمَّ قَرَاَ

(اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ) الْاٰيَةُ ‏.‏

৩২১১। আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। রাবীআ গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর দরবারে আদ জাতির দূত সম্পর্কে কথা উঠলে আমি বললাম, আমি আদ জাতির দূতের মত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ আদ জাতির দূতের কি হয়েছিল? আমি বললাম, আপনি ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরই সাক্ষাত পেয়েছেন। আদ জাতি দুর্ভিক্ষে পতিত হলে তারা কায়ল নামক জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে এবং সে (মক্কার নিকটবর্তী) বাক্‌র ইবনে মুআবিয়ার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বাক্‌র তাকে মদ পান করায় এবং দুইটি গায়িকা বাঁদী তার সামনে গান পরিবেশন করে। অতঃপর সে মাহরা (গোত্রের) অঞ্চলের পর্বতমালায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সে এই বলে দোয়া করে ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কোন অসুখ থেকে নিরাময় লাভের জন্য আসিনি এবং মুক্তিপণ দিয়ে কোন বন্দীকে মুক্ত করার জন্যও আসিনি। অতএব আপনি যত পারেন আপনার এ বান্দাকে বৃষ্টিতে সিক্ত করুন এবং এর সাথে বাক্‌র ইবনে মুআবিয়াকেও সিক্ত করুন। বাক্‌র তাকে মদ পান করায়, সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। অতএব তার জন্য মেঘমালা উত্থিত হল এবং তাকে বলা হল, তুমি এগুলোর কোন একটি মেঘখণ্ড বেছে নাও। সে মেঘমালার মধ্য থেকে একখণ্ড কালো মেঘ বেছে নিল। তাকে বলা হল, গ্রহণ কর, এটা জ্বলেপুড়ে ছাইয়ের মত করে ফেলবে, যা আদ জাতির কাউকে ছাড়বে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, তাদের উপর একটি আংটির বৃত্তের পরিমাণ বাতাসের ঝাপটা পাঠানো হয়েছিল মাত্র। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "যখন আমি তাদের উপর বিধ্বংসী বায়ু প্রেরণ করেছিলাম তখন তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল" (৫১ ঃ ৪১-৪২)।

٣٢١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحْوِيُّ اَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ يَزِيْدَ الْبَكْرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ وَاِذَا رَايَاتٌ سُوْدٌ تَخْفِقُ وَاِذَا بِلاَلٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ

يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالُوْا يُرِيْدُ اَنْ يَّبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ نَحْوًا مِّنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَعْنَاهُ ·

৩২১২। আল-হারিস ইবনে ইয়াযীদ আল-বাক্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, তা লোকে পরিপূর্ণ। আর কালো পতাকাসমূহ পতপত করে উড়ছে এবং বিলাল (রা) তাঁর গলায় তরবারি ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতো লোক সমাগমের কারণ কি? তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আস (রা)-কে জিহাদের উদ্দেশ্যে কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন। অতঃপর রাবী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার হাদীসের সমার্থক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন (আ, ই, না)।

৫২. সূরা আত-তূর

٣٢١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدِيْنِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِدْبَارُ النُّجُوْمِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاَدْبَارُ السُّجُوْدِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

৩২১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তারকার অস্তগমন" (৫২ ঃ ৪৯) অর্থ ফজরের ফরয নামাযের পূর্বেকার দুই রাক্আত এবং "নামাযের পর" (৫০ ঃ ৪০) অর্থ মাগরিবের ফরযের পর দুই রাক্আত সুন্নাত নামায (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইল-রিশদীন ইবনে কুরাইব (র) সূত্রে এ হাদীস মরফূরূপে জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট কুরাইবের পুত্রদ্বয় তথা মুহাম্মাদ ও রিশদীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নির্ভরযোগ্য? তিনি বলেন, তারা দু'জনই সমান, তবে আমার নিকট মুহাম্মাদ অগ্রগণ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের নিকট আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা উভয়ে সমান, তবে আমার মতে রিশদীন অগ্রগণ্য।

৫৩. সূরা আন-নাজম

٣٢١٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى قَالَ انْتَهٰى اِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ قَالَ فَاَعْطَاهُ اللّٰهُ عِنْدَهَا ثَلاَثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَاُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِاُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتِ مَا لَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى) قَالَ السِّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ سُفْيَانُ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ وَاَشَارَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَاَرْعَدَهَا وَقَالَ غَيْرُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ اِلَيْهَا يَنْتَهِيْ عِلْمُ الْخَلْقِ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذٰلِكَ.

৩২১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিরাজ রজনীতে) সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহা হল একটি কেন্দ্র যেই পর্যন্ত পৃথিবীর যা কিছু উঠে যায় এবং যেখান থেকে কোন কিছু নিচের দিকে নেমে আসে। এখানে আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন তিনটি জিনিস দান করেন যা ইতিপূর্বে কোন নবীকেই তিনি দেন নাই। তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়, সূরা আল-বাকারার শেষের কয়টি আয়াত তাঁকে দেয়া হয় এবং তাঁর উম্মাতের কবীরা গুনাহসমূহ (তওবার দ্বারা) মাফ করা হয়, যদি না তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে থাকে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "যখন কুলগাছটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্দারা আচ্ছাদিত ছিল" (৫৩ ঃ ১৬)। তিনি বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহা ৬ষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। সুফিয়ান (র) বলেন, এটি সোনার পতঙ্গরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত, এই বলে তিনি তার হাতের ইশারায় তাদের উড়ন্ত অবস্থা বুঝালেন। মালেক ইবনে মিগ্ওয়াল ব্যতীত অপরাপর লোক বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত গিয়ে সৃষ্টির জ্ঞান শেষ হয়ে যায়, এর উপরে সৃষ্টির কোন জ্ঞান নেই (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢١٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَاَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى) فَقَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى جِبْرِيْلَ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ .

৩২১৫। আশ-শায়বানী (র) বলেন, আমি যির ইবনে হুবাইশ (রা)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী "অতঃপর তাদের মধ্যে দুই ধনুক কিংবা তারও কম ব্যবধান থাকল" (৫৩ ঃ ৯) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন এবং তার ছিল ছয় শত ডানা (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٢١٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَاَلَهُ عَنْ شَىْءٍ فَكَبَّرَ حَتّٰى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا بَنُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبٌ اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَلَّمَ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ وَرَاٰهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَىْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِىْ قُلْتُ رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَاْتُ (لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى) قَالَتْ اَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ مَنْ اَخْبَرَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهُ اَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اُمِرَ بِهِ اَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلٰكِنَّهُ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَمْ يَرَهُ فِىْ صُوْرَتِهِ اِلاَّ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَمَرَّةً فِىْ جِيَادٍ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ .

৩২১৬। আশ-শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আরাফাতের ময়দানে কাব (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে একটি কথা (আল্লাহ্‌র

সাক্ষাত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন। এতে তিনি এত উচ্চ স্বরে তাকবীর ধ্বনি দিলেন যে, পাহাড় পর্যন্ত গর্জন করে উঠল (প্রতিশব্দ ভেসে এলো)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা হাশেম গোত্রীয়। কাব (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর দীদার (দর্শন) ও কালাম (সরাসরি কথোপকথন) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মূসা আলাইহিস সালামের মাঝে ভাগ করেছেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র সাথে দু'বার কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। মাসরূক (র) বলেন, এ কথা শুনে আমি আইশা (রা)-র কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহ্‌কে দেখেছেন? তিনি বলেন, তুমি এমন একটি বিষয়ে কথা বললে যার ফলে আমার শরীরের লোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেছে। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি এ আয়াত তিলাওয়াত করলাম (অনুবাদ) ঃ "সে তো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছে" (৫৩ ঃ ১৮)। তিনি বলেন, তোমার বুদ্ধি তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে! তিনি হলেন জিবরাঈল (যাকে তিনি দেখেছেন)। যে ব্যক্তি তোমাকে বলেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন বা এমন কোন বিষয় তিনি গোপন করেছেন যার (প্রচারের) নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছে অথবা সেই পাঁচটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আছে, যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন..." (৩১ ঃ ৩৪), তাহলে সে একটি মারাত্মক মিথ্যা রটনা করেছে। বরং তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তার আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন ঃ একবার সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে, আর একবার জিয়াদ নামক স্থানে (মক্কার একটি জায়গা)। তাঁর ছয় শত ডানা আকাশের দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল (বু, মু)।

দাঊদ ইবনে আবু হিন্‌দ (র) শাবী–মাসরূক–আইশা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দাউদের রিওয়ায়াত মুজালিদের রিওয়ায়াতের তুলনায় সংক্ষিপ্ততর ।

٣٢١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْبَصْرِيُّ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ (لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ) قَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ اِذَا تَجَلّٰى بِنُوْرِهِ الَّذِىْ هُوَ نُوْرُهُ وَقَدْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ .

৩২১৭। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন। আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি যে, "চোখের দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না, কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি" (৬ ঃ ১০৩)? তিনি বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ ! তা তো সেই অবস্থা যখন তিনি তাঁর সত্তাগত নূরে আলোকদীপ্ত হবেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٢١٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى) (فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِه مَا اَوْحٰى) (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ رَاٰهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে বর্ণিত। "নিশ্চয়ই সে তাকে প্রান্তবর্তী কুল গাছের নিকট দেখেছিল" (৫৩ ঃ ১৩ , ১৪), "তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন"(৫৩ ঃ১০) এবং "ফলে তাদের মাঝে দুই ধনুক পরিমাণ বা তারও কম ব্যবধান রইল" (৫৩ ঃ ৯) আয়াতগুলো সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অবশ্যই দেখেছেন।

আবু ঈসা বলেন , এ হাদীসটি হাসান।

٣٢١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ اَبِيْ رِزْمَةَ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى) قَالَ رَاٰهُ بِقَلْبِه .

৩২১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "তিনি যা দেখেছেন, তাঁর অন্তর তা অস্বীকার করেনি" (৫৩ ঃ ১১) এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌কে তাঁর অন্তরচোখে দেখেছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٢٢٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ ذَرٍّ

لَوْ اَدْرَكْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عَمَّا كُنْتَ تَسْاَلُهُ قَالَ كُنْتُ اَسْئَلُهُ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ قَدْ سَاَلْتُهُ فَقَالَ نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ ·

৩২২০। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বললাম, আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেতাম তাহলে তাঁকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতাম। তিনি বলেন, তুমি তাঁকে কি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে? আমি বললাম, আমি জিজ্ঞেস করতাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর রবকে দেখেছেন? আবু যার (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) হলেন নূর, আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি (মু)!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٢٢١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى وَابْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى) قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ فِىْ حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

৩২২১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। "তিনি যা দেখেছেন, তাঁর অন্তর তা অস্বীকার করেনি" (৫৩ ঃ ১১) আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত দেখেছেন। তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত স্থান ছেয়ে রেখেছিলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٢٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَاَىُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ اَلَمَّا ·

৩২২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তারা ছোটখাট অপরাধ করলেও গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে" (৫৩ ঃ ৩২) সম্পর্কে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে

আল্লাহ! আপনি যদি ক্ষমাই করেন তাহলে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন, আর আপনার এমন কোন বান্দা আছে কি যে অপরাধ করেনি!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল যাকারিয়া ইবনে ইসহাকের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

৫৪. সূরা আল-কামার

٣٢٢٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فِلْقَةٌ مِّنْ وَّرَاءِ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوْا يَعْنِىْ (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) .

৩২২৩। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনায় অবস্থানরত ছিলাম। তখন হঠাৎ চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে দুই টুকরা হয়ে গেল। এর একটি টুকরা পাহাড়ের পেছনে এবং অপর টুকরা পাহাড়ের সামনে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ তোমরা দেখ এবং সাক্ষী থাক ঃ "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে" (৫৪ ঃ ১) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَالَ اَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَنَزَلَتْ (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) اِلٰى قَوْلِهِ (سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) يَقُوْلُ ذَاهِبٌ .

৩২২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি নির্দশন পেশ করার দাবি করল, তখন মক্কাতে চাঁদটি দুইবার বিদীর্ণ হয়। এ প্রসংগে আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন মুজিযা (নিদর্শন)

দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু "(৫৪ ঃ ১, ২) যা এখনই শেষ হয়ে যাবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٢٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوْا.

৩২২৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٢٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا .

৩২২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক (মু)।[৬৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى صَارَ فِرْقَتَيْنِ عَلٰى هٰذَا الْجَبَلِ وَعَلٰى هٰذَا الْجَبَلِ فَقَالُوْا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا فَمَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ .

৩২২৭। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হল এবং দুই টুকরা হয়ে গেলে, এক টুকরা এই

৬৪. হাদীসটি ২১২৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

পাহাড়ের উপর এবং অপর টুকরা ঐ পাহাড়ের উপর পতিত হল। তারা (মক্কাবাসী কাফেররা) বলল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাদু করেছেন। কেউ কেউ বলল, তিনি আমাদের যাদু করে থাকলে সমস্ত মানুষকে খুব কমই যাদু করতে পারবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, কতক রাবী এ হাদীস হুসাইন-জুবাইর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম-তার পিতা-তার দাদা জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

٣٢٢٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ بُنْدَارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ يُخَاصِمُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ (يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) .

৩২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুরাইশ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তারা তাকদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যেদিন তাদেরকে উপুর করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (আর বলা হবে), জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর। আমরা প্রতিটি বস্তু নির্দ্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি" (৫৪ ঃ ৪৮-৪৯) (আ, ই, মু)।[৬৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৫৫. সূরা আর-রহমান

٣٢٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ اَبُوْ مُسْلِمٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقَرَاَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا فَسَكَتُوْا فَقَالَ لَقَدْ قَرَاْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ

৬৫. হাদীসটি ২১০৪ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

فَكَانُوْا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِّنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلٰى قَوْلِهِ (فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوْا [لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ] .

৩২২৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি তাদের সামনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা আর-রহ্মান তিলাওয়াত করলেন কিন্তু তারা চুপ রইলেন। তিনি বলেন ঃ আমি এ সূরাটি জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে তাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। তারা তোমাদের চাইতে উত্তম জবাব প্রদান করেছে। আমি যখনই পাঠ করেছি "তোমরা জিন ও মানুষ নিজেদের রবের কোন নিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে" তখনই তারা বলেছে, "হে আমাদের রব! আমরা আপনার কোন নিয়ামতই অস্বীকার করছি না, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা" (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ওলীদ ইবনে মুসলিম-যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, যে যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ সিরিয়া চলে যান তিনি সেই ব্যক্তি নন যার থেকে ইরাকবাসী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মনে হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি, লোকেরা তার নামে বিভ্রাট করেছে, তার থেকে লোকেরা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, সিরিয়াবাসী যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন এবং ইরাকবাসী তার থেকে সহীহ হাদীসের প্রায় সমপর্যায়ের হাদীস বর্ণনা করেন।

৫৬. সূরা আল-ওয়াকিআ

٣٢٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ (وَظِلٍّ

مَّمْدُوْدٍ) وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ).

৩২৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও (তার বর্ণনা) শুনেনি এবং মানুষের হৃদয় তার কল্পনাও করতে পারে না। তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়তে পার (অনুবাদ) ঃ "তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি বস্তু লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তা কেউই জানে না" (৩২ ঃ ১৭)। আর বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার ছায়াতলে কোন আরোহী এক শত বছর চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে পড়তে পার ঃ "আর সম্প্রসারিত ছায়া" (৫৬ ঃ ৩০)। বেহেশতের এক চাবুক পরিমাণ স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সব কিছুর চাইতে উত্তম। তোমরা চাইলে পড়তে পার ঃ "যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ বৈ কিছুই নয়" (৩ ঃ ১৮৫) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَاِنْ شِئْتُمْ فَاقْرَءُوْا (وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ).

৩২৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার ছায়াতলে কোন আরোহী শত বছর ধরে চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে পড়তে পার ঃ "সম্প্রসারিত ছায়া ও প্রবহমান পানি" (৫৬ ঃ ৩০-৩১) (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٣٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ (وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ) قَالَ ارْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَسِيْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ .

৩২৩২। আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী "সুউচ্চ শয্যাসমূহ" (৫৬ ঃ ৩৪) সম্পর্কে বলেন ঃ এই শয্যার উচ্চতা আসমান-যমীনের মধ্যকার উচ্চতার সমান এবং এতদুভয়ের মধ্যকার দূরত্ব পাঁচ শত বছর চলার পথের সমান।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল রিশদীনের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। কতক আলেমের মতে "এই শয্যার উচ্চতা আসমান-যমীনের মধ্যকার উচ্চতার সমান" হাদীসের তাৎপর্য এই যে, "সুউচ্চ শয্যা" বলতে মর্যাদার স্তরকে বুঝানো হয়েছে। আর মর্যাদার দু'টি স্তরের মধ্যকার ব্যবধান হল আসমান-যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান।

٣٢٣٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ) قَالَ شُكْرُكُمْ تَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا .

৩২৩৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ "আর তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ" (৫৬ ঃ ৮২) সম্পর্কে বলেন ঃ তোমাদের কৃতজ্ঞতা হল এই যে, তোমরা বলে থাক ঃ অমুক অমুক নক্ষত্রের উসীলায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সুফিয়ান এ হাদীস আবদুল আলা থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূরূপে নয়।

٣٢٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً) قَالَ اِنَّ مِنَ الْمُنْشَاتِ الَّتِيْ كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمْشًا رُمْصًا .

৩২৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্র বাণী, "আমি তাদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি" (৫৬ ঃ ৩৫) প্রসংগে বলেন ঃ যে সব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, ছানি পড়া চোখ বা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন তারা (জান্নাতে) উঠতি বয়সের তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মূসা ইবনে উবাইদার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস মরফূরূপে জানতে পেরেছি। মূসা ইবনে উবাইদা ও ইয়াযীদ ইবনে আবান আর-রুকাশী উভয়ে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে সমালোচিত।

٣٢٣٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .

৩২৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বলেন ঃ সূরা হূদ, ওয়াকিআ, ওয়াল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও ওয়াইযাশ-শামসু কুব্বিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইবনে আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আলী ইবনে সালেহ (র) এ হাদীস আবু ইসহাক–আবু জুহাইফা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক–আবু মাইসারা সূত্রে এ হাদীসের অংশবিশেষ মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

৫৭. সূরা আল-হাদীদ

٣٢٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَاَصْحَابُهُ اِذْ اَتٰى عَلَيْهِمْ

سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا الْعَنَانُ هٰذِهِ زَوَايَا الْاَرْضِ يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلٰى قَوْمٍ لاَ يَشْكُرُوْنَهُ وَلاَ يَدْعُوْنَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا الرَّقِيْعُ سَقْفٌ مَحْفُوْظٌ وَمَوْجٌ مَكْفُوْفٌ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ الْعَرْشُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مِثْلِ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الَّذِيْ تَحْتَكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا الْاَرْضُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الَّذِيْ تَحْتَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ تَحْتَهَا الْاَرْضَ الْاُخْرٰى بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ اَرَضِيْنَ بَيْنَ كُلِّ اَرَضَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ رَجُلاً بِحَبْلٍ اِلَى الْاَرْضِ السُّفْلٰى لَهَبَطَ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَاَ (هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) ·

৩২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ একত্রে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাদের উপর মেঘমালা আবির্ভূত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা জান এটা কি? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা হল জমিনের পানিবাহী উট। আল্লাহ একে এমন জাতির দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা তাঁর শুকরিয়াও আদায় করে না এবং তাঁর

কাছে প্রার্থনাও করে না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের উপরে কি আছে তা জান ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা হল সুউচ্চ আসমান, সুরক্ষিত ছাদ এবং আটকানো তরঙ্গ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের এবং এর মাঝে কতটুকু ব্যবধান তা তোমাদের জানা আছে কি ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের ও এর মাঝে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ এর উপরে কি আছে তা তোমরা জান কি ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তিনি বলেন ঃ এর উপরে দুইটি আসমান রয়েছে যার মাঝে পাঁচ শত বছরের ব্যবধান, এমনকি তিনি সাতটি আসমান গণনা করেন এবং বলেন ঃ প্রতি দু'টি আসমানের মাঝের ব্যবধান আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমপরিমাণ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করনে ঃ এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ এগুলোর উপরে রয়েছে (আল্লাহ্‌র) আরশ। আরশ ও আসমানের মাঝের ব্যবধান দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তিনি আবার বলেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের নিচে কি আছে ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ এর নিচে রয়েছে যমীন। তিনি আবার বলেন ঃ তোমরা কি জান এর নিচে কি আছে ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এর নিচে আরো এক ধাপ যমীন আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব। অতঃপর তিনি সাত স্তর যমীনের গণনা করে বলেন ঃ প্রতি দুই স্তরের মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান। তিনি আবার বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! তোমরা যদি একটি রশি নিম্নতম যমীনের দিকে ছেড়ে দাও তাহলে তা আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৫৭ ঃ ৩)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। আইউব, ইউনুস ইবনে উবাইদ ও আলী ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন, আল-হাসান আল-বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। কতক বিশেষজ্ঞ আলেম উক্ত হাদীসের ("আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে") ব্যাখায় বলেন, উক্ত রশি আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান, কুদরত ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যেই পতিত হয়। আর আল্লাহ্‌র জ্ঞান, তাঁর কুদরত ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি তাঁর আরশে সমাসীন, যেমন তিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন।

৫৮. সূরা আল-মুজাদালা

৩২৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَدْ اُوْتِيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِيْ فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَاَتِيْ حَتّٰى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِّنْ اَنْ اُصِيْبَ مِنْهَا فِيْ لَيْلَتِيْ فَاَتَتَابَعَ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى اَنْ يُّدْرِكَنِي النَّهَارُ وَاَنَا لاَ اَقْدِرُ اَنْ اَنْزِعَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ تَكَشَّفَ لِيْ مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلٰى قَوْمِيْ فَاَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِيْ فَقُلْتُ انْطَلِقُوْا مَعِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُخْبِرَهُ بِاَمْرِيْ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْنَا قُرْاٰنٌ اَوْ يَقُوْلَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَّبْقٰى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلٰكِنْ اذْهَبْ اَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ خَبَرِيْ فَقَالَ اَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ اَنَا بِذَاكَ قَالَ اَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ اَنَا بِذَاكَ قَالَ اَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ اَنَا بِذَاكَ وَهَا اَنَا ذَا فَامْضِ فِيَّ حُكْمَ اللّٰهِ فَاِنِّيْ صَابِرٌ لِذٰلِكَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِيْ بِيَدِيْ فَقُلْتُ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ اَصَابَنِيْ مَا اَصَابَنِيْ اِلاَّ فِي الصِّيَامِ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ وُحُشًا مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ اِذْهَبْ اِلٰى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِيْ زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا اِلَيْكَ فَاَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلٰى عِيَالِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى قَوْمِيْ فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيْقَ وَسُوْءَ الرَّاْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ اَمَرَ لِيْ بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوْهَا اِلَيَّ فَدَفَعُوْهَا اِلَيَّ .

৩২৩৭। সালামা ইবনে সাখ্‌র আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্যদের তুলনায় আমার যৌনশক্তি ছিল অত্যন্ত তীব্র। রমযান মাস এলে আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করি, যাতে রমযান মাসটা পার হয়ে যায় এবং রাতে সহবাসের আশংকা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। এই একই ধারাবাহিকতায় আমার দিনগুলো (সঙ্গমহীন) কেটে যাবে এবং আমি তাকে ত্যাগও করতে পারি না। এই অবস্থায় একদা সে রাতের বেলা আমার খেদমত করছিল, হঠাৎ তার কোন জিনিস আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলে আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়ি (সঙ্গম করি)। ভোরে উপনীত হয়ে আমি সকাল সকাল আমার সম্প্রদায়ের লোকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আমার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করি। আমি বললাম, তোমরা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলো এবং আমার বিষয়টি তাঁকে অবহিত কর। তারা বলল, না আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তা পারব না। আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, আমাদের সম্পর্কে কুরআন নাযিল করা হবে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করবেন যা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে। বরং তুমি একাই যাও এবং যা উপযুক্ত মনে কর তাই কর। রাবী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আমার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি এই কাজ করেছ! আমি বললাম, আমি এরূপ কাজ করেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি এই কাজ করেছ! আমি বললাম, আমি এরূপ কাজ করেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি এই কাজ করেছ! আমি বললাম, আমি এরূপ কাজ করেছি। আমি উপস্থিত। অতএব আমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করুন, আমি ধৈর্য ধারণ করব। তিনি বলেন ঃ একটি দাসী আযাদ কর। রাবী বলেন, আমি আমার ঘাড়ের উপরিভাগে আমার হাত দিয়ে আঘাত করে বললাম, না সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি তাকে ছাড়া আর কিছুর মালিক নই। তিনি বলেন ঃ তাহলে পর্যায়ক্রমে দুই মাস রোযা রাখ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার উপর যে বিপদ এসেছে তা তো এই রোযার মধ্যেই। তিনি বলেন ঃ তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাও। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আজ রাতে আমরাই অভুক্ত ছিলাম, আমাদের নিকট রাতের খাবার ছিল না। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি যুরাইক গোত্রের যাকাত আদায় করে, তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে বল, তাহলে সে তোমাকে কিছু দিবে। তার এক ওয়াসাক দ্বারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা তুমি ও তোমার পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি

আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলাম এবং তাদেরকে বললাম, আমি তোমাদের নিকট পেয়েছি সংকীর্ণতা ও কুপরামর্শ, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেয়েছি প্রশস্ততা ও প্রাচুর্য। তিনি তোমাদের যাকাত আমাকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তোমরা তা আমার নিকট অর্পণ কর। অতএব তারা তা আমার নিকট অর্পণ করে (আ, ই, দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার আমার নিকট সালামা ইবনে সাখ্‌র-এর কোন রিওয়ায়াত শুনেননি। তিনি আরো বলেন, তার নাম সালামা ইবনে সাখ্‌র, তবে সালমান ইবনে সাখ্‌র নামেও কথিত। এ অনুচ্ছেদে সালাবা (রা)-র কন্যা ও আওস ইবনুস সামিত (রা)-র স্ত্রী খাওলা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩২৩৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا اَتٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا قَالَ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا رُدُّوْهُ عَلَيَّ فَرَدُّوْهُ قَالَ قُلْتَ السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا عَلَيْكَ مَا قُلْتَ قَالَ (وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ) .

৩২৩৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের নিকট এসে বলল, "আস-সামু আলাইকুম" (তোমাদের মরণ হোক)। লোকেরা তার জবাব দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কী বলেছে? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। হে আল্লাহ্‌র নবী! সে সালাম দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ না, বরং সে এই এই কথা বলেছে। তোমরা তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আস। অতএব তারা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি বলেছ আস-সামু আলাইকুম? সে বলল, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন ঃ আহ্‌লে কিতাবের কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তোমরা বলবে, "আলাইকা মা কুলতা" (তুমি যা বলেছ তা তোমার উপর বর্ষিত হোক)। অতঃপর

তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "এরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি" (৫৮ ঃ ৮) (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٣٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْاَنْمَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرٰى دِيْنَارًا قَالَ لاَ يُطِيْقُوْنَهُ قَالَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ قُلْتُ لاَ يُطِيْقُوْنَهُ قَالَ فَكَمْ قُلْتُ شَعِيْرَةٌ قَالَ اِنَّكَ لَزَهِيْدٌ قَالَ فَنَزَلَتْ (ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) الْاٰيَةَ قَالَ فَبِىْ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ .

৩২৩৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদাকা প্রদান করবে" (৫৮ ঃ ১২), তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ এক দীনার নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তোমার কি মত? আমি বললাম, লোকদের সামর্থ্যে কুলাবে না। তিনি বলেন ঃ তাহেল অর্ধ দীনার? আমি বললাম, তাও তাদের সামর্থ্যে কুলাবে না। তিনি বলেন ঃ তাহলে কত নির্দ্ধারণ করা যায়? আমি বললাম, এক বার্লির দানা পরিমাণ (সোনা)। তিনি বলেন ঃ তুমি খুব কম নির্দ্ধারণকারী। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর" (৫৮ ঃ ১৩)? আলী (রা) বলেন, আমার কারণে আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের জন্য বিধানটি হালকা (রহিত) করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। "শাইরাতান" শব্দের অর্থ বার্লির একটি দানার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

৫৯. সূরা আল -হাশর

٣٢٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالٰى (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ) .

৩২৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাদীরের আল-বুওয়াইরা নামক খেজুর বাগানটি অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে ফেলেন এবং কেটে ফেলেন। অতএব আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ঃ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলো তাদের কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই এবং এজন্য যে, তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন"(৫৯ ঃ ৫) (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٤١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا) قَالَ اللِّيْنَةُ النَّخْلَةُ (وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ) قَالَ اسْتَنْزَلُوْهُمْ مِنْ حُصُوْنِهِمْ قَالَ وَاُمِرُوْا بِقَطْعِ النَّخْلِ فَحَكَّ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا بَعْضًا فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَنَا فِيْمَا قَطَعْنَا مِنْ اَجْرٍ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيْمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالٰى (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا) الْاٰيَةَ .

৩২৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলো তার কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ" সম্পর্কে তিনি বলেন, আল-লীনাহ অর্থ খেজুর গাছ। "এবং এজন্য যে, তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন" আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, অর্থাৎ মুসলমানরা

তাদেরকে তাদের দুর্গসমূহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, তাদেরকে যখন খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তাদের মনে খেয়াল (সন্দেহ) হয়। মুসলমানরা বলেন, আমরা কতক গাছ কেটে ফেলি এবং কতক গাছ বহাল রেখে দেই। আমরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি যে, আমরা যে গাছগুলো কেটেছি তার জন্য কি আমাদেরকে সওয়াব দেওয়া হবে এবং যে গাছগুলো বহাল রেখেছি তার জন্য কি আমাদের গুনাহ হবে? তখন আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলো তাদের কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই" (৫৯ ঃ ৫) (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতক রাবী এ হাদীস হাফ্স ইবনে গিয়াস-হাবীব ইবনে আবু আমরা-সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান–হারূন ইবনে মুআবিয়া–হাফ্স ইবনে গিয়াস–হাবীব ইবনে আবু আমরা–সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল এ হাদীস আমার নিকট শুনেছেন।

٣٢٤٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ قُوْتُهُ وَقُوْتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَاَتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَاَطْفِئِ السِّرَاجَ وَقَرِّبِيْ لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) .

৩২৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসার ব্যক্তির এখানে রাতে একজন মেহমান আসে। তার নিকট তার ও তার সন্তানদের খাদ্য ব্যতীত অতিরিক্ত খাবার ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, বাচ্চাদের ঘুম পারিয়ে দাও, আলো নিভিয়ে ফেল এবং তোমার নিকট যে আহার আছে তা মেহমানের সামনে পরিবেশন কর। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ "আর তারা নিজেদের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়েও" (৫৯ ঃ ৯) (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৬০. সূরা আল-মুমতাহিনা

৩২৪৩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَ الزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسْوَدِ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ فِيْهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَاْتُوْنِيْ بِهِ فَخَرَجْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاسِهَا قَالَ فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا حَاطِبُ قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اِمْرَءًا مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِّنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَّحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنْ نَسَبٍ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَّحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَّلاَ اِرْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا فَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ وَفِيْهِ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ) السُّورَةَ قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ رَاَيْتُ ابْنَ اَبِيْ رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِّعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ .

৩২৪৩। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালিব-পুত্র আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অর্থাৎ আমাকে, যুবাইরকে ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে (পত্র উদ্ধারের জন্য) পাঠিয়ে বলেন ঃ তোমরা রওনা হয়ে 'রাওদা খাখ' নামক স্থানে পৌঁছে যাও, সেখানে (মক্কার উদ্দেশ্যে) গমনরত এক নারীকে পাওয়া যাবে। তার কাছে একটি চিঠি আছে। তোমরা সেই চিঠি তার থেকে উদ্ধার করে তা সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসবে। অতএব আমরা রওনা হয়ে গেলাম। আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হল এবং আমরা সেই 'রাওদা খাখ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা সেই নারীকে পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে বললাম, চিঠিটি বের করে দাও। সে বলল, আমার সাথে কোন চিঠি নাই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি চিঠি বের করে দাও, অন্যথায় তোমার পরিধেয় বস্ত্র খোল। আলী (রা) বলেন, অবশেষে সে তার চুলের খোঁপা থেকে চিঠিটি বের করে দিল এবং আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। দেখা গেল যে, এটি মক্কার কিছু সংখ্যক মুশরিকের উদ্দেশ্যে লিখিত হাতিব ইবনে আবু বালতাআর চিঠি। তিনি এই চিঠি মারফত তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে হাতিব! এ কি? হাতিব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি কুরাইশদের সাথে বসবাস করতাম, কিন্তু আমি তাদের গোত্রীয় লোক নই। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির রয়েছেন মক্কায় তাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যাদের সাহায্যে তারা তাদের মক্কাস্থ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। আমি ভাবলাম, মক্কায় আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। আমি যদি তাদের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ করতে পারি তবে তার বিনিময়ে তারা আমার আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। আমি কাফের হয়ে গিয়ে অথবা আমার ধর্ম ত্যাগ করে বা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজ করিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে সত্য কথা বলেছে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মোনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি জান কি! আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই বদরের মুজাহিদদের প্রতি উঁকি মেরেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"। আলী (রা) বলেন, উক্ত প্রসঙ্গেই এই সূরা নাযিল হয়েছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ

করো না। তোমরা কি তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে......"। আমর (র) বলেন, আমি উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফেকে দেখেছি। তিনি আলী (রা)-র সচিব ছিলেন (বু, মু, দা, না, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকেও একাধিক রাবী অনুরূপ অর্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা রয়েছে ঃ "তোমাকে চিঠি বের করে দিতে হবে, অন্যথায় তোমার পরিধেয় খুলতে হবে"। এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক আস-সুলামীও আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন ঃ "তোমাকে অবশ্যই চিঠি বের করে দিতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমাকে উলঙ্গ করব"।

٣٢٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُ الاَّ بِالْاٰيَةِ الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ (وَاِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الْاٰيَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَاَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَاَةٍ الاَّ اِمْرَاَةً يَمْلِكُهَا .

৩২৪৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটির কারণেই লোকদের পরীক্ষা করতেন (অনুবাদ) ঃ "হে নবী! তোমার কাছে মুমিন মহিলারা এসে যদি এই মর্মে বায়আত করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না......" (৬০ ঃ ১২)। মামার (র) বলেন, ইবনে তাউস তার পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত স্বীয় মালিকানাধীন স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কারো হাত স্পর্শ করেনি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اُمُّ سَلَمَةَ الْاَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ قَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ مَا هٰذَا الْمَعْرُوْفُ الَّذِيْ لاَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَعْصِيَكَ

فِيْهِ قَالَ لاَ تَنُحْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَنِيْ فُلاَنٍ قَدْ اَسْعَدُوْنِيْ عَلٰى عَمِّيْ وَلاَ بُدَّ لِيْ مِنْ قَضَائِهِمْ فَاَبٰى عَلَيَّ فَعَاتَبْتُهُ مِرَارًا فَاَذِنَ لِيْ فِيْ قَضَائِهِنَّ فَلَمْ اَنُحْ بَعْدُ عَلٰى قَضَائِهِنَّ وَلاَ غَيْرَهُ حَتَّى السَّاعَةَ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسْوَةِ امْرَاَةٌ اِلاَّ وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِيْ ـ

৩২৪৫। উম্মু সালামা আল-আনসারিয়্যা (রা) বলেন, মহিলাদের মধ্যকার একজন জিজ্ঞেস করল, 'মারূফ' বলতে কি বুঝায়, যাতে আপনার নাফরমানী করা আমাদের জন্য বৈধ নয়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা বিলাপ করো না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অমুক গোত্রের নারীরা আমার চাচার বিলাপে আমাকে সহযোগিতা করেছে। কাজেই আমারও তাদের প্রতিদান দেয়া কর্তব্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর আমি বারবার তার নিকট অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে তাদের প্রতিদান দেয়ার অনুমতি দিলেন। আমি তাদের বিলাপের প্রতিদান দেয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন দিন বিলাপ করব না। কিন্তু আমি ছাড়া অন্য সকল মহিলাই এরপরও বিলাপ করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে উম্মু আতিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আব্‌দ ইবনে হুমাইদ (র) বলেন, উম্মু সালামা আল-আনসারিয়্যা (রা)-র নাম আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান।

٣٢٤٦. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى (اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ) قَالَ كَانَتِ الْمَرْاَةُ اِذَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُسْلِمَ حَلَّفَهَا بِاللّٰهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ بُغْضِ زَوْجِيْ مَا خَرَجْتُ اِلاَّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ـ

৩২৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে তোমরা তাদের পরীক্ষা কর" (৬ ঃ ১০) শীর্ষক আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করাতেন ঃ

আমি আমার স্বামীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে চলে আসিনি, আমি কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই চলে এসেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব (উপমহাদেশীয় সংস্করণে হাদীসটি নেই। এটি বৈরূত সংস্করণ থেকে গৃহীত)।

৬১. সূরা আস্-সাফ্ফ

٣٢٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَعَدْنَا نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ لَعَمِلْنَاهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ) قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَرَاَهَا عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَقَرَاَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ يَحْيٰى فَقَرَاَهَا عَلَيْنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فَقَرَاَهَا عَلَيْنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَرَاَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيْرٍ .

৩২৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী একত্রে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বললাম যে, আল্লাহ্‌র কাছে কোন কাজ সবচেয়ে প্রিয় তা জানতে পারলে আমরা সেই কাজটি করতে ব্রতী হতাম। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আসমান ও জমিনে বিরাজমান সবকিছুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে ঈমানদারগণ! এমন কথা তোমরা কেন বল যা কার্যত করো না" (৬১ ঃ ১, ২)। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। আবু সালামা (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) এ আয়াত আমাদেরকে পড়ে শুনান। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আবু সালামা (র) এ আয়াত আমাদেরকে পড়ে শুনান। ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে আওযাঈ (র) পড়ে শুনান। আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবনে কাসীর (র) আমাদেরকে এ আয়াত পড়ে শুনান (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর কর্তৃক আওযাঈর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে মতভেদ আছে। অতএব আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) আওযাঈ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-হিলাল ইবনে আবু মাইমূনা-আতা ইবনে ইয়াসার-আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) অথবা আবু সালামা–আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ওলীদ ইবনে মুসলিম এ হাদীস আওযাঈর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬২. সূরা আল-জুমুআ

٣٢٤٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدِ الدَّيْلِيُّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُنزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلاَهَا فَلَمَّا بَلَغَ (وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِنَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُ قَالَ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فِيْنَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَلْمَانَ يَدَهُ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ هٰؤُلاَءِ .

৩২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সূরা আল-জুমুআ নাযিল হওয়াকালে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই ছিলাম। তিনি তা তিলাওয়াত করলেন। তিনি "এবং তাদের মধ্যকার অপরাপর লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি" (৬২ ঃ ৩) পর্যন্ত পৌঁছলে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয়নি তারা কারা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় নিরুত্তর রইলেন। রাবী বলেন, তখন সালমান (রা) আমাদের সাথেই ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (রা)-র উপর তাঁর হাত রেখে বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! ঈমান যদি সুরাইয়্যা নক্ষত্রেও থাকে তবুও তাদের মধ্যকার কিছু লোক তা নিয়ে আসবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর হলেন আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন তাকে যঈফ বলেছেন। এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত

হয়েছে। আবুল গাইসের নাম সালেম, আবদুল্লাহ ইবনে মুতীর মুক্তদাস। সাওর ইবনে যায়েদ হলেন মাদানী এবং সাওর ইবনে ইয়াযীদ হলেন শামী (সিরীয়)।

٣٢٤٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا اِذْ قَدِمَتْ عِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَابْتَدَرَهَا اصحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا) .

৩২৪৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমুআর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন মদীনার একটি (ব্যবসায়ী) কাফেলা এসে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে আবু বাক্র ও উমার (রা)-সহ বারজন ছাড়া সকলেই সেদিকে দ্রুত চলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ত্যাগ করে সেদিকে ছুটে গেল" (৬২ ঃ ১১) (বু, মু) (৩৮৬৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহ্মাদ ইবনে মানী– হুশাইম– হুসাইন–সালেম ইবনে আবুল জাদ–জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিও হাসান ও সহীহ।

৬৩. সূরা আল-মুনাফিকুন

٣٢٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّىْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لِاَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّىْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عَمِّىْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ وَاَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَكَذَّبَنِىْ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَاَصَابَنِىْ شَىْءٌ لَمْ يُصِبْنِىْ شَىْءٌ قَطُّ
مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّىْ مَا اَرَدْتَ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ)
فَبَعَثَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاَهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
قَدْ صَدَّقَكَ .

৩২৫০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের জন্য আর অর্থ ব্যয় করবে না, যাবত না তারা (তাঁর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা মদীনায় ফিরে গেলে তখন সেখান থেকে প্রবলরা অবশ্যই হীনদেরকে বহিষ্কার করবে। আমি এ কথা আমার চাচাকে জানালে তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকেন এবং আমি তাঁর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠান। তারা শপথ করে বলে যে, তারা (এই কথা) বলেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মিথ্যাবাদী ও তাকে সত্যবাদী মনে করলেন। এতে আমার এত কষ্ট লাগল যে, ইতিপূর্বে কখনও অনুরূপ কষ্ট হয়নি। আমি ভারাক্রান্ত মনে ঘরে বসে রইলাম। আমার চাচা বলেন, কেন তুমি এমন ব্যাপারে জড়িত হতে গেলে যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুমি মিথ্যাবাদী হলে ও তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হলে? এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ "মোনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে" (অর্থাৎ সূরা আল-মুনাফিকূন) নাযিল করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে পাঠান এবং তিনি উক্ত সূরা পাঠ করেন, অতঃপর বলেন ঃ আল্লাহ তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ
السُّدِّىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْاَزْدِىِّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَنَا اُنَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ فَكُنَّا نَبْتَدِرُ

الْمَاءَ وكَانَ الْاَعْرَابُ يَسْبِقُوْنَا (يَسْتَبِقُوْنَا) اِلَيْهِ فَسَبَقَ اَعْرَابِىٌّ اَصْحَابَهُ
فَسَبَقَ الْاَعْرَابِىُّ فَيَمْلَاُ الْحَوْضَ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ
حَتّٰى تَجِيْءَ اَصْحَابُهُ قَالَ فَاَتٰى رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَعْرَابِيًّا فَاَرْخٰى زِمَامَ
نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ فَاَبٰى اَنْ يَّدَعَهُ فَانْتَزَعَ قِبَاضَ الْمَاءِ فَرَفَعَ الْاَعْرَابِىُّ خَشَبَةً
فَضَرَبَ بِهَا رَاْسَ الْاَنْصَارِىِّ فَشَجَّهُ فَاَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اُبَىٍّ رَاْسَ الْمُنَافِقِيْنَ
فَاَخْبَرَهُ وكَانَ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَغَضِبَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَىٍّ ثُمَّ قَالَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى
مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهٖ يَعْنِى الْاَعْرَابَ وكَانُوْا
يَحْضُرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا
انْفَضُّوْا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَاْتُوْا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلْيَاْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ
قَالَ لِاَصْحَابِهٖ لَئِنْ رَّجَعْتُمْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا (مِنْكُمْ)
الْاَذَلَّ قَالَ زَيْدٌ وَاَنَا رِدْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ فَاَخْبَرْتُ عَمِّىْ فَانْطَلَقَ فَاَخْبَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ
وَجَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَذَّبَنِىْ قَالَ
فَجَاءَ عَمِّىْ اِلَىَّ فَقَالَ مَا اَرَدْتَ اِلٰى اَنْ مَقَتَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ قَالَ فَوَقَعَ عَلَىَّ مِنَ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلٰى اَحَدٍ
قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ قَدْ
خَفَضْتُ بِرَاْسِىْ مِنَ الْهَمِّ اِذْ اَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ
اُذُنِىْ وَضَحِكَ فِىْ وَجْهِىْ فَمَا كَانَ يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الْخُلْدَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ
اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لَحِقَنِىْ فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ
مَا قَالَ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّهُ عَرَكَ اُذُنِىْ وَضَحِكَ فِىْ وَجْهِىْ فَقَالَ اَبْشِرْ ثُمَّ لَحِقَنِىْ

عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِيْ لِاَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْرَةَ الْمُنَافِقِيْنَ .

৩২৫১। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে গেলাম। আমাদের সাথে কিছু সংখ্যক বেদুইনও ছিল। আমরা পানির উৎসের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বেদুইনরা আমাদের আগে পানির উৎসে গিয়ে পৌঁছায়। এক বেদুইন তার সঙ্গীদের আগে পৌঁছে। সে হাউয (চৌবাচ্চা) ভর্তি করে তার চারপাশে পাথর রেখে দিত এবং তার উপর চামড়া বিছিয়ে দিয়ে তা ঢেকে দিত, যাতে তার সাথী এসে যায় (এবং অন্যরা পানি নিতে না পারে)। এক আনসারী ব্যক্তি উক্ত বেদুইনের নিকট পৌঁছে তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে এর লাগাম (নাসারন্ধ্রের রশি) শিথিল করে দেয়ে, কিন্তু বেদুইন তার উটকে পানি পান করতে বাধা দেয়। এতে আনসারী ব্যক্তি (ক্ষিপ্ত হয়ে) পানির প্রতিবন্ধকগুলো সরিয়ে ফেলে। তখন বেদুইন একটি কাঠ তুলে নিয়ে আনসারীর মাথায় আঘাত করে এবং এর ফলে তার মাথা ফেটে যায়। উক্ত আনসারী মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কাছে গিয়ে তাকে ঘটনা অবহিত করে। আনসারী তার দলেরই লোক ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাগান্বিত হয়ে বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে যে বেদুইনরা আছে তাদেরকে সহায়তাদান বন্ধ করে দাও। তাহলেই তারা তাঁর চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বেদুইনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহার করার সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হত (এবং তাঁর সাথে আহার করত)। তাই আবদুল্লাহ বলল, যখন বেদুইনরা মুহাম্মাদের কাছ থেকে অন্যত্র চলে যাবে তখন তাঁর কাছে খাবার উপস্থিত করবে; যাতে তিনি ও তাঁর কাছে উপস্থিত (অন্যরা) তা আহার করেন। তারপর আবদুল্লাহ তার সঙ্গীদেরকে আরো বলল, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে সম্মানিতরা তোমাদের মধ্যকার হীনদেরকে বের করে দিবে। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একই সওয়ারীতে ছিলাম। আমি আবদুল্লাহ্‌র কথা শুনে ফেললাম এবং আমার চাচাকে অবহিত করলাম। তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে পাঠান। সে শপথ করে এবং অস্বীকার করে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিশ্বাস করলেন এবং আমাকে অবিশ্বাস করলেন। রাবী বলেন, আমার চাচা আমার কাছে এসে বলেন, তুমি তো এটাই চেয়েছিলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন এবং তিনি ও মুসলমানগণ তোমাকে মিথ্যুক

বলে গণ্য করুন। রাবী বলেন, আমি এতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম যতটা কখনো কেউ হয়নি। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মাথা নত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই সফর অব্যাহত রাখলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে আমার কান মললেন এবং আমার সামনে হেসে দিলেন। আমি যদি চিরস্থায়ী জীবন (বা জান্নাত) লাভ করতাম তবুও এতটা আনন্দিত হতাম না। তারপর আবু বাক্‌র (রা) এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি বলেছেন? আমি বলাম, তিনি আমাকে কিছুই বলেননি; তিনি শুধু আমার কান মলেছেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ। এরপর উমার (রা) এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। আমি আবু বাক্‌র (রা)-কে যে কথা বলেছিলাম তাঁকেও তাই বললাম। তারপর আমরা ভোরে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল-মুনাফিকূন তিলাওয়াত করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِىُّ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ قَالَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالَهُ فَلَامَنِىْ قَوْمِىْ وَقَالُوْا مَا اَرَدْتَ اِلاَّ (اِلٰى) هٰذِهِ فَاَتَيْتُ الْبَيْتَ وَنُمْتُ كَئِبًا حَزِيْنًا فَاَتَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَتَيْتُهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا) ٠

৩২৫২। আল-হাকাম ইবনে উতাইবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাজীকে চল্লিশ বছর পূর্বে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তাবূক যুদ্ধ চলাকালে আবদুল্লাহ ইবেন উবাই বলল, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে সেখান থেকে সম্মানিতরা হীন লোকদেরকে অবশ্যই উৎখাত করবে। রাবী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। কিন্তু সে এ কথা বলেনি বলে শপথ

করে। এতে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে ভর্ৎসনা করে এবং বলে, এর পেছনে তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? আমি বাড়ীতে ফিরে এসে চিন্তিত অবস্থায় অসার হয়ে শুয়ে রইলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বলেন বা আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমায় সত্যবাদী ঘোষণা করেছেন। রাবী বলেন, (এই পরিপ্রেক্ষিতে) এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "এরা সেই লোক যারা বলে, তোমরা রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য অর্থব্যয় বন্ধ করে দাও, যাতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়" (৬৩ ঃ ৭) (আ, না, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৩২৫৩. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِىْ غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ يَرَوْنَ اَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ وَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَالَلْاَنْصَارِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَسَعَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلٍ فَقَالَ اَوَقَدْ فَعَلُوْهَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَضْرِبَ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لاَ تَنْقَلِبُ حَتّٰى تُقِرَّ اَنَّكَ الذَّلِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيْزُ فَفَعَلَ .

৩২৫৩। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা একটি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম। সুফিয়ান বলেন, তা ছিল বনী মুসতালিকের যুদ্ধ। এক মুহাজির এক আনসারীর পাছায় করাঘাত করলে মুহাজির ব্যক্তি ডাকেন, হে মুহাজির ভাইয়েরা। আনসারী ব্যক্তিও ডাকেন, হে আনসার ভাইয়েরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতে পেয়ে বলেন ঃ জাহিলী যুগের ডাকাডাকি হচ্ছে কেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক

মুহাজির এক আনসারীর পাছায় করাঘাত করেছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেন ঃ এই ডাকাডাকি বন্ধ কর, কারণ এটা ঘৃণিত ডাক। ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের কানে পৌছলে সে বলল, এত বড় স্পর্ধা! তারা এ কাজ করেছে? আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে সেখান থেকে সম্মানিতরা অবশ্যই হীনদেরকে উচ্ছেদ করবে। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মোনাফিকের ঘার উড়িয়ে দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে উপেক্ষা কর। লোকেরা যেন বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদেরকে হত্যা করেন। আমর ইবনে দীনার (র) ব্যতীত অন্য এক রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) (তার পিতাকে) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ আপনি এ কথা স্বীকার না করবেন যে, "আপনিই হীন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মহাসম্মানিত", ততক্ষণ আমি আপনাকে মদীনায় যেতে দিব না। অতঃপর সে তা স্বীকার করে (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ اَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيْهِ زَكَاةٌ فَلَمْ يَفْعَلْ يَسْاَلُ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ اللّٰهَ اِنَّمَا يَسْاَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ فَقَالَ سَاَتْلُوْ عَلَيْكَ بِذٰلِكَ قُرْاٰنًا (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .... وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) اِلٰى قَوْلِهِ (وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) قَالَ فَمَا يُوْجِبُ الزَّكٰوةَ قَالَ اِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْنِ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالْبَعِيْرُ .

৩২৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার কাছে তার রবের (প্রতিপালকের) ঘর (কাবা) যিয়ারতের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে অথচ হজ্জ করে না, অথবা এতটা সম্পদ রয়েছে যাতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কিন্তু যাকাত আদায় করে না, সে মৃত্যুকালে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার আবেদন করবে। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে ইবনে আব্বাস! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আবেদন তো কেবল কাফেররাই করবে। ইবনে আব্বাস

(রা) বলেন, আমি এখনই তোমাকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাচ্ছি (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় (মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে তুমি আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু যখন কারো নির্দ্ধারিত কাল (মৃত্যু) এসে যাবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল" (৬৩ ঃ ৯-১১)। লোকটি বলল, কি পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়? তিনি বলেন, দুই শত দিরহাম বা ততোধিক মালে। সে বলল, কিসে হজ্জ ওয়াজিব হয়? তিনি বলেন, পাথেয় ও সওয়ারী থাকলে।

আবদুল হামীদ–আবদুর রায্যাক–সুফিয়ান সাওরী–ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু হাইয়্যা–দাহ্হাক–ইবনে আব্বাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উয়াইনা প্রমুখ এ হাদীস আবু জানাব–দাহ্হাক–ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে তার বক্তব্যরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবদুর রায্যাকের রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি (মওকূফ বর্ণনাটি) অধিকতর সহীহ। আবু জানাব আল-কাসসাবের নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু হাইয়্যা এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে তেমন শক্তিশালী নন।

৬৪. সূরা আত-তাগাবুন

৩২৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ) قَالَ هٰؤُلاَءِ رِجَالٌ اَسْلَمُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَاَرَادُوْا اَنْ يَّأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَبٰى اَزْوَاجُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ اَنْ يَّدَعُوْهُمْ اَنْ يَّأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَوُا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوْا فِى الدِّيْنِ هَمُّوْا اَنْ يُّعَاقِبُوْهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ) الْاٰيَةَ .

৩২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকবে" (৬৪ ঃ ১৪)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এরা হল মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারী, এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (হিজরত করে) চলে আসতে চাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সন্তানরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল যেন তারা তাদেরকে ত্যাগ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে না আসে। পরে তারা (হিজরত করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখানে (মদীনায়) চলে এসে যখন দেখতে পান যে, লোকেরা (তাদের পূর্বে আগত ব্যক্তিগণ) দীন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করেছে, তখন তারা তাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদের শাস্তি দেয়ার সংকল্প করে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু...." (৬৪ ঃ ১৪)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৬৬. সূরা আত-তাহ্রীম

٣٢٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) حَتّٰى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَتَوَضَّاَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) فَقَالَ لِىْ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَرِهَ وَاللّٰهِ مَا سَاَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ فَقَالَ لِىْ هِىَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ قَالَ ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُنِى الْحَدِيْثَ فَقَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ

نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِيْ فَاذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَانْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ مِنْ ذٰلِكَ فَوَاللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ اِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ اِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِيْ بِالْعَوَالِيْ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ وَكَانَ لِيْ جَارٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا فَيَاْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاٰتِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوْنَا قَالَ فَجَاءَنِيْ يَوْمًا عِشَاءً فَضَرَبَ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ اَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هٰذَا كَائِنًا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَاذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا اَدْرِيْ هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِيْ هٰذِهِ الْمَشْرَبَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَاَتَيْتُ غُلَامًا اَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَاْذِنْ لِعُمَرَ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيَّ قَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُوْنَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَاَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَاْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ اَيْضًا فَجَلَسْتُ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَاَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَاْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَاذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِيْ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ اَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَاذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ

قَدْ رَاَيْتُ اَثَرَهُ فِىْ جَنْبِه فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَقَدْ رَاَيْتَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَنَحْنُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ
فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُنَا يَتَعَلَّمْنَ
مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلٰى امْرَاَتِىْ فَاِذَا هِىَ تُرَاجِعُنِىْ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ
فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ فَوَاللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ
وَتَهْجُرُهُ اِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ اِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ اَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰه
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَتَهْجُرُهُ اِحْدَانَا الْيَوْمَ اِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ
خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذٰلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ اَتَاْمَنُ اِحْدَاكُنَّ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا
لِغَضَبِ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هِىَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ لاَ تُرَاجِعِىْ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَسْاَلِيْهِ شَيْئًا وَسَلِيْنِىْ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ اِنْ كَانَتْ
صَاحِبَتُكِ اَوْسَمَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فَتَبَسَّمَ اُخْرٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَسْتَاْنِسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَمَا
رَاَيْتُ فِى الْبَيْتِ اِلاَّ اَهَبَةً ثَلاَثَةً قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّوَسِّعَ
عَلٰى اُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلٰى فَارِسَ وَالرُّوْمِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَهُ فَاسْتَوٰى جَالِسًا
فَقَالَ اَوْ فِىْ شَكٍّ اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ وَكَانَ اَقْسَمَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلٰى نِسَائِه شَهْرًا فَعَاتَبَهُ اللّٰهُ فِىْ
ذٰلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاَ بِىْ
قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنِّىْ ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا فَلاَ تَعْجَلِىْ حَتّٰى تَسْتَاْمِرِىْ اَبَوَيْكِ
قَالَتْ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ) الْاٰيَةَ قَالَتْ عَلِمَ

وَاللّٰهِ اِنَّ اَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِىْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ اَفِىْ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَاَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تُخْبِرْ اَزْوَاجَكَ اَنِّىْ اخْتَرْتُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بَعَثَنِى اللّٰهُ مُبَلِّغًا وَلَمْ يَبْعَثْنِىْ مُتَعَنِّتًا ٠

৩২৫৬। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু সাওর (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি উমার (রা)-র নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'জন স্ত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হও তবে তা উত্তম, কেননা তোমাদের দু'জনের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে" (৬৬ ঃ ৪)। অবশেষে উমার (রা) হজ্জে গেলেন এবং আমিও তার সাথে হজ্জে গেলাম। আমি পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি উযূ করলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'জন স্ত্রী কে কে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হও তবে উত্তম, কারণ তোমাদের দু'জনের হৃয়দ ঝুঁকে পড়েছে" (৬৬ ঃ ৪)? উমার (রা) বলেন, হে ইবনে আব্বাস! আশ্চর্য (তুমি এটুকুও জান না)! যুহরী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই কথা জিজ্ঞেস করা তার কাছে খারাপ লেগেছে, কিন্তু তিনি তা গোপন করেননি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি আমাকে বললেন, তারা দু'জন আইশা ও হাফসা (রা)।

অতঃপর তিনি ঘটনাটির বিবরণ প্রদান শুরু করেন। তিনি বলেন, আমরা কুরাইশগণ মহিলাদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু আমরা মদীনায় পৌঁছে দেখলাম, এখানকার মহিলারা পুরুষদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। সুতরাং আমাদের মহিলারা এখানকার মহিলাদের অভ্যাস রপ্ত করে। আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগ করলে সে আমার কথার প্রতিউত্তর করে। কিন্তু আমি তার প্রতিউত্তর করাটাকে পছন্দ করতে পারলাম না। সে বলল, এতে আপনার খারাপ লাগার কি আছে। আল্লাহ্‌র শপথ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও তাঁর কথার প্রতিউত্তর করেন এবং তাদের কেউ কেউ তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। উমার (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাদের মধ্যে যে তা করে সে তো বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। উমার (রা) বলেন, আমার বসতি ছিল মদীনার উচ্চভূমিতে বনূ উমাইয়্যার মহল্লায়। আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে

যাতায়াত করতাম। তদনুযায়ী একদিন সে তাঁর দরবারে গিয়ে ওহী ও অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ নিয়ে এসে তা আমাকে অবহিত করত এবং একদিন আমি তথায় গিয়ে (ফিরে এসে) তাকে অনুরূপ সংবাদ দিতাম। উমার (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে চর্চা হচ্ছিল যে, গাস্সানীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাদের ঘোড়াগুলো প্রস্তুত করছে।

একদিন রাতের বেলা সে এসে আমার দরজায় করাঘাত করলে আমি তার কাছে বেরিয়ে এলাম। সে বলল, একটি মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে। আমি বললাম, গাস্সানীরা এসে গেছে কি? সে বলল, তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। উমার (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, হাফসা হতভাগিনী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি আগে থেকেই ভাবছিলাম এরূপ কিছু একটা ঘটবে। তিনি বলেন, আমি ফজরের নামায পড়ে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রওয়ানা হলাম এবং হাফসার ঘরে গিয়ে দেখালাম যে, সে কাঁদছে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? হাফসা (রা) বলেন, আমি জানি না, তবে তিনি ঐ উপরের কুঠরিতে নির্জনতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তারপর আমি ওখান থেকে প্রস্থান করে এক কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের নিকট এসে বললাম, উমারের জন্য প্রবেশানুমতি প্রার্থনা কর। উমার (রা) বলেন, অতএব সে ভিতরে প্রবেশ করল, অতঃপর আমার নিকট ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। উমার (রা) বলেন, তারপর আমি মসজিদে চলে এলাম। আমি সেখানে মিম্বারের আশেপাশে কিছু সংখ্যক লোককে কান্নারত দেখলাম। আমিও তাদের কাছে বসে পড়লাম, কিন্তু আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল। তাই আমি পুনরায ঐ গোলামের কাছে এসে বললাম, তুমি উমারের জন্য প্রবেশানুমতি প্রার্থনা কর। অতএব সে ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করে পুনরায় ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা বলেছি কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। আমি আবারও মসজিদে ফিরে এলাম এবং বসে পড়লাম, কিন্তু একই চিন্তা আমাকে অস্থির করে ফেলে। তাই আমি সেই গোলামের কাছে গিয়ে বললাম, উমারের জন্য প্রবেশানুমতি প্রার্থনা কর। সে ভেতরে প্রবেশ করে ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা বলেছি কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। উমার (রা) বলেন, আমি ফিরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ গোলামটি আমাকে ডেকে বলল, ভেতরে প্রবেশ করুন। আপনাকে তিনি প্রবেশানুমতি দিয়েছেন।

অতঃপর আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন এবং তাঁর উভয় বাহুতে

চাটাইয়ের দাগ পড়ে আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দেখুন, আমরা কুরাইশগণ মহিলাদের কাবু করে রাখতাম। কিন্তু আমরা মদীনায় পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, একদল লোককে তাদের নারীরাই কাবু করে রেখেছে। আমাদের মহিলারা তাদের নারীগণের এই অভ্যাস আয়ত্ত করে নিয়েছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর ক্রোধান্বিত হলাম, কিন্তু সে আমার প্রতিটি কথার প্রতিউত্তর করল। আমি তার এহেন আচরণকে অত্যন্ত খারাপ মনে করলাম। সে বলল, আপনি কেন এটা অপছন্দ করছেন। আল্লাহ্‌র কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ সকল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে কাটান। উমার (রা) বলেন, আমি হাফসাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা কাটাকাটি কর? সে বলল, হাঁ, আর আমাদের কেউ কেউ তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে কাটিয়ে দেয়। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করেছে সে তো হতভাগিনী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের কেউ কি এ ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহও তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং পরিণামে সে ধ্বংস হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন। উমার (রা) বলেন, তারপর আমি হাফসাকে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্ক করবে না এবং তাঁর কাছে কোন কিছুর বায়না ধরবে না। তোমার যা কিছুর প্রয়োজন হয় আমার নিকট চাইবে। আর তুমি ধোঁকা খেও না, তোমার সতিন তোমার চেয়ে সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয়। উমার (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি পুনরায় মুচকি হাসি দিলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আরো কিছুক্ষণ আপনার সাথে কাটাই? তিনি বলেন ঃ হাঁ। উমার (রা) বলেন, আমি মাথা তুলে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে শুধু তিনটি চামড়া ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। তিনি তো পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন, অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। (এ কথায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো সন্দেহের মধ্যে আছ। এরা তো এমন লোক যাদেরকে স্বীয় সৎকর্মের প্রতিদান পার্থিব জীবনেই দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস তাঁর স্ত্রীদের সাথে

মেলামেশা না করার শপথ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা এজন্য তাঁর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার (ক্ষতিপূরণ) ব্যবস্থা করেন।

যুহরী (র) বলেন, উরওয়া (র) আমার কাছে আইশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমার কাছে আসেন। তিনি বলেন ঃ হে আইশা! আমি তোমার কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ না করেই তাড়াহুড়া করে উত্তর দিবে না। আইশা (রা) বলেন, তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা কর......" (৩৩ ঃ ২৮)। আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দিবেন না। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি কি এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ চাইব? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের আবাস কামনা করি। মামার (র) বলেন, আইউব আমাকে অবহিত করেন যে, আইশা (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যে আপনাকেই বেছে নিয়েছি তা আপনার অপরাপর স্ত্রীকে অবহিত করবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে মুবাল্লিগ (প্রচারক) হিসাবে প্রেরণ করেছেন, কষ্ট-কাঠিন্যে নিক্ষেপকারী হিসাবে নয় (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

৬৮. সূরা নূন ওয়াল কালাম

৩২৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِيْ رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّ نَاسًا عِنْدَنَا يَقُوْلُوْنَ فِى الْقَدْرِ فَقَالَ عَطَاءٌ لَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ فَجَرٰى بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৩২৫৭। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে সুলাইম (র) বলেন, আমি মক্কায় পৌঁছে আতা ইবনে আবু রাবাহ (র)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি তাকে বললাম, হে আবু

মুহাম্মাদ! আমাদের ওখানে কিছু লোক তাকদীর অস্বীকার করে। আতা (র) বলেন, আমি ওলীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (র)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি কলমকে বলেন, লিখ। তখন কলম লিখতে থাকে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করে। হাদীসে একটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট আছে (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৯. সূরা আল-হাক্কা

٣٢٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَعَمَ اَنَّهٗ كَانَ جَالِسًا فِى الْبَطْحَاءِ فِىْ عِصَابَةٍ وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ اِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوْا اِلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا اسْمُ هٰذِهٖ قَالُوْا نَعَمْ هٰذَا السَّحَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُزْنُ قَالُوْا وَالْمُزْنُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَنَانُ قَالُوْا وَالْعَنَانُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُوْنَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقَالُوْا لَا وَاللّٰهِ مَا نَدْرِىْ قَالَ فَاِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا اِمَّا وَاحِدَةٌ وَّاِمَّا اثْنَتَانِ اَوْ ثَلَاثٌ وَّسَبْعُوْنَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ الَّتِىْ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ كَذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ اَعْلَاهُ وَاَسْفَلِهٖ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ اِلَى السَّمَاءِ وَفَقَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةٌ اَوْعَالٍ بَيْنَ اَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ فَوْقَ ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ اَسْفَلِهٖ وَاَعْلَاهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اِلَى السَّمَاءِ وَاللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ .

৩২৫৮। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোকের সাথে আল-বাতহা নামক কংকরময় স্থানে বসা ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের মাঝে বসা ছিলেন। তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে এক খণ্ড মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। তারা সে দিকে তাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এর নাম জান কি? তারা বলল, হাঁ, এক খণ্ড মেঘ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একে "মুযন" (সাদা মেঘ)-ও বলা হয়। তারা বলেন, হাঁ, মুযনও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'আনান'ও বলা হয়। তারা বলেন, হাঁ আনান (মেঘ)-ও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি জান, আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্ব কত? তারা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা জানি না। তিনি বলেন ঃ এতদুভয়ের মধ্যে একাত্তর বা বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের দূরত্ব। এক আসমানের উপর অপর যে আসমান রয়েছে তার দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সপ্তম আসমান পর্যন্ত দূরত্বের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি বলেন ঃ সপ্তম আসমানের উপর একটি সমুদ্র আছে, যার উপর ও তলদেশের মধ্যকার দূরত্ব (গভীরতা) এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বের সমান। আর এই সমুদ্রের উপর বন্য ছাগল সদৃশ আটজন ফেরেশতা আছেন, যাদের পদতল ও হাঁটুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বের সমান। এদের পিঠের উপর আল্লাহ্র "আরশ" অবস্থিত, যার উপরিভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার দূরত্ব (উচ্চতা) এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বের সমান। আল্লাহ তার উপর সমাসীন (দা)।

আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদ (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান কেন হজ্জে যাবেন না (অবশ্য যাবেন), লোকেরা তার নিকট এ হাদীস শুনতে চায়। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ওলীদ ইবনে আবু সাওর (র) সিমাকের সূত্রে এ হাদীস মরফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শারীক এ হাদীসের অংশবিশেষ সিমাকের সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, মরফূরূপে নয়। আবদুর রহমান হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে সাদ আর-রাযীর পুত্র। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মূসা-আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ আর-রাযী-তার পিতা বলেন, আমি বোখারায় এক ব্যক্তিকে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের পিঠে উপবিষ্ট দেখলাম। তিনি বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ পাগড়ী পরিয়ে দিয়েছেন।

৭০. সূরা সাআলা সাইল (আল-মাআরিজ)

٣٢٥٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَاِذَا قُرِّبَ اِلٰى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ ·

৩২৫৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বাণী "কালমুহ্লি" (বিগলিত ধাতুর ন্যায়)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ (যাইতূন) তেলের গাদের মত হয়ে যাবে। কাফের ব্যক্তি তা মুখের কাছে আনামাত্র তার মুখের চামড়া তাতে (গাদের মধ্যে) খসে পড়ে যাবে (আ, হা)।[৬৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

৭২. সূরা আল-জিন্ন

٣٢٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلاَ رَاٰهُمْ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَائِفَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا مَا لَكُمْ قَدْ قَالُوْا قَدْ حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ فَقَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فَانْظُرُوْا مَا هٰذَا الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا يَبْتَغُوْنَ مَا هٰذَا

৬৬. হাদীসটি ২৪১৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

الَّذِىْ حَالَ بَيْـنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولٰـئِكَ النَّفَرُ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةَ اِلٰى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَهُنَالِكَ رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا يَا قَوْمَنَا (اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ (قُلْ اُوْحِيَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ) وَاِنَّمَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ قَالَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمْ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا) قَالَ لَمَّا رَاَوْهُ يُصَلِّىْ وَاَصْحَابُهُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَيَسْجُدُوْنَ بِسُجُوْدِهِ قَالَ تَعَجَّبُوْا مِنْ طَوَاعِيَةِ اَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ (لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا) .

৩২৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদেরকে না কিছু (কুরআন) পড়ে শুনান আর না তাদেরকে দেখেন। (বরং ঘটনা এই যে, একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকায নামক বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইতিমধ্যে জিনদের জন্য আসমানের খবর শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব শয়তান জিনেরা নিজেদের স্বগোত্রীয়দের কাছে ফিরে আসলে তখন তাদের অন্যান্য জিনেরা জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার! তারা বলে, আসমানের খবরাদি সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং আমাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারা বলল, অবশ্যি নতুন কিছু ঘটার কারণে আমাদের ও আসমানের খবরাদি সংগ্রহের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গায় ঘুরে দেখ, ব্যাপার কি ঘটেছে যার ফলে তোমাদের ও আসমানের খবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তারা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাদের ও আসমানের খবরাদির মধ্যে প্রতিবন্ধকতার কারণ উদঘাটনের জন্য বেরিয়ে পড়ল। যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল তারা "নাখলা" নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাযের বাজারে যাওয়ার পথে এখানে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনে। তারা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! এটাই সেই বস্তু যা তোমাদের ও আসমানের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখায়। তাই আমরা তার উপর ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আপনি বলুন, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একদল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে" (৭২ ঃ ১)। এভাবে ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিনদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একই সনদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ এটাও জিনদের কথা যা তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তারা তার নিকট ভিড় জমায়" (৭২ ঃ ১৯)। আর এই জিনেরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে ও তাঁর সাহাবীদেরও তাঁর সাথে নামায পড়তে এবং তাঁর সিজদার সাথে সাথে তাদেরকেও সিজদা করতে দেখে তখন তারা তাঁর প্রতি সাহাবীদের এ আনুগত্যে অভিভূত হয়। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তারা তার নিকট ভিড় জমায়" (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُوْنَ اِلَى السَّمَاءِ يَسْمَعُوْنَ الْوَحْيَ فَاِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوْا فِيْهَا تِسْعًا فَاَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُوْنُ حَقًّا وَاَمَّا مَا زَادُوْهُ فَيَكُوْنُ بَاطِلاً فَلَمَّا بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعُوْا مَقَاعِدَهُمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِاِبْلِيْسَ وَلَمْ تَكُنِ النُّجُوْمُ يُرْمٰى بِهَا قَبْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُمْ اِبْلِيْسُ مَا هٰذَا اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْاَرْضِ فَبَعَثَ جُنُوْدَهُ فَوَجَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَائِمًا يُصَلِّىْ بَيْنَ جَبَلَيْنِ أُرَاهُ قَالَ بِمَكَّةَ فَلَقُوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ الَّذِىْ حَدَثَ فِى الْاَرْضِ ۔

৩২৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনেরা ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করত আসমানের খবর সংগ্রহের জন্য। একটি কথা শুনতে পেলে তার সাথে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আরো নয়টি কথা যোগ করত। ফলে সেই একটি কথা সত্য হত এবং বাকি নয়টি কথা হত মিথ্যা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়াতপ্রাপ্ত হলে ঊর্ধ্ব জগতে তাদের উপবেশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তারা (জিনেরা) এ ব্যাপারটি শয়তানকে জানায়। আর ইতিপূর্বে কখনো তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়নি। ইবলীস তাদেরকে বলল, পৃথিবীতে অবশ্যি নতুন কিছু ঘটেছে, যার ফলে এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ইবলীস তার বাহিনীকে প্রেরণ করল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে নামায পড়তে দেখে। (তিরমিযী বলেন,) আমার মনে হয় মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, মক্কায় (নামায পড়তে দেখে)। তারপর তারা ইবলীসের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি অবহিত করে। সে বলল, এটাই সেই নতুন ঘটনা যা পৃথিবীতে ঘটেছে (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাস্সির

٣٢٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ فَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُثِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَدَثَّرُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ) اِلٰى قَوْلِهِ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلٰوةُ ۔

৩২৬২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাময়িকভাবে ওহী বন্ধ থাকার বিষয়ের

বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি ঃ আমি পথ চলছিলাম। এমতাবস্থায় আমি উর্দ্ধ জগত থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলতেই দেখতে পেলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি (ঘরে) ফিরে এসে বললাম ঃ তোমরা আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও! আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। অতএব তারা আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠো, আর সতর্ক করো.... আর পৌত্তলিকতা পরিহার করো" (৭৪ ঃ ১-৫)। এটা নামায ফরয হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর (র) আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِّنْ نَّارٍ يَتَصَعَّدُ فِيْهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ثُمَّ يَهْوِىْ بِهِ كَذٰلِكَ فِيْهِ اَبَدًا .

৩২৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাঊদ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। জাহান্নামীরা সত্তর বছর ধরে তার চূড়ায় উঠবে এবং তারপর সেখান থেকে সত্তর বছরে গড়িয়ে পড়বে। এভাবে তারা তাতে অনন্তকাল ধরে উঠবে ও নামবে।[৬৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর হাদীস হিসাবে এটিকে মরফূরূপে জানতে পেরেছি। আর এ হাদীসের অনুরূপ আতিয়্যা-আবু সাঈদ (রা) সূত্রেও মওকূফ হিসাবে বর্ণিত আছে।

٣٢٦٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ لِاُنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالُوْا لاَ نَدْرِىْ حَتّٰى نَسْاَلَ نَبِيَّنَا فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ

৬৭. হাদীসটি ২৫১৪ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

غُلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ قَالَ وَبِمَ غُلِبُوْا قَالَ سَأَلَهُمْ يَهُوْدُ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ فَمَا قَالُوْا قَالَ قَالُوْا لاَ نَدْرِيْ حَتّٰى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا قَالَ أَفَغُلِبَ قَوْمٌ سُئِلُوْا عَمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ فَقَالُوْا لاَ نَعْلَمُ حَتّٰى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا لٰكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوْا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوْا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً عَلَيَّ بِأَعْدَاءِ اللّٰهِ إِنِّيْ سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ الدَّرْمَكُ فَلَمَّا جَاءُوْا قَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ هٰكَذَا فِيْ مَرَّةٍ عَشَرَةٌ وَفِيْ مَرَّةٍ تِسْعٌ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ فَسَكَتُوْا هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالُوْا خُبْزَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ .

৩২৬৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক ইহূদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর কাছে জিজ্ঞেস করল, জাহান্নামের দারোগার সংখ্যা কত তা কি তোমাদের নবী জানেন? তারা বলেন, আমরা তা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারি না। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আজ আপনার সাথীরা হেরে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেন তারা হেরে গেছে? সে বলল, ইহূদীরা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জানেন জাহান্নামের দারোগার সংখ্যা কত? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা কি উত্তর দিয়েছে? সে বলল, তারা বলেছে, আমরা আমাদের নবীর কাছে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই জাতি কি হেরে যায়, যাদের কাছে এমন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় যা তারা জানে না, তারপর তারা বলে, এ ব্যাপারে আমাদের নবীর কাছে জিজ্ঞেস না করে আমরা বলতে পারি না? বরং ইহূদীরা তো তাদের নবীর কাছে অশিষ্টকর বায়না ধরেছিল, "আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখান"। আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি আল্লাহ্‌র এই দুশমনদেরকে বেহেশতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আর তা হল ময়দা। অতঃপর ইহূদীরা এসে বলল, হে আবুল কাসেম! জাহান্নামের দারোগার সংখ্যা কত? তিনি বলেন ঃ এত এতজন (এক হাতের আঙ্গুলের ইশারায়) দশজন এবং (অপর হাতের ইশারায়) নয়জন। তারা বলল, হাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বেহেশতের মাটি

কিসের? রাবী বলেন, তারা কিছু সময় চুপ থাকার পর বলল, হে আবুল কাসেম! তা হল রুটি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ময়দার রুটি।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র এই সনদে মুজালিদের রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি।

٣٢٦٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُطَعِيُّ وَهُوَ اَخُوْ حَزْمِ بْنِ اَبِيْ حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقٰى فَمَنِ اتَّقَانِيْ فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ اِلٰهًا فَاَنَا اَهْلٌ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ .

৩২৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (৭৪ ঃ ৫৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ আমিই একমাত্র (বান্দার জন্য) ভয়ের যোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে, আমার সাথে কাউকে শরীক স্থির করে না, তাকে ক্ষমা করার যথার্থ অধিকারী আমিই (আ, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে সুহাইল তেমন শক্তিশালী রাবী নন। সাবিত থেকে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ।

৭৫. সূরা আল-কিয়ামা

٣٢٦٦. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيْدُ اَنْ يَحْفَظَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ وَحَرَّكَ سُفْيَانُ شَفَتَيْهِ .

৩২৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন কুরআন নাযিল হত তখন তিনি তা মুখস্ত করে নেয়ার উদ্দেশ্যে (ফেরেশতার সাথে সাথে) জিহবা নাড়াতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা এর সাথে সঞ্চালন করো না...." (৭৫ ঃ ১৬-২১)। অধঃস্তন রাবী মূসা তার ঠোঁটদ্বয় নেড়ে দেখাতেন। সুফিয়ানও তার ঠোঁটদ্বয় নাড়তেন (আ, বু, মু)।[৬৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, সুফিয়ান আস-সাওরী (র) মূসা ইবনে আবু আইশার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

٣٢٦٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِىْ شَبَابَةُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى جِنَانِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَاَكْرَمَهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ).

৩২৬৭। সুওয়াইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতীর বাগানসমূহ, স্ত্রীগণ, খাদেমগণ এবং খাট-পালংক ও আসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের পথ। তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সকলা-সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "কতক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে" (৭৫ ঃ ২২-২৩) (আ, বা, হা)।[৬৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। একাধিক বর্ণনাকারী ইসরাঈলের সূত্রে হাদীসটি অনুরূপভাবে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল মালেক ইবনুল জাবর

---

৬৮. সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে ঃ "ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাঁর ঠোঁট নেড়েছেন, আমিও আমার ঠোঁট সেভাবে নেড়ে তোমাকে দেখাচ্ছি। সাঈদ (র) বলেন, আমিও তা নেড়ে দেখাব, যেভাবে তা ইবনে আব্বাস (রা)-কে আমি নাড়াতে দেখেছি" (সম্পা.)।

৬৯. হাদীসটি ২৪৯২ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

(র) সুওয়াইর–ইবনে উমার (রা) সূত্রে এটিকে তার কথা হিসাবে (মওকূফরূপে) বর্ণনা করেছেন, মরফূরূপে নয়। আল-আশজাঈ (র) সুফিয়ান–সুওয়াইর–মুজাহিদ–ইবনে উমার (রা) সূত্রে তার কথারূপে বর্ণনা করেছেন এবং মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবু ঈসা বলেন, আমাদের জানামতে এ হাদীসের সনদে সুফিয়ান ব্যতীত অপর কেউ মুজাহিদের উল্লেখ করেননি।

৮০ ঃ সূরা আবাসা

٣٢٦٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَ ابْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ هٰذَا مَا عَرَضْنَا عَلٰى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُنْزِلَ (عَبَسَ وَتَوَلّٰى) فِى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْشِدْنِىْ وَعِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِّنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْاٰخَرِ وَيَقُوْلُ اَتَرٰى مِمَّا اَقُوْلُ بَاْسًا فَيَقُوْلُ لاَ فَفِىْ هٰذَا اُنْزِلَ .

৩২৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা" সূরাটি অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে দীনের সঠিক পথ বলে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মুশরিকদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপেক্ষা করেন এবং উক্ত নেতার প্রতি মনোযোগ দেন। ইবনে উম্মু কাতূম (রা) বলেন, আপনি কি মনে করেন– আমি যা বলছি তা কি খারাপ? তিনি বলতে থাকেন ঃ না। এই বিষয়ে সূরাটি নাযিল হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতক রাবী এ হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া–তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা" সূরাটি ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি এই সনদে আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٣٢٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً فَقَالَتْ امْرَأَةٌ اَيُبْصِرُ اَوْ يَرٰى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ قَالَ يَا فُلاَنَةُ (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ) .

৩২৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে। এক মহিলা অর্থাৎ আইশা (রা) বলেন, তাহলে কি আমাদের একে অপরের গুপ্তস্থান দেখতে পাবে! তিনি বলেন, হে অমুক! "সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যতিব্যস্ত রাখবে" (৮০ ঃ ৩৭) (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি অন্যভাবেও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

৮১. সূরা আত-তাকবীর

٣٢٧٠. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَحِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ (اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وَ (اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) وَ (اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) .

৩২৭০। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্যাবলী চাক্ষুষভাবে দেখতে উৎসুক সে যেন "ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত", "ইযাস্ সামাউন ফাতারাত" ও "ইযাস্ সামাউন শাক্কাত" এই তিনটি সূরা পড়ে (আ, হা)।

৮৩. সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন

٣٢٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ

الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوْ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) .

৩২৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন বান্দা একটি গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরের উপর একটি কালো দাগ পড়ে। তারপর সে যখন গুনাহ্র কাজ ত্যাগ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে পুনরায় গুনাহ করলে তার দিলে দাগ বর্দ্ধিত হতে থাকে এবং এভাবে তার সম্পূর্ণ অন্তর কালো দাগে ছেয়ে যায়। এটাই সেই মরিচা যার উল্লেখ মহান আল্লাহ তাআলা করেছেন ঃ "কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে" (৮২ ঃ ১৪) (আ, ই, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٧٢. حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ هُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوْعٌ (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ يَقُوْمُوْنَ فِى الرَّشْحِ اِلٰى اَنْصَافِ اٰذَانِهِمْ .

৩২৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। হাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে এটি মরফূ হাদীস (মহানবীর বাণী)। "যে দিন সকল মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে" (৮২ ঃ ৬) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ লোকেরা (কিয়ামতের ময়দানে) সেদিন কানের লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে (মু)।[৭০]

٣٢٧٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِى الرَّشْحِ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ .

৩২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। "যেদিন সকল মানুষ বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়াবে" (৮২ ঃ ৬) আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ তার কানের লতিকা পর্যন্ত ঘামে দাঁড়িয়ে থাকবে (আ, বু, মু)।[৭১]

---

৭০. ও ৭১. হাদীসদ্বয় ২৩৬৪ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৮৪. সূরা ইযাস-সামাউনশাক্কাত (আল-ইনশিকাক)

٣٢٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ (فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ اِلٰى قَوْلِهِ يَسِيْرًا) قَالَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ .

৩২৭৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সূক্ষ্মভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহান আল্লাহ তো বলেছেন ঃ "যাকে ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে, খুব সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হবে" (৮৪ ঃ ৭-৮)। তিনি বলেন ঃ সে তো নামমাত্র পেশ করা (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবান প্রমুখ–আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস-সাকাফী–আইউব–ইবনে আবু মুলাইকা–আইশা (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٢٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ» .

৩২৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার হিসাব নেয়া হবে সে তো শাস্তিপ্রাপ্ত হল।

আবু ঈসা বলেন, কাতাদা–আনাস (রা) সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল কাতাদা–আনাস (রা)–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এভাবেই জানতে পেরেছি।

৮৫. সূরা আল-বুরূজ

٣٢٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَيُّوْبَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلٰى يَوْمٍ اَفْضَلَ مِنْهُ فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ يَدْعُو اللّٰهَ بِخَيْرٍ اِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ شَيْئٍ (مِنْ شَرٍّ) اِلاَّ اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ .

৩২৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রতিশ্রুত দিবস" (৮৫ ঃ ২) অর্থ কিয়ামতের দিন; "উপস্থিত হওয়ার দিন" (১১ ঃ ১০৩) অর্থ আরাফাতে (উপস্থিতির) দিন এবং "দ্রষ্টা" (৮৫ ঃ ৩) অর্থ জুমুআর দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় তার মধ্যে জুমুআর দিনের চেয়ে অধিক উত্তম কোন দিন নাই। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, ঠিক তখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে তিনি তার দোয়া কবুল করেন এবং যে জিনিস (অনিষ্ট) থেকে সে আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি তা থেকে তাকে আশ্রয় দান করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, কেবল মূসা ইবনে উবাইদার সনদেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। মূসা ইবনে উবাইদাকে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ প্রমুখ তাকে তার স্মৃতিশক্তির দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। অবশ্য শোবা, সুফিয়ান আস-সাওরী প্রমুখ ইমামগণ মূসা ইবনে উবাইদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে হুজর–কুররান ইবনে তাম্মাম আল-আসাদী–মূসা ইবনে উবাইদা সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। মূসা ইবনে উবাইদা আর-রাবাযীর উপনাম আবু আবদুল আযীয। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার সমালোচনা করেছেন।

٣٢٧٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ

لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ وَالْهَمَسُ فِيْ بَعْضِ قَوْلِهِمْ (فِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ) تَحَرُّكُ شَفَتَيْهِ كَاَنَّهُ يَتَكَلَّمُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ قَالَ اِنَّ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ كَانَ اُعْجِبَ بِاُمَّتِه فَقَالَ مَنْ يَّقُوْمُ لِهٰؤُلَاءِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ اَنْ اَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ اَنْ اُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاخْتَارُوْا النِّقْمَةَ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِيْ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قَالَ وَكَانَ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْاٰخَرِ قَالَ كَانَ مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوْكِ وَكَانَ لِذٰلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَّكْهَنُ لَهُ فَقَالَ الْكَاهِنُ اُنْظُرُوْا لِيْ غُلَامًا فَهِمًا اَوْ قَالَ فَطِنًا لَقِنًا فَاُعَلِّمَهُ عِلْمِيْ هٰذَا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ اَمُوْتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هٰذَا الْعِلْمُ وَلَا يَكُوْنُ فِيْكُمْ مَنْ يَّعْلَمُهُ قَالَ فَنَظَرُوْا لَهُ عَلٰى مَا وَصَفَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّحْضُرَ ذٰلِكَ الْكَاهِنَ وَاَنْ يَّخْتَلِفَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ اِلَيْهِ وَكَانَ عَلٰى طَرِيْقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِيْ صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعْمَرٌ اَحْسِبُ اَنَّ اَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِيْنَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْاَلُ ذٰلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِه فَلَمْ يَزَلْ بِه حَتّٰى اَخْبَرَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَعْبُدُ اللّٰهَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيُبْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ فَاَرْسَلَ الْكَاهِنُ اِلٰى اَهْلِ الْغُلَامِ اَنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِيْ فَاَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ اِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْ عِنْدَ اَهْلِيْ وَاِذَا قَالَ لَكَ اَهْلُكَ اَيْنَ كُنْتَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ قَالَ فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِّنَ النَّاسِ كَثِيْرٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتْ اَسَدًا قَالَ فَاَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مَا يَقُوْلُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَاَسْاَلُكَ اَنْ اَقْتُلَهَا قَالَ ثُمَّ رَمٰى فَقَتَلَ الدَّابَّةَ فَقَالَ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهَا قَالُوا الْغُلَامُ فَفَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوْا

لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ اَحَدٌ قَالَ فَسَمِعَ بِهِ اَعْمٰى فَقَالَ لَهُ اِنْ اَنْتَ رَدَدْتَ بَصَرِيْ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَهُ لاَ اُرِيْدُ مِنْكَ هٰذَا وَلٰكِنْ اَرَاَيْتَ اِنْ رَجَعَ اِلَيْكَ بَصَرُكَ اَتُؤْمِنُ بِالَّذِيْ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا اللّٰهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ فَاٰمَنَ الْاَعْمٰى فَبَلَغَ الْمَلِكَ اَمْرُهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَالَ لَاَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لاَ اَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ فَاَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ اَعْمٰى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلٰى مَفْرِقِ اَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ الْاٰخَرَ بِقِتْلَةٍ اُخْرٰى ثُمَّ اَمَرَ بِالْغُلاَمِ فَقَالَ انْطَلِقُوْا بِهِ اِلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاَلْقُوْهُ مِنْ رَاْسِهِ فَانْطَلَقُوْا بِهِ اِلٰى ذٰلِكَ الْجَبَلِ فَلَمَّا انْتَهَوْا بِهِ اِلٰى ذٰلِكَ الْمَكَانِ الَّذِيْ اَرَادُوْا اَنْ يُلْقُوْهُ مِنْهُ جَعَلُوْا يَتَهَافَتُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ الْجَبَلِ وَيَتَرَدَّدُوْنَ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ الْغُلاَمُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَاَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ اَنْ يَنْطَلِقُوْا بِهِ اِلَى الْبَحْرِ فَيُلْقُوْنَهُ فِيْهِ فَانْطُلِقَ بِهِ اِلَى الْبَحْرِ فَغَرَّقَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ وَاَنْجَاهُ فَقَالَ الْغُلاَمُ لِلْمَلِكِ اِنَّكَ لاَ تَقْتُلُنِيْ حَتّٰى تَصْلُبَنِيْ وَتَرْمِيَنِيْ وَتَقُوْلُ اِذَا رَمَيْتَنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلاَمِ قَالَ فَاَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلاَمِ قَالَ فَوَضَعَ الْغُلاَمُ يَدَهُ عَلٰى صُدْغِهِ حِيْنَ رُمِيَ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ اَحَدٌ فَاِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هٰذَا الْغُلاَمِ قَالَ فَقِيْلَ لِلْمَلِكِ اَجَزِعْتَ اَنْ خَالَفَكَ ثَلاَثَةٌ فَهٰذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوْكَ قَالَ فَخَدَّ اُخْدُوْدًا ثُمَّ اَلْقٰى فِيْهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ تَرَكْنَاهُ وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ اَلْقَيْنَاهُ فِيْ هٰذِهِ النَّارِ فَجَعَلَ يُلْقِيْهِمْ فِيْ تِلْكَ الْاُخْدُوْدِ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى (قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ) حَتّٰى بَلَغَ (الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ) قَالَ فَاَمَّا الْغُلاَمُ فَاِنَّهُ دُفِنَ فَيُذْكَرُ اَنَّهُ اُخْرِجَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاِصْبَعُهُ عَلٰى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِيْنَ قُتِلَ ۰

৩২৭৭। সুহাইব ইবনে সিনান আর-রূমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসরের নামায পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃশব্দে কিছু পড়তেন। কতকের মতে 'হাম্স' অর্থ 'ঠোঁট নাড়ানো'। যেন তিনি কথা বলছেন। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি আসরের নামায পড়ার পর ঠোঁট নেড়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র একজন নবী তাঁর উম্মাতের (সংখ্যাধিক্যের) জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাই তিনি মনে মনে বলেন, তাদের সাথে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে ! তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠান ঃ 'তুমি তাদেরকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দাও ঃ হয় আমি তাদেরকে ধ্বংস করব অথবা তাদের উপর শত্রুবাহিনীকে আধিপত্য দান করব। তারা ধ্বংস হওয়াকে এখতিয়ার করল। অতএব আল্লাহ তাদের উপর মৃত্যুকে আধিপত্যশীল করলেন, ফলে এক দিনেই তাদের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ ঘটনা বর্ণনা করতেন তখন তিনি এর সঙ্গে আরো একটি ঘটনা বলতেন। তিনি বলেন ঃ জনৈক বাদশার এক যাদুকর ছিল। সে বাদশাকে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাত। সে লোকদেরকে বলল, তোমরা আমাকে একটি বুদ্ধিমান, হুঁশিয়ার ও ধিশক্তি সম্পন্ন বালক এনে দাও। আমি তাকে আমার জ্ঞান শিখিয়ে দিব। কারণ আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমি মারা গেলে আমার এ বিদ্যা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে। এই জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মত তোমাদের মধ্যে আর কেউ নেই। তিনি বলেন ঃ লোকেরা (যাদুকরের) কথামত একটি বুদ্ধিমান ছেলে খুঁজে বের করে এবং তাকে সেই যাদুকরের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ও তার সাহচর্য লাভের নির্দেশ দেয়। ছেলেটি সেই যাদুকরের কাছে যাওযা-আসা করতে থাকে। ছেলেটির যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় এক পাদরী (রাহেব) অবস্থানরত ছিল। রাবী মামার বলেন, আমার বিশ্বাস সে সময় গীর্জার পাদরীগণ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। সে ঐ পাদরীর নিকট দিয়ে যাতায়াতকালে তার কাছে (দীন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করত। অবশেষে সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তারপর ছেলেটি পাদরীর কাছে অবস্থান করতে শুরু করে এবং যাদুকরের কাছে বিলম্বে উপস্থিত হয়। যাদুকর ছেলের অভিভাবককে বলে পাঠায় যে, মনে হয় সে আমার কাছে আসবে না। বালক এ বিষয়টি পাদরীকে অবহিত করলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কোথায় ছিলে তা যাদুকর তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে, আমি বাড়ীতে ছিলাম। আর অভিভাবকরা তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে, আমি যাদুকরের কাছে ছিলাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বালকটির এভাবে বেশ কিছু দিন কেটে গেল। একদা সে এক বিরাট সংখ্যক লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। একটি হিংস্র জন্তু তাদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বলল, ঐ জন্তুটি ছিল বাঘ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বালকটি একটি পাথর তুলে নিয়ে বলে, হে আল্লাহ! পাদরী যা বলে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি আপনার কাছে চাই যে, আপনি এ জন্তুটি হত্যা করুন। এ কথা বলে সে পাথরটি ছুড়ে মারল এবং জন্তুটি হত্যা করল। লোকেরা বলল, জন্তুটি কে হত্যা করল? লোকেরা বলল, এ বালকটি। লোকেরা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, সে তো এমন জ্ঞান আয়ত্ত করেছে যা আর কারো কাছে নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ ঘটনা এক অন্ধ ব্যক্তি শুনতে পেয়ে তাকে বলল, তুমি যদি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে এই এই পরিমাণ সম্পদ দিব। বালকটি তাকে বলল, আমি তোমার কাছে তা চাই না। তবে তুমি যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাও তাহলে যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর উপর তুমি ঈমান আনবে কি? অন্ধ বলল, হাঁ। তারপর ছেলেছি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করল এবং আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। অন্ধ ব্যক্তিও ঈমান আনল।

ব্যাপারটি বাদশার কানে গিয়ে পৌঁছলে সে তাদের ডেকে পাঠায়। তাদেরকে তার কাছে উপস্থিত করা হলে সে বলল, আমি তোমাদের সকলকে এক নতুন পন্থায় হত্যা করব। সে পাদরী ও অন্ধ লোকটিকে হত্যার নির্দেশ দিল এবং তদনুসারে এদের একজনের মাথার উপর করাত চালিয়ে হত্যা করা হয় এবং অপরজনকে অন্যভাবে হত্যা করা হয়। অতঃপর বালকটি সম্পর্কে বাদশা বলল, একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তার চূড়া থেকে তাকে ফেলে দাও। অতএব তারা তাকে নিয়ে সেই পাহাড়ে গেল। যখন তারা পাহাড়ের সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে তাকে ফেলে দিতে উদ্যত হল তখন একে একে তারা সকলে পড়ে মারা গেল এবং বালকটি ছাড়া কেউই অবশিষ্ট রইল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে ফিরে এলে বাদশা তাকে নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিল। অতএব তারা তাকে নিয়ে নদীতে গেল। আল্লাহ তাআলা বালকটির সঙ্গী সকলকে ডুবিয়ে মারলেন এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। পরে ছেলেটিই বাদশাকে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। তবে তুমি আমাকে শূলে চড়িয়ে "এই বালকের প্রতিপালকের নামে" বলে তীর নিক্ষেপ করলেই কেবল আমাকে হত্যা করতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাদশা তার কথামত নির্দেশ দিল এবং তারপর তাকে শূলে চড়িয়ে "এই বালকের প্রতিপালকের নামে"

বলে তীর নিক্ষেপ করল, ছেলেটি তার হাত তাঁর কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করল এবং মারা গেল।

লোকেরা বলল, বালকটি এমন জ্ঞান লাভ করেছে যা আর কেউই লাভ করতে পারেনি। কাজেই আমরাও এই বালকের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাদশাকে বলা হল, আপনি তো তিন ব্যক্তির বিরোধিতায় ভয় পেয়ে গেলেন। এখন তো সারা দুনিয়াই আপনার বিরোধী হয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন বাদশা একটি সুদীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠ দিয়ে আগুন ধরায়, অতঃপর লোকদেরকে একত্র করে বলে, "যে ধর্মত্যাগী হবে তাকে ছেড়ে দিব এবং যে ধর্মত্যাগী হবে না তাকে আমি এ আগুনে নিক্ষেপ করব"। সে ঈমানদার লোকদেরকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে মহান আল্লাহ বলেছেন, "গর্তের অধিপতিরা ধ্বংস হয়েছে, (যে গর্তে) দাউদাউ করে প্রজ্জ্বলিত আগুন ছিল। যখন ওরা ঐ গর্তের পাশে বসা ছিল, আর ওরা ঈমানদারদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা মহা শক্তিমান ও প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল" (৮৫ ঃ ৪-৮)। রাবী বলেন, বালকটিকে দাফন করা হয়েছিল।

রাবী বলেন, কথিত আছে যে, ঐ বালকের লাশ উমার (রা)-র খিলাফতকালে উত্তোলিত হয়েছিল। নিহত হওয়াকালে তার হাত যেভাবে তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে রাখা ছিল সেভাবেই তাকে পাওয়া যায় (আ, না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

৮৮. সূরা আল-গাশিয়া

٣٢٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ فَاذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ الاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ (اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ) ·

৩২৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যাবত না

তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই) বলে। তারা এ কথা স্বীকার করে নিলে তাদের জান-মাল আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। কিন্তু ইসলামের বিধান (অপরাধের ক্ষেত্রে) প্রযোজ্য থাকবে। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন" (৮৮ ঃ ২১-২২) (আ, না, মু, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৮৯. সূরা আল-ফাজর

٣٢٧٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِيَ الصَّلاَةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَّبَعْضُهَا وِتْرٌ .

৩২৭৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "জোড় ও বেজোড়" (৮৯ ঃ ৩) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ তা নামায, যার (রাক্আত সংখ্যা) কতক জোড় এবং কতক বেজোড় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল কাতাদার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। খালিদ ইবনে কায়েসও কাতাদা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৯১. সূরা আশ-শাম্‌সি ওয়া দুহাহা

٣٢٨٠. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَّذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَهَا فَقَالَ (اذ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيْزٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ اَبِيْ زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ الِٰى مَا يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ اَنْ يُّضَاجِعَهَا مِنْ

اٰخِرِ يَوْمِهِ قَالَ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِىْ ضِحْكِهِمْ مِّنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ اِلٰى مَا يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّا يَفْعَلُ ·

৩২৮০। আবদুল্লাহ ইবনে যাম্‌আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সামূদ জাতির প্রতি প্রেরিত) উষ্ট্রী ও তার হত্যাকারী সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি পড়েন ঃ "এদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হল" (৯১ ঃ ১২)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ উষ্ট্রীকে হত্যা করতে সেই জাতির সবচেয়ে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা ব্যক্তি উঠেছিল, সে ছিল আবু যামআর মত প্রভাবশালী ও শক্তিধর। রাবী বলেন, তারপর আমি তাঁকে মহিলাদের সম্পর্কেও আলোচনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত চাবুক মারে কিন্তু আবার ঐ দিন শেষে রাতের বেলা তার সাথে মিলিত হয়। এটা কতই না খারাপ ও জঘন্য ব্যাপার! তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণ করে হাসি দেয়া সম্পর্কে উপদেশ প্রদান পূর্বক বলেন ঃ যে কাজ নিজেই করে সে কাজে তোমাদের কারো কি হাসা উচিত (আ, না, বু, মু) ?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৯২. সূরা আল-লাইল ইযা ইয়াগশা।

٣٢٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِى الْبَقِيْعِ فَاَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَدْخَلُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَاِنَّهُ (فَهُوَ) يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَاِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ قَالَ بَلِ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَاِنَّهُ يُيَسَّرُ (مُيَسَّرٌ) لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَاِنَّهُ

يُيَسَّرُ (مُيَسَّرٌ) لِعَمَلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى) .

৩২৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জান্নাতুল বাকীতে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। তাঁর সাথে একটি কাঠ ছিল যদ্দ্বারা তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বলেন ঃ কোন সৃষ্টিই এমন নেই যার বাসস্থান লিপিবদ্ধ হয়নি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের সেই লেখার উপর নির্ভর করব না? আমাদের মধ্যে যে ভাগ্যবানদের দলভুক্ত সে তো সৌভাগ্যসুলভ আমলই করবে, আর যে হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত সে তো দুর্ভাগ্যের কাজই করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরং তোমরা আমল করতে থাক। কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেটাই সহজসাধ্য করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তার জন্য সৌভগ্যসুলভ আমলই সহজসাধ্য করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত তার জন্য র্দুভাগ্যজনক কাজই সহজসাধ্য করা হয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ "সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পথ" (৯২ ঃ ৫-১০) (বু, মু, দা, না, ই, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৯৩. সূরা ওয়াদ-দুহা

٣٢٨٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَارٍ فَدَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَنْتَ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ قَالَ وَاَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى) .

৩২৮২। জুনদুব আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক গুহার মধ্যে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুল থেকে রক্ত বের হলে তিনি বলেন ঃ তুই একটি আঙ্গুল মাত্র। তোর মধ্য থেকে রক্ত বের হল। তোর উপর দিয়ে যা ঘটল তা আল্লাহ্‌র পথেই। রাবী বলেন, কিছু দিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে না এলে মুশরিকরা বলল, মুহাম্মাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমার রব তোমাকে ত্যাগও করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি"(৯৩ ঃ ৩) (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস শোবা ও সাওরী (র) আল-আসওয়াদ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৯৪. সূরা আলাম নাশরাহ্

٣٢٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ اِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَّقُوْلُ اَحَدٌ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ فِيْهَا مَاءُ زَمْزَمَ فَشَرَحَ صَدْرِىْ اِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِاَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ مَا يَعْنِى قَالَ اِلَى اَسْفَلِ بَطْنِىْ قَالَ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ فَغَسَلَ قَلْبِىْ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ اُعِيْدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِىَ اِيْمَانًا وَّحِكْمَةً وَّفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

৩২৮৩। মালেক ইবনে সাসাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা আমি বাইতুল্লাহ্‌র কাছে ঘুম ঘুম ভাব অবস্থায় অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় আমি এক বক্তাকে বলতে শুনলাম ঃ তিনজনের মধ্যে একজন। অতঃপর আমার কাছে একখানা সোনার পেয়ালা আনা হল যার মধ্যে যমযমের পানি ছিল। তারপর তারা আমার বক্ষদেশ এই এই পর্যন্ত উন্মুক্ত বা বিদীর্ণ করে। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম, কোন পর্যন্ত? তিনি বলেন ঃ আমার পেটের নিম্নদেশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। তারপর আমার অন্তঃকরণ বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করা হয়। এরপর তা ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ করা হয়। হাদীসে সুদীর্ঘ ঘটনা বিদ্যমান (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ ও হাম্মাম এ হাদীস কাতাদা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৯৫. সূরা আত-তীন

٣٢٨٤. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً بَدَوِيًّا اَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ يَقُوْلُ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ (وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ) فَقَرَاَ (اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ) فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ .

৩২৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতূন পড়ে সে যেন "আলাইসাল্লাহু বিআহ্কামিল হাকিমীন" (আল্লাহ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন) পড়ার পর বলে ঃ "বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ্-শাহিদীন (হাঁ, অবশ্যই আমিও এ কথার সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত) (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি যে আরব বেদুইন আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন তার নাম অজ্ঞাত।

৯৬. সূরা ইকরা বিসমি রব্বিক (আল-আলাক)

٣٢٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) قَالَ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّىْ لَاَطَاَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَعَلَ لَاَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عِيَانًا .

৩২৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "আমিও আযাবের ফেরেশ্তা-দেরকে আহবান করব" (৯৬ ঃ ১৮) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আবু জাহল বলল, আমি যদি মুহাম্মাদকে নামাযরত অবস্থায় পাই তবে তার ঘাড় পদদলিত করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে যদি তাই করতে উদ্যত হত তাহলে ফেরেশতারা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করত (আ, না, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٢٨٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَجَاءَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَبَرَهُ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّيْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللّٰهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللّٰهِ ـ

৩২৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। তখন আবু জাহল এসে বলল, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আবু জাহল বলল, তুমি অবশ্যই জান যে, মক্কায় আমার চেয়ে অধিক সংখ্যক সহযোগী আর কারো নেই (আমার ডাকে যত লোক সাড়া দেয় অত লোক আর কারো ডাকে সাড়া দেয় না)। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "সে তার সমর্থকদের ডাকুক। আমি ডাকব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে" (৯৬ ঃ ১৭-১৮)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আবু জাহল যদি তার সমর্থকদেরকে ডাকত, তাহলে আল্লাহ্র প্রহরীগণ (ফেরেশতাগণ) অবশ্যই তাকে গ্রেপ্তার করত (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত। আছে।

৯৭. সূরা লাইলাতুল কাদ্র

٣٢٨٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا بَايَعَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ سَوَّدْتَ وُجُوْهَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ يَا مُسَوِّدَ وُجُوْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ لَا تُؤَنِّبْنِيْ رَحِمَكَ اللّٰهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ بَنِيْ أُمَيَّةَ عَلٰى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ فَنَزَلَتْ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)

يَا مُحَمَّدُ يَعْنِىْ نَهْرًا فِىْ الْجَنَّةِ وَنَزَلَتْ (اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ) يَمْلِكُهَا بَنُوْ اُمَيَّةَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ الْقَاسِمُ فَعَدَدْنَاهَا فَاِذَا هِىَ اَلْفُ يَوْمٍ لاَ يَزِيْدُ يَوْمٌ وَّلاَ تَنْقُصُ .

৩২৮৭। ইউসুফ ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিআ (রা)-র কাছে বায়আত গ্রহণের পর হাসান (রা)-এর সামনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি (মুআবিয়ার কাছে বায়আত গ্রহণ করে) মুমিনদের চেহারা কালিমালিপ্ত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি আমাকে দোষারোপ করো না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বপ্নে) উমাইয়্যা বংশীয়দেরকে মিম্বারের উপর দেখানো হয়েছে। বিষয়টি তাঁর নিকট খারাপ লাগে। তখন নাযিল হয় ঃ "আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার (প্রস্রবণ) দান করেছি" (১০৮ ঃ ১) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আমি জান্নাতে তোমাকে কাওসার নামক ঝরণা দান করেছি। আরো নাযিল হয় ঃ "নিশ্চয় আমি এ কুরআন মহিমান্বিত রাতে নাযিল করেছি। আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম" (৯৭ ঃ ১-৩)। হে মুহাম্মাদ! আপনার পরে বনী উমাইয়্যা অত মাস রাজত্ব করবে। কাসেম (র) বলেন, আমরা হিসাব করে দেখেছি বনী উমাইয়্যাদের শাসনকাল হয় পূর্ণ 'এক হাজার মাস', এর এক দিন কম বা বেশি নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল কাসেম ইবনুল ফাদলের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। কথিত আছে যে, কাসেম ইবনুল ফাদল (র) ইউসুফ ইবেন মাযিনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাসেম ইবনুল ফাদল আল-হুদ্দায়ী সিকাহ রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবেন মাহ্দী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইউসুফ ইবনে সাদ অজ্ঞাত ব্যক্তি। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই অনুরূপ শব্দে এ হাদীস বর্ণিত পেয়েছি।

٣٢٨٨. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ وَعَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُكَنَّى اَبَا مَرْيَمَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اَخَاكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِى الْعَشْرَةِ الْاَوَاخِرِ مِنْ

رَمَضَانَ وَانَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَلٰكِنَّهُ اَرَادَ اَنْ لاَّ يَتَّكِلَ النَّاسُ ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِى اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ قُلْتُ لَهُ بِاَىِّ شَئٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ بِالْعَلاَمَةِ اَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا ٠

৩২৮৮। যির ইবনে হুবাইশ (র) বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব (রা)-কে বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জেগে ইবাদত করবে সে কদরের রাত পাবে। উবাই (রা) বলেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন! তিনি অবশ্যি জানেন যে, কদরের রাত রমযানের শেষ দশ দিনে এবং তা সাতাশে রমযানের রাতেই। তবুও তার এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল লোকেরা যেন (সাতাশ তারিখের) ভরসা করে বসে না থাকে। অতঃপর উবাই (রা) কোনরূপ ব্যতিক্রম না করেই শপথ করে বলেন, সাতাশের রাত কদরের রাত। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনি এ কথা কিসের ভিত্তিতে বলেন? তিনি বলেন, সেই আলামত বা নিদর্শনের ভিত্তিতে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তা হল ঃ ঐ দিন সকালে সূর্য এমনভাবে উদিত হয় যে, তার মধ্যে প্রখর রশ্মি থাকে না (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৯৮. সূরা লাম ইয়াকুন (আল-বায়্যিনা)

٣٢٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ قَالَ ذَاكَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ٠

৩২৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়া খাইরুল বারিয়্যাহ্ (হে সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি বলেন ঃ সৃষ্টির সেরা হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৯৯. সূরা ইযা যুলযিলাত (আয-যিল্‌যাল)

٣٢٩٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا .

৩২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়লেন (অনুবাদ) ঃ "সেই দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে" (৯৯ ঃ ৪)। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জান পৃথিবীর বৃত্তান্ত কি? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার বৃত্তান্ত হল—তার বুকে প্রত্যেক নর-নারী যা কিছু করেছে সে তার সাক্ষ্য দিবে। সে (পৃথিবী) বলবে, সে তো অমুক অমুক দিন এই এই কাজ করেছে। এটাই হল যমীনের বৃত্তান্ত (আ, না, বা, হা)।[৭২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

১০২. সূরা আল-হাকুমুত্-তাকাসুর

٣٢٩١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَاُ (اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَّالِكَ اِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ اَوْ اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ .

৩২৯১। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি

৭২. হাদীসটি ২৩৭১ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

তখন (সূরা আত-তাকাসুর) "সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে ফেলেছে" (১০২ঃ১) পড়ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম সন্তান বলে, আমার মাল; আমার সম্পদ। কিন্তু তুমি যে মাল দান-খয়রাত করে (আল্লাহ্‌র খাতায়) জমা রেখেছ, খেয়ে যা শেষ করেছ অথবা পরিধান করে যা পুরাতন করেছ, এগুলো ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছু নেই (মু)।[৭৩]

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٩٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ اَسْلَمَ الرَّازِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ مَا زِلْنَا نَشُكُّ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَتّٰى نَزَلَتْ (اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ) .

৩২৯২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কবর আযাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। তৎপ্রেক্ষিতে সূরা আলহাকুমুত-তাকাসুর নাযিল হয়।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবূ কুরাইব কখনো আমর ইবনে আবূ কায়েস–ইবনে আবী লাইলা–আল-মিনহাল এভাবে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে আবূ কায়েস হলেন আর-রাযী এবং আমর ইবনে আবূ কায়েস আল-মালাঈ হলেন কূফাবাসী।

٣٢٩٣. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ) قَالَ الزُّبَيْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَىُّ النَّعِيْمِ نُسْاَلُ عَنْهُ وَاِنَّمَا هُمَا الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ .

৩২৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইবনুল আওওয়াম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হল ঃ "তারপর সেদিন তোমাদেরকে অবশ্যই নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (১০২ ঃ ৮), তখন যুবাইর (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন নিআমত সম্বন্ধে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের কাছে তো দু'ধরনের জিনিস রয়েছে ঃ খেজুর ও পানি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে (সম্পদ) তো অদূর ভবিষ্যতে হস্তগত হবে (আ, ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

---

৭৩. হাদীসটি ২২৮৪ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

٣٢٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْـرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ) قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ اَىِّ النَّعِيْمِ نُسْئَلُ فَاِنَّمَا هُمَا الْاَسْوَدَانِ وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ وَسُيُوْفُنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا قَالَ اِنَّ ذٰلِكَ سَيَكُوْنُ .

৩২৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিআমত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (১০২ ঃ ৮) আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কোন সব নিআমত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের কাছে শুধু দু'টি কালো জিনিস (খেজুর ও পানি) রয়েছে; আর শত্রু সর্বদা মওজুদ রয়েছে এবং আমাদের তরবারিগুলো আমাদের কাঁধে ঝুলন্ত রয়েছে ? তিনি বলেন ঃ এটা অদূর ভবিষ্যতে হবে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রে ইবেন উয়াইনা (র) বর্ণিত হাদীসটি এ হাদীসের তুলনায় আমার দৃষ্টিতে অধিক বিশুদ্ধ। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) আবু বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশের চেয়ে বেশী স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও অধিক বিশুদ্ধ।

٣٢٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْـدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَمٍ الْاَشْـعَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْـئَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيْمِ اَنْ يُقَالَ لَهُ اَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ .

৩২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার কাছে যে নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে সম্পর্কে তাকে বলা হবে, আমি কি তোমার শরীর সুস্থ্য রাখিনি এবং তোমাকে শীতল পানি দ্বারা তৃপ্ত করিনি (হা)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আদ-দাহ্হাক হলেন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আরযাব। আরযাব আরযাম বলেও কথিত, তবে ইবনে আরযাম অধিকতর সহীহ।

১০৮. সূরা আল-কাওসার

٣٢٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ (حَافَتَهُ) قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ قُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ قَدْ أَعْطَاكَهُ اللّٰهُ .

৩২৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। "আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি" (১০৮ ঃ ১) আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাওসার হল বেহেশতের একটি প্রস্রবণ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ আমি বেহেশতে এমন একটি ঝরণা দেখলাম যার উভয় তীরে মুক্তার তাঁবু খাটানো রয়েছে। আমি বললাম ঃ হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বলেন ঃ এটা সেই "কাওসার" যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٢٩٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِيْ نَهْرٌ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ قُلْتُ لِلْمَلَكِ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَهُ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى طِيْنِهِ (طِيْنَتِهِ) فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا ثُمَّ رُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُوْرًا عَظِيْمًا .

৩২৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মিরাজের রাতে) আমি যখন বেহেশতের মধ্যে

ভ্রমণ করতে করতে এক নহরের সামনে পৌঁছে গেলাম, যার উভয় তীরে মুক্তার তাঁবু খাটানো রয়েছে, আমি ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বলেন, এটা সেই কাওসার যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। তারপর জিবরাঈল তার হাত দিয়ে এর মাটি তোলেন। তা ছিল কস্তুরী। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উত্তোলন করা হয়। আমি তার কাছে এক বিরাটকায় নূর দেখতে পেলাম (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আনাস (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

٣٢٩٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ تُرْبَتُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاءُهُ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ .

৩২৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাওসার বেহেশতের একটি ঝরণার নাম, যার উভয় তীর স্বর্ণের এবং যার পানি মুক্তা ও ইয়াকূতের (পদ্মরাগ মনি) উপর দিয়ে প্রবাহিত। এর মাটি কস্তুরীর চেয়েও সুগন্ধপূর্ণ, এর পানি মধুর চেয়েও মিষ্ট এবং বরফের চেয়েও সাদা (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১০. সূরা আল-ফাত্হ (আন-নাসর)

٣٢٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَسْاَلُنِىْ مَعَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَتَسْاَلُهُ وَلَنَا بَنُوْنَ مِثْلُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ نَعْلَمُ فَسَاَلَهُ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ) فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْلَمُهُ اِيَّاهُ وَقَرَأَ السُّوْرَةَ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُ مِنْهُمَا اِلاَّ مَا تَعْلَمُ .

৩২৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপস্থিতিতে আমার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাকে বলেন, আপনি তার কাছে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তার মত আমাদেরও সন্তান-সন্ততি আছে। রাবী বলেন, উমার (রা) তাকে বলেন, তার নিকট জিজ্ঞেস করার কারণ আপনি জানেন। অতঃপর তিনি তাকে "যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়" (১১ ঃ ১) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সংবাদ যে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতঃপর উমার (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি এর যে ব্যাখ্যা জানেন আমিও তাই জানি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার–মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা–আবু বিশর (র) থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই রিওয়ায়াতে রাবী বলেন, অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাকে বলেন, আপনি এ ছেলের কাছে মসয়ালা জিজ্ঞেস করছেন, অথচ আমাদেরও এরূপ ছেলে রয়েছে।

১১১. সূরা তাব্বাত (লাহাব)

٣٣٠٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا فَنَادٰى يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ اِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنِّىْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ الْعَدُوَّ مُمَسِّيْكُمْ اَوْ مُصَبِّحُكُمْ اَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِىْ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ) .

৩৩০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর উঠে "ইয়া সাবাহা" (হে

ভোরের বিপদ) বলে উচ্চস্বরে ডাকেন। ফলে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তাঁর কাছে সমবেত হয়। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি। তোমাদের কি মত, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আসছে, তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তখন আবু লাহাব বলল, তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি এজন্য আমাদেরকে সমবেত করেছ? তখন মহান আল্লাহ তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব সূরা নাযিল করেন (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১২. সূরা আল-ইখলাস

٣٣٠١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعْدٍ هُوَ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الرَّازِىِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ) فَالصَّمَدُ الَّذِىْ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ) لِاَنَّهُ لَيْسَ شَىْءٌ يُوْلَدُ اِلاَّ سَيَمُوْتُ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمُوْتُ وَلاَ يُوْرَثُ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ) قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيْهٌ وَّلاَ عِدْلٌ وَّلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ .

৩৩০১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাদেরকে আপনার রবের বংশপরিচয় দিন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ ("আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ" এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন)। আর সামাদ (অমুখাপেক্ষী) তিনিই যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেননা যে কারো ঔরসজাত হবে সে মারা যাবে এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে। অথচ আল্লাহ মরবেনও না এবং তাঁর কেউ উত্তরাধিকারীও নাই। "এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাঁর কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। "কোন কিছুই তার সদৃশ নয়" (৪২ ঃ ১) (আ)।

٣٣٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الرَّازِىِّ عَنِ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ

الِهَتَهُمْ فَقَالُوْا اَنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ قَالَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) .

৩৩০২। আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দেবতাদের সর্ম্পকে আলোচানা করলে তারা বলে, আপনি আপনার প্রভুর বংশধারা আমাদেরকে অবহিত করুন। তখন জিবরীল (আ) কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি নিয়ে আসেন....... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

এ সনদে উবাই ইবনে কাব (রা)-র উল্লেখ নেই। এ সূত্রটি আবু সাদের সনদ থেকে বিশুদ্ধতর। আর আবু সাদের নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুইয়াস্‌সির।

১১৩-১১৪. সূরা আল্‌-মুআওয়াযাতাইন (ফালাক ও নাস)

٣٣٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ عَنِ بْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيْذِىْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا فَاِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ .

৩৩০৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ হে আইশা! আল্লাহ্‌র কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা এটাই হল গাসিক (অন্ধকার) যখন তা গভীর হয়।

٣٣٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اٰيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ (وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ .

৩৩০৪। উক্‌বা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমার উপর এমন কিছু সংখ্যক

আয়াত নাযিল করেছেন যার অনুরূপ আর কখনও দেখা যায় না। তা হল : কুল আউযু বিরাব্বিন নাস ও কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সূরাদ্বয় (আ,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : (আদমের বয়সের অংশবিশেষ দাউদকে প্রদান)।

٣٣٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِاِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ اِذْهَبْ اِلٰى اُولٰئِكَ الْمَلاَئِكَةِ اِلٰى مَلَاٍ مِّنْهُمْ جُلُوْسٍ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اللّٰهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اخْتَرْ اَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّىْ وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّىْ يَمِيْنٌ مُّبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَا هٰؤُلاَءِ فَقَالَ هٰؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ فَاِذَا كُلُّ اِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاِذَا فِيْهِمْ رَجُلٌ اَضْوَؤُهُمْ اَوْ مِنْ اَضْوَئِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا ابْنُكَ دَاؤُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْهُ فِىْ عُمُرِهِ قَالَ ذٰلِكَ الَّذِىْ كَتَبْتُ لَهُ قَالَ اَىْ رَبِّ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِىْ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ اَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ اُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُهْبِطَ مِنْهَا فَكَانَ اٰدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ قَالَ فَاَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ قَدْ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَ لِىْ اَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاؤُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ اُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ .

৩৩০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে রূহ (আত্মা) সঞ্চার করেন তখন তাঁর হাঁচি আসে এবং তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলেন। তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই তাঁর প্রশংসা করেন। অতঃপর তাঁর উদ্দেশ্যে আল্লাহ "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর সদয় হোন) বলেন এবং আরো বলেন ঃ হে আদম! তুমি ঐসব ফেরেশতার কাছে যাও যারা দলবদ্ধ অবস্থায় ওখানে বসে আছে। অতএব তিনি গিয়ে আস-সালামু আলাইকুম বলেন। ফেরেশতাগণ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলেন। তারপর তিনি তাঁর রবের কাছে এলে তিনি বলেন ঃ এটাই তোমার ও তোমার সন্তানদের পারস্পরিক অভিবাদন। এবার আল্লাহ তাঁর দু'টি (কুদরতী) হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাঁকে বলেন ঃ দু'টি হাতের মধ্যে যেটি ইচ্ছা বেছে নাও। তিনি বলেন ঃ আমি আমার রবের ডান হাত বেছে নিলাম। আর আমার প্রভুর উভয় হাতই ডান হাত এবং বরকতপূর্ণ। তারপর আল্লাহ তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত খুললে দেখা গেল যে, তাতে আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সন্তানরা রয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম বলেন ঃ প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ বলেন ঃ এরা তোমার বংশধর। তাদের সকলের দুই চোখের মাঝখানে তাদের আয়ুষ্কাল লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল চেহারার একজন ছিল। তিনি বলেন, প্রভু হে! এ ব্যক্তি কে? তিনি বলেন ঃ সে তোমার সন্তান দাউদ আলাইহিস সালাম। আমি তার চল্লিশ বছর বয়স ধার্য করেছি। আদম আলাইহিস সালাম বলেন ঃ হে রব! আপনি তার আয়ুষ্কাল আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ আমি এটাই তার আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারণ করেছি। আদম আলাইহিস সালাম বলেন ঃ হে প্রতিপালক! আমি তাকে আমার আয়ুষ্কাল থেকে ষাট বছর ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ বলেন ঃ এটা তার প্রতি তোমার বদান্যতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর আল্লাহ যত দিন চাইলেন তিনি বেহেশতে থাকলেন, অতঃপর তাঁকে সেখান থেকে নামানো হল (পৃথিবীতে)। আদম আলাইহিস সালাম নিজের বয়সের হিসাব করতে থাকলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মালাকুল মাওত (মৃত্যুদূত) এসে আদম আলাইহিস সালামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ আমার জন্য নির্ধারিত বয়স তো হাজার বছর, তুমি যথাসময়ের পূর্বেই এসেছ। মালাকুল মাওত বলেন, হাঁ, তবে আপনি আপনার বয়স থেকে ষাট বছর আপনার বংশধর দাউদ আলাইহিস সালামকে দান করেছেন। আদম আলাইহিস সালাম তা (ভুলে গিয়ে) অস্বীকার করেন। এজন্য তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আর তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাই তার

সন্তানরাও ভুলে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেদিন থেকেই লিপিবদ্ধ করে রাখা ও সাক্ষী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ (সর্বাধিক শক্তিশালী সৃষ্টি)।

٣٣٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ قَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمْ اَلنَّارُ فَقَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ اَلْمَاءُ قَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمِ الرِّيْحُ قَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ قَالَ نَعَمِ ابْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ .

৩৩০৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে থাকে। তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীর উপর স্থাপন করেন। ফলে পৃথিবী স্থির হয়। পর্বতমালার শক্ত কাঠামোতে ফেরেশতাগণ অবাক হয়ে বলেন, হে প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পর্বতমালার চেয়েও কঠিন কোন কিছু আছে কি? আল্লাহ বলেন ঃ হাঁ, লোহা। তারা বলেন, হে রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়েও শক্ত ও মজবুত কোন কিছু আছে কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আগুন। তারা বলেন, হে প্রতিপালক! আগুনের চেয়েও আপনার সৃষ্টির মধ্যে শক্তিমান ও কঠিন অন্য কিছু আছে কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, পানি। তারা বলেন, প্রভু হে! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পানির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি

বলেন ঃ হাঁ, বায়ু। অবশেষে ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রতিপালক! বায়ুর চেয়েও বেশী কঠিন ও শক্তিশালী আপনার সৃষ্টির মধ্যে কিছু আছে কি? আল্লাহ বলেন ঃ হাঁ, সেই আদম-সন্তান, যে ডান হাতে দান-খয়রাত করলে তার বাম হাতের কাছে অজ্ঞাত থাকে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস মরফূরূপে জানতে পেরেছি।

অধ্যায় ঃ ৪৮

اَبْوَابُ الدَّعْوَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(দোয়াসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

দোয়ার ফযীলাত।

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

৩৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোয়ার চাইতে কোন জিনিস আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত নয় (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইমরান আল-কাত্তানের সূত্রেই এ হাদীস মরফূ হিসাবে জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-ইমরান আল-কাত্তান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

একই বিষয়।

٣٣٠٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ .

৩৩০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোআ হল ইবাদতের মূল বা সার।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٣٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ) .

৩৩০৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দোআই হল ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কেননা যে সমস্ত লোক আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে (বিরত থাকে), অচিরেই তারা লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (৪০ ঃ ৬০) (আ,ই,দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি মানসূর ও আমাশ (র) যির-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি আমরা কেবল যির-এর সূত্রেই জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
একই বিষয়।

٣٣١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ مَنْ لَّمْ يَسْاَلِ اللّٰهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ .

৩৩১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন (ই)।

ওয়াকী একাধিক ব্যক্তির সূত্রে হাদীসটি আবুল মালীহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল এই সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। ইসহাক ইবনে মানসূর-আবু আসেম-হুমাইদ-আবুল মালীহ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
যিকিরের ফযীলাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

٣٣١١- حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ عَن عَمرِو بنِ قَيسٍ عَن عَبدِ اللّٰهِ بنِ بُسرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰه اِنَّ شَرَائِعَ الاسلاَمِ قَد كَثُرَت عَلَيَّ فَاَخبِرنِى بِشَيءٍ اَتَشَبَّثُ بِه قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رُطَبًا مِّن ذِكرِ اللّٰهِ .

৩৩১১। আবদুল্লাহ্ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলামের শরীআতের বিষয়াদি আমার জন্য অত্যধিক হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় অবহিত করুন, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বলেন ঃ সর্বদা তুমি তোমার জিহ্‌বাকে আল্লাহ্‌র যিকিরে সজীব রাখ (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
একই বিষয়

٣٣١٢- حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعِبَاد اَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرِيْنَ (الذَّاكِرُوْنَ) اللّٰهَ كَثِيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَمَنِ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِه فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرِيْنَ (الذَّاكِرُوْنَ) اللّٰهَ كَثِيْرًا اَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً .

৩৩১২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট বান্দাদের মধ্যে কে মর্যাদায় সর্বোত্তম হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র অধিক পরিমাণে যিকিরকারীগণ। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী কে? তিনি বলেন ঃ যদি কেউ স্বীয় তরবারি দ্বারা কাফের ও মুশরিকদের উপর এমনভাবে আঘাত হানে যে. তা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং নিজেও রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরকারী বান্দাগণ মর্যাদায় তার চেয়েও উত্তম (আ,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল দাররাজের রিওয়ায়াত হিসাবে তা জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
একই বিষয়।

٣٣١٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ هُوَ ابْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ زِيَادٍ مَوْلٰى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ بَحْرِيَّةَ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعُهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ مَا شَيْءٌ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

৩৩১৩। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের মনিবের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খয়রাত করার চাইতে অধিক ভালো এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চেয়ে উত্তম? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকির। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র যিকিরের চাইতে অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই (আ,ই,হা)।

কোন কোন রাবী এ হাদীসটি উক্ত সনদে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কতক রাবী উক্ত সনদে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (র) থেকে এটিকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
যে সকল লোক বসে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করে তাদের মর্যাদা।

٣٣١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِيْ مُسْلِمٍ اَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى اَبِيْ

هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ .

৩৩১৪। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেন ঃ যখনই কোন এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হয়, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, আল্লাহ্র রহমত ও করুণা তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে। আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর সমীপে উপস্থিতদের নিকট তাদের আলোচনা করেন (আ,ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعَامَةَ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا يَجْلِسُكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ آللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَاكَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّيْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقَلَّ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا يَجْلِسُكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدٰنَا اِلَى الْاِسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ فَقَالَ آللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَاكَ قَالُوْا آللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّيْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ لِتُهْمَةٍ لَكُمْ اِنَّهُ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ .

৩৩১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মসজিদে গেলেন। তিনি বলেন, কিসে তোমাদের বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আমরা বসে বসে আল্লাহ্র যিকির করছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র যিকিরই কি তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আল্লাহ্র কসম!

আমরা আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্যই বসে আছি। তিনি বলেন, শোন! আমি তোমাদের মিথ্যা বলার সন্দেহে তোমাদেরকে কসম করাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার চাইতে কম হাদীস বর্ণনাকারীও কেউ নেই। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের এক মজলিসে পৌঁছে বলেনঃ কিসে তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি, কেননা তিনিই আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের দ্বারা আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এটাই কি তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যে বসে আছি। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের মিথ্যা বলার সন্দেহে তোমাদেরকে শপথ দেইনি। জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু নাআমা আস-সাদীর নাম আমর ইবনে ঈসা এবং আবু উসমান আন-নাহ্‌দীর নাম আবদুর রহমান ইবনে মাল্ল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

যারা মজলিসে বসে আছে অথচ আল্লাহ্‌র যিকির করে না।

٣٣١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَامَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

৩৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব লোক মজলিসে বসা অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না এবং তাদের নবীর প্রতি দুরূদও পড়ে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন (দা,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
মুসলিম ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়।

٣٣١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَحَدٍ يَّدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا سَاَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ .

৩৩১৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতি শুনেছি ঃ কোন লোক (আল্লাহ্‌র নিকট) কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন অথবা তদনুপাতে তার থেকে কোন অমঙ্গল প্রতিহত করেন, যাবত না সে কোন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার বা আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَطِيَّةَ اللَّيْثِىُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ .

৩৩১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় অধিক পরিমাণে দোয়া করে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٣١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .

৩৩১৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সর্বোত্তম যিকির এবং "আলহামদু লিল্লাহ্" সর্বোত্তম দোয়া (ই,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মূসা ইবেন ইবরাহীমের সনদে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মূসা ইবনে ইবরাহীম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٣٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِد بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ .

৩৩২০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিকির করতেন (আ,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদার সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আল-বাহীর নাম আবদুল্লাহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০
দোয়াকারী প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করবে।

٣٣٢١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا ذَكَرَ اَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ .

৩৩২১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো উল্লেখপূর্বক তার জন্য দোয়া করলে প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতেন (দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আবু কাতানের নাম আমর ইবনুল হাইসাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
দোয়া করার সময় দুই হাত উত্তোলন।

٣٣٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيْسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ

الْجُمَحِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِيْ حَدِيْثِهِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৩৩২২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। তিনি তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল মর্দন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আছে ঃ তাঁর মুখমণ্ডলে না মোছা পর্যন্ত হাত দু'খানা তিনি সরিয়ে নিতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে ঈসার সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ। উপরন্তু তিনি স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী। লোকেরা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হানজালা ইবনে আবু সুফিয়ান আল-জুমাহী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

যে ব্যক্তি দোয়ায় (ফললাভে) তাড়াহুড়া করে।

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَابْ لِيْ .

৩৩২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকের দোয়াই কবুল হয়ে থাকে, যাবত না সে তাড়াহুড়া করে বলতে থাকে, দোয়া তো করলাম কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয়নি (বু,মু,দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু উবাইদের নাম সাদ, যিনি আবদুর রহমান ইবনে আযহারের মুক্তদাস। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র মুক্তদাস বলেও কথিত। এই অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া।

٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ [بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ] ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَىْءٌ وَكَانَ اَبَانُ قَدْ اَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَبَانٌ مَا تَنْظُرُ اَمَا اِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنِّىْ لَمْ اَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِىَ اللّٰهُ عَلَىَّ قَدَرَهُ .

৩৩২৪। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা প্রতি দিন সকালে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দোয়াটি পড়লে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না ঃ "আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" আবান (র)-এর দেহের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (উক্ত হাদীস বর্ণনাকালে) এক ব্যক্তি (অধঃস্তন রাবী) তার দিকে তাকাতে থাকলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কি দেখছো? শোন! আমি তোমার নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা হুবহু বর্ণনা করেছি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন ঐ দোয়াটি পড়িনি এবং আল্লাহ তাআলা তাকদীরের লিখন আমার উপর কার্যকর করেছেন (দা,না,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٣٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِىْ [رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا] حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّرْضِيَهُ .

৩৩২৫। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে, "আল্লাহ

আমার প্রভু, ইসলাম আমার দীন এবং মুহাম্মাদ (সা) আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তকরণে সন্তুষ্ট আছি", তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে যায় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٣٢٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ [اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ] اَرَاهُ قَالَ [لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ] وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا [اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ...] .

৩৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন ঃ "আমরা রাতে উপনীত হলাম এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বজাহানও রাতে উপনীত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই"। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন ঃ "রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (হে আল্লাহ) আমি তোমার নিকট এই রাতের মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এ রাতের পরে নিহিত কল্যাণ কামনা করি। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাই এ রাতের মধ্যে নিহিত অকল্যাণ এবং এ রাতের পরে সমস্ত অকল্যাণ থেকে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের ক্ষতি থেকে। আমি তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি ও কবরের আযাব থেকে।" তিনি ভোরে উপনীত হয়েও অনুরূপ দোয়া করতেন ঃ "আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বজাহানও ভোরে উপনীত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য...." (মু.দা.না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা (র)-ও উক্ত সনদে ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে মরফূরূপে নয়।

٣٣٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ [اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نُحْيِيْ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ] وَاِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ [اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نُحْيِيْ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ].

৩৩২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন ঃ তোমাদের যে কেউ ভোরে উপনীত হয়ে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা ভোরে উপনীত হই এবং তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই মৃত্যুবরণ করি। তোমার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" আর সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই ভোরে উপনীত হই, তোমার হুকুমেই জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই মৃত্যু বরণ করি। তোমার নিকটই আমাদের পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে" (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(সকালে, সন্ধ্যায় ও শয্যা গ্রহণকালের দোয়া)।

٣٣٢٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الثَّقَفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِشَيْءٍ اَقُوْلُهُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ [اَللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ] قَالَ قُلْهُ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ.

৩৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্র (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছুর নির্দেশ দিন যা আমি সকালে ও

বিকেলে উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বলেনঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমি আমার দেহের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শেরেকি (কার্যকলাপ) থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এই দোয়া সকালে, বিকেলে ও শয্যা গ্রহণকালে পড়বে (দা,না,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

(সায়্যিদুল ইসতিগফার)।

٣٣٢٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى سَيِّدِ الْاِسْتِغْفَارِ [اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَاَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَعْتَرِفُ بِذُنُوْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ] لاَ يَقُوْلُهَا اَحَدُكُمْ حِيْنَ يُمْسِىْ فَيَاْتِىْ عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلاَ يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُصْبِحُ فَيَاْتِىْ عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ اَنْ يُمْسِىَ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

৩৩২৯। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে সায়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া) বলে দিব না? তা হল ঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব, তুমি ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নাই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকব। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমার প্রতি তোমার নিয়ামতসমূহের কথা স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি আমার গুনাহ্সমূহের কথা। কাজেই তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ্সমূহ মাফ করার কেউ নেই।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের

কেউ এ কথাগুলো সন্ধ্যাবেলায় বললে, অতঃপর ভোর হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তোমাদের কেউ তা ভোরবেলায় বললে, অতঃপর সন্ধ্যার আগেই তার মৃত্যু হলে তার জন্যও বেহেশত অবধারিত হয়ে যায় (আ,না,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্যা ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব। আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযিম হলেন আবু হাযিম আয-যাহিদের পুত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
বিছানাগত হওয়ার সময়কার দোয়া।

٣٣٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلُهَا اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ وَقَدْ اَصَبْتَ خَيْرًا تَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ] قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ قَالَ فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ .

৩৩৩০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না যা তুমি বিছানাগত হওয়ার সময় পড়বে? তাহলে ঐ রাতে তুমি মারা গেলে ফিত্‌রাতের (ইসলামের) উপরই মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি (জীবিত থেকে) ভোরে উপনীত হলে কল্যাণ লাভ করবে। তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমি আমার মুখ তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। আমি আমার সকল ব্যাপার তোমার উপর সোপর্দ করলাম, তোমার রহমতের আশা ও তোমার আযাবের ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ এবং যে নবী পাঠিয়েছ আমি তার উপর

ঈমান এনেছি।" আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি (বিনাবিয়্যিকা-এর স্থলে) 'বিরাসূলিকাল্লাযী আরসাল্‌তা (তুমি যে রাসূল পাঠিয়েছ) বললাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বক্ষে নিজের হাত দ্বারা খোঁচা মেরে বলেনঃ 'ওয়ানাবিয়্যিকাল্লাযী আর্‌সাল্‌তা' বল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি অন্যভাবেও আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মানসূর ইবনুল মুতাম্মির-সাদ ইবনে উবাইদা-আল-বারাআ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ "যখন তুমি বিছানাগত হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন উযূ অবস্থায় বলবে"।

٣٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اَخِىْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اضْطَجَعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ [اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اُؤْمِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُوْلِكَ] فَاِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৩৩১। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ বিছানায় ডান কাতে শুয়ে বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম, আমার সকল ব্যাপার তোমার উপর ন্যস্ত করলাম, তোমার থেকে আশ্রয় নেয়ার স্থান তুমি ভিন্ন আর কোথাও নেই এবং আমি তোমার কিতাব ও তোমার রাসূলের উপর ঈমান আনলাম", সে ঐ রাতে মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-র হাদীস হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٣٣٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ

قَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِىَ] .

৩৩৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘুমানোর জন্য) বিছানাগত হয়ে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আহার করান, পান করান, (সৃষ্টির ক্ষতি থেকে) আমাদের হেফাজত করেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দেন (বিছানায়)। অথচ অনেক লোক রয়েছে যাদের কোন হেফাজতকারী নেই এবং আশ্রয় দানকারীও নেই" (দা,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(বিছানাগত হয়ে পড়ার দোয়া)।

٣٣٣٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْوَصَّافِىْ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَاْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ [اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ] ثَلٰثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا .

৩৩৩৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন লোক (শোয়ার জন্য) বিছানাগত হয়ে তিনবার বলে ঃ "আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর নিকট তওবা করি", আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমতুল্য হয়ে থাকে, যদিও তা গাছের পাতার ন্যায় অসংখ্য হয়, যদিও তা টিলার বালিরাশির সমান হয়, যদিও তা দুনিয়ার দিনসমূহের সমসংখ্যক হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াসসাফীর রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
একই বিষয়

٣٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَاْسِهِ ثُمَّ قَالَ [اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ اَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ] .

৩৩৩৪। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন নিজের (ডান) হাত স্বীয় মাথার নীচে রেখে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে সমবেত করবে অথবা পুনরুত্থিত করবে সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে নিরাপদে রেখ" (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِيْنَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ ثُمَّ يَقُوْلُ [رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ] .

৩৩৩৫। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর সময় তাঁর ডান হাতের উপর মাথা রাখতেন, অতঃপর বলতেনঃ "হে আমার প্রভু! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে উত্থিত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে হেফাজত কর" (আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। সাওরী (র) উক্ত হাদীস আবু ইসহাক-আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাদের উভয়ের মাঝখানে অন্য কোন রাবীর উল্লেখ করেননি। শোবা (র) এ হাদীস আবু ইসহাক-আবু উবাইদা ও আরেক ব্যক্তি-আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল (র) আবু ইসহাক-আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ-আল-বারাআ (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল (র) আবু ইসহাক-আবু উবাইদা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

(ঋণমুক্ত হওয়ার দোয়া)।

٣٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اِذَا اَخَذَ اَحَدُنَا مَضْجَعَهُ اَنْ يَقُوْلَ [اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ (شَرِّ) كُلِّ ذِيْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ] .

৩৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই মর্মে আদেশ করতেন যে, যখন আমাদের কেউ ঘুমানোর জন্য বিছানাগত হয় তখন সে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলীর প্রভু, যমীনসমূহের প্রভু, আমাদের প্রভু, প্রতিটি জিনিসের প্রভু, শস্যবীজ ও আঁটির অংকুরোদগমকারী এবং তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী! আমি প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। এগুলো তোমারই আয়ত্তাধীন, তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নেই। আর তুমিই অন্ত, তোমার পরে কিছুই নেই। তুমিই ব্যক্ত, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমিই গুপ্ত, তোমার থেকে কিছুই গোপন নয়। সুতরাং তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং আমাকে দরিদ্রতা থেকে স্বাবলম্বী করে দাও" (ই,দা,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

একই বিষয়।

٣٣٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهٖ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنَفَةِ اِزَارِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ

عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَاذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ [بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ] فَاذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَاَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ] .

৩৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার বিছানা থেকে উঠার পর পুনরায় বিছানায় ফিরে এলে সে যেন তার লুঙ্গীর প্রান্তভাগ দ্বারা বিছানাটি তিনবার ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না, তার অবর্তমানে তাতে কি পতিত হয়েছে (ময়লা বা ক্ষতিকর কিছু)। আর যখন সে শুয়ে পড়ে তখন যেন বলে ঃ "হে আমার প্রভু! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় এলিয়ে দিলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাব। যদি তুমি আমার জান রেখে দাও (মৃত্যু দান কর) তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার সেইভাবে হেফাজত কর যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের হেফাজত কর"। আর সে ঘুম থেকে জেগে উঠে যেন বলেঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমার দেহকে নিরাপদ রেখেছেন এবং পুনরায় আমার জান আমাকে ফেরত দিয়েছেন এবং তাঁকে স্মরণ করারও অনুমতি (তৌফীক) দান করেছেন" (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে জাবির ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

যে ব্যক্তি শয়নকালে কুরআনের কিছু অংশ পড়ে।

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৩৩৩৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস (সূরা তিনটি) পড়ে নিজের দুই হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন, অতঃপর উভয় হাত যথাসম্ভব সারা শরীরে মলতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি তিনবার তা মলতেন (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

একই বিষয়।

٣٣٣٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلٰى فِرَاشِىْ فَقَالَ اقْرَاْ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فَاِنَّهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْيَانًا يَقُوْلُ مَرَّةً وَاَحْيَانًا لاَ يَقُوْلُهَا .

৩৩৩৯। ফারওয়া ইবনে নাওফল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি বিছানাগত হওয়াকালে বলতে পারি। তিনি বলেন ঃ তুমি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" সূরাটি পড়। কারণ তা শির্‌ক থেকে মুক্তির ঘোষণা। শোবা (র) বলেন, তিনি (আবু ইসহাক) কখনো মাররাতান (একবার) শব্দটি যোগ করছেন, আবার কখনো যোগ করেননি (দা)।

মূসা ইবনে হিযাম-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আদাম-ইসরাঈল-আবু ইসহাক-ফারওয়া ইবনে নাওফাল-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন..... অতঃপর উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এই সনদসূত্র অধিকতর সহীহ। যুহাইর (র) এ হাদীস আবু ইসহাক-ফারওয়া ইবনে নাওফাল-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সনদসূত্র শোবার বর্ণিত সনদের চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও সহীহ। এ হাদীসের সনদে আবু ইসহাকের শাগরিদগণ গড়মিল করেছেন। এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে নাওফাল (র) তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান হলেন ফারওয়া ইবনে নাওফালের সহোদর।

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ .

৩৩৪০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা তান্‌যীলুস সাজদা ও তাবারাকা (আল-মুল্‌ক) না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না (আ,দার,না,হা)।

সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ হাদীসটি লাইস-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যুহাইর উক্ত হাদীস আবুয যুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যুহাইর বলেন, আমি আবু যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটি সরাসরি জাবির (রা)-র নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, না, আমি সরাসরি তার নিকট শুনিনি। আমি সাফওয়ান অথবা ইবনে সাফওয়ানের নিকট শুনেছি। শাবাবা (র) মুগীরা ইবনে মুসলিম-আবুয যুবাইর-জাবির (রা) সূত্রে লাইসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٤١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ وَبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ .

৩৩৪১। আইশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয-যুমার ও বনী ইসরাঈল সূরাদ্বয় না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না।[১]

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেন, আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদের মুক্তদাস মারওয়ান (র) আইশা (রা) থেকে শুনেছেন এবং আবু লুবাবা থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ শুনেছেন।

٣٣٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بِلاَلٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ وَيَقُوْلُ فِيْهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ آيَةٍ .

১. হাদীসটি ২৮৫৫ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৩৩৪২। আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাব্বিহাত সূরাসমূহ তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন ঃ তাতে এমন একটি আয়াত আছে যা হাজার আয়াত থেকেও উত্তম।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

একই বিষয়।

٣٣٤٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَنْظَلَةَ قَالَ صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ اَوْسٍ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا اَنْ نَّقُوْلَ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْاَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَّقَلْبًا سَلِيْمًا وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ] قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَاْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَاُ سُوْرَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلاَّ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَىْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ.

৩৩৪৩। বনূ হানযালার জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-র সঙ্গী হলাম। তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখাব না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলতে শিখাতেন? "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি কাজে অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ়তা, তোমার দেয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদত করার যোগ্যতা। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি সত্যবাদী মুখ ও বিশুদ্ধ অন্তর। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার জ্ঞাত সমস্ত মন্দ

---

২. যে সমস্ত সূরার শুরুতে সাব্বাহা, সাব্বিহি, ইউসাব্বিহু বা সুবহানা ইত্যাদি শব্দ রয়েছে সে সমস্ত সূরাকে একবাক্যে মুসাব্বিহাত বলা হয়। উক্ত হাদীসটি ২৮৫৬ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

থেকে এবং কামনা করি তোমার জ্ঞাত সমস্ত কল্যাণ। আমি ক্ষমা চাই তোমার জানামতে সর্বপ্রকারের অপরাধ থেকে। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত"। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি বিছানাগত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি সূরা পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেন। ফলে তার নিদ্রাভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত কোন অনিষ্টকারী জিনিস তার নিকট পৌঁছতে পারবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল উক্ত সনদসূত্রে জানতে পেরেছি। আবুল আলার নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্‌খীর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

শয়নকালে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ পড়া সম্পর্কে।

٣٣٤٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْىَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَكَتْ اِلَىَّ فَاطِمَةُ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِيْنِ (الطَّحْنِ) فَقُلْتُ لَوْ اَتَيْتِ اَبَاكِ فَسَاَلْتِيْهِ خَادِمًا فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنَ الْخَادِمِ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا تَقُوْلاَنِ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ مِنْ تَحْمِيْدٍ وَّتَسْبِيْحٍ وَّتَكْبِيْرٍ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৩৩৪৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আমার নিকট অভিযোগ করে যে, গম পেষার চাকতি ঘুরানোর দরুন তার উভয় হাতে ফোস্‌কা পড়ে গেছে। আমি বললাম, যদি তুমি তোমার পিতার (রাসূলুল্লাহ্‌র) নিকট গিয়ে তাঁর কাছে একটি খাদেম প্রদানের আবেদন করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদের দু'জনকে এমন জিনিস বলে দিব না যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট? তোমরা শয্যা গ্রহণকালে ৩৩ বার "আল্‌হামদু লিল্লাহ", ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ" এবং ৩৪ বার "আল্লাহু আক্‌বার" বলবে। হাদীসে আরও বিবরণ আছে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনে আওনের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। এ হাদীসটি আলী (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُوْ مَجْلَ يَدَيْهَا فَاَمَرَهَا بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ .

৩৩৪৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার উভয় হাতে ফোস্‌কা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুব্‌হানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
একই বিষয়।

٣٣٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَلاَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهَا (يَعُدُّهَا) بِيَدِهٖ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اَلْفَىْ وَخَمْسَمِائَةٍ سَيِّئَةً قَالُوْا فَكَيْفَ لاَ نُحْصِيْهَا قَالَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتّٰى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ اَنْ لاَّ يَفْعَلَ وَيَاْتِيْهِ وَهُوَ فِىْ مَضْجَعِهٖ فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ .

৩৩৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চিত বেহেশতে প্রবেশ করবে। জেনে রাখ! উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয় আয়ত্ত করা সহজ। তদনুযায়ী খুব কম লোকই আমল করে থাকে। (এক) প্রতি ওয়াক্তের (ফরয) নামাযের পর দশবার 'সুবহানাল্লাহ', দশবার

'আলহামদু লিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের পর নিজের হাতে গুনতে দেখেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (পাঁচ ওয়াক্তে) মৌখিক উচ্চারণে এক শত পঞ্চাশ বার এবং মীযানে (দাঁড়িপাল্লায়) দেড় হাজার হবে। (দুই) আর তুমি (ঘুমাতে) শয্যা গ্রহণকালে "সুব্‌হানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ" এক শত বার বলবে, ফলে তা মীযানে এক হাজারে পরিণত হবে। তোমাদের কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহে লিপ্ত হয় (অর্থাৎ এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)। সাহাবীগণ বলেন, আমরা সর্বদা এরূপ একটি আমল কেন করব না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে রত থাকাকালে তার নিকট শয়তান এসে বলতে থাকে, এটা স্মরণ কর ওটা স্মরণ কর। ফলে সেই নামাযী (শয়তানের ধোঁকাবাজির মধ্যেই লিপ্ত থাকা অবস্থায়) নামায শেষ করে। আর সে উক্ত তাস্‌বীহ্ আদায়ের সুযোগ পায় না। আবার তোমাদের কেউ শোয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলে শয়তান তার কাছে এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবীহ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস শোবা ও সাওরী (র) আতা ইবনুস সাইব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাশ (র) এ হাদীস আতা ইবনুস সাইব থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে সাবিত, আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ .

৩৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুনে গুনে তাসবীহ পড়তে দেখেছি (দা,না,হা)।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আমাশের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

٣٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ الْاَحْمَسِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِىُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ

৩. হাদীসটি ৩৪১৯ ক্রমিকেও উদ্ধৃত হয়েছে (সম্পা.)।

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتُكَبِّرُهُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ .

৩৩৪৮। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নামাযের পরে পাঠ করার মত এমন কিছু বিষয় আছে যে, তা পাঠকারী কখনো বঞ্চিত হয় না। তুমি প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহাম্দু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমর ইবনে কায়েস আল-মুলাঈ নির্ভরযোগ্য রাবী এবং হাদীসের হাফেজ। শোবা (র) এ হাদীস হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। কিন্তু মানসূর ইবনুল মুতামির (র) এ হাদীস হাকাম (র) থেকে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬
রাতে নিদ্রাভঙ্গ কালে পড়ার দোয়া।

٣٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ اَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ فَاِنْ عَزَمَ وَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى قُبِلَتْ صَلٰوتُهُ .

৩৩৪৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র, আল্লাহ্ই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, আল্লাহ সুমহান। আল্লাহ্র

অনুগ্রহ ব্যতীত অন্যায় থেকে বিরত থাকার কিংবা ভালো কাজ করার শক্তি কারো নেই"। এরপর সে বলবে, "হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও"। অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে দোয়া করলে তা কবুল করা হয়। আর সে যদি হিম্মত করে উযূ করে নামায পড়ে তবে তার নামায কবুল করা হবে (বু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আলী ইবনে হুজর-মাসলামা ইবনে আমর (র) বলেন, উমাইর ইবনে হানী (র) প্রতি দিন এক হাজার সিজদা করতেন (এক হাজার রাক্আত নামায পড়তেন) এবং এক লক্ষ বার তাসবীহ্ পাঠ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭
একই বিষয়।

٣٣٥٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَاَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالُوْا حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىُّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَاُعْطِيْهِ وَضُوْئَهُ فَاَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৩৩৫০। রবীআ ইবনে কাব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দ্বারদেশে রাত যাপন করতাম এবং তাঁর উযূর পানি সরবরাহ করতাম। আমি রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে বলতে শুনতাম, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, তিনি তা শুনেন)। আমি আরো শুনতাম যে, তিনি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই) বলছেন (আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

একই বিষয়।

٣٣٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ] وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيٰ نَفْسِيْ بَعْدَ مَا اَمَاتَهَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ] .

৩৩৫১। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মরি ও বাঁচি"। তিনি ঘুম থেকে উঠে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি মৃত্যুদানের পর আমার এ দেহকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে" (বু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে উঠে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٥٢- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤُسٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ] .

৩৩৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মধ্যরাতে বা গভীর রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর এবং সব প্রশংসার অধিকারী তুমিই। তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছ। সব প্রশংসা তোমার। তুমিই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সব কিছুর প্রতিপালক, তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, (আখেরাতে) তোমার সাথে সাক্ষাতলাভ সত্য, জান্নাত সত্য, দোযখ সত্য এবং

কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি) সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য ইসলাম কবুল করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উপর তাওয়াক্‌কুল (ভরসা) করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি, তোমার জন্যই যুদ্ধ করি এবং তোমাকেই বিচারক মানি। সুতরাং আমার আগে-পিছের এবং গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। তুমিই আমার ইলাহ, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই" (বু,মু,না,ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

(রাতে নামাযশেষে পড়ার দোয়া)।

٣٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ
لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ
عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
ﷺ يَقُوْلُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ
تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِىْ
وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ وَتَرُدُّ بِهَا اُلْفَتِىْ
وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ
وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْفَوْزَ
فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ قَصُرَ رَاْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ اَفْتَقَرُ اِلٰى رَحْمَتِكَ
فَاَسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ وَيَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ وَاَنْ
تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ اَللّٰهُمَّ مَا
قَصُرَ عَنْهُ رَاْيِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَّهُ اَحَدًا
مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فَاِنِّىْ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ

وَاَسْاَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْاَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكُوْعِ السُّجُوْدِ الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ وَاِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ سَلْمًا لِاَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِاَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبِيْ وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ وَنُوْرًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ وَنُوْرًا عَنْ يَّمِيْنِيْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ وَنُوْرًا مِّنْ تَحْتِيْ وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِيْ وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِيْ وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَاَعْطِنِيْ نُوْرًا وَّاَجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِيْ لاَ يَنْبَغِيْ التَّسْبِيْحُ اِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ].

৩৩৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযশেষে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট থেকে রহমত ও করুণা কামনা করি, এর দ্বারা তুমি আমার অন্তরকে হেদায়াত দান কর, আমার সমস্ত কাজ গুছিয়ে দাও, আমার এলোমেলো অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে দাও, আমার অজ্ঞাত কাজকে সংশোধন করে দাও, আমার উপস্থিতিকে উন্নত কর, আমার কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন করে দাও, সরল-সঠিক পথ আমাকে শিখিয়ে দাও, তোমার প্রতি আমার মহব্বতকে বাড়িয়ে দাও এবং প্রত্যেক প্রকারের মন্দ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ! আমাকে ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় দান কর, যার পরে আর যেন কুফরী অবশিষ্ট না থাকে। আর তুমি আমাকে রহমত দান কর যার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তোমার মহান করুণার অধিকারী হতে পারি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আখেরাতের বিচারে কৃতকার্যতা চাই, আরো কামনা করি শহীদদের ন্যায় আতিথেয়তা, সৌভাগ্যবানদের

জীবন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য। হে আল্লাহ! আমি আমার প্রয়োজন তোমার কাছেই পেশ করলাম। আমার বুদ্ধিমত্তা অক্ষম ও ত্রুটিপূর্ণ এবং আমার কর্মতৎপরতা দুর্বল হওয়ায় আমি তোমার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। অতএব আমি তোমার কাছে কামনা করি, হে সমস্ত কাজকর্ম সমাধাকারী, বক্ষসমূহের নিরাময়কারী! আমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখ যেমন তুমি দুই সমুদ্রের মিলনকে প্রতিরোধ করে রাখ। তুমি আমাকে ধ্বংসকারী দোয়া করা থেকে ও কবরের সংকট থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ! আমার চিন্তায় যে কল্যাণের কথা আসেনি, আমার অভিপ্রায় ও প্রার্থনা যে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, যে কল্যাণ তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করার ওয়াদা করেছ অথবা তোমার কোন বান্দাকে যে কল্যাণ তুমি দান করবে, হে জগতসমূহের প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহের উসীলায় আমি সেই কল্যাণ কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মহাভীতির (কিয়ামতের) দিন নিরাপত্তা কামনা করি এবং রুকূ-সিজদাকারী, তোমার নৈকট্য লাভকারী ও তোমার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণকারী বান্দাদের সাথে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ লাভের আকাংখা করি। নিশ্চয় তুমি পরম দয়ালু ও অনুগ্রহপরায়ণ বন্ধু। তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হেদায়াতকারীদের ও হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা পথভ্রষ্টও নয় এবং পথভ্রষ্টকারীও নয়, যারা তোমার প্রিয় বান্দাদের সাথে শান্তি স্থাপনকারী এবং তোমার শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী। যে তোমায় ভালোবাসে আমরা তোমার মহব্বতে তাকে ভালোবাসি এবং তোমার শত্রুতায় যে তোমার বিরোধিতা করে, আমরা তার সাথে শত্রুতা রাখি। হে আল্লাহ! এই আমার আরযি এবং এটা কবুল করা তোমার যিম্মায়। এই আমার প্রচেষ্টা এবং তোমার উপরই আমার ভরসা। হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে একটি নূর ঢেলে দাও। আমার কবরে নূর দাও, আমার সম্মুখে নূর, আমার পেছনে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নীচে নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে (দৃষ্টিশক্তিতে) নূর, আমার পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আমার গোশ্তে নূর, আমার রক্তে নূর এবং আমার হাড়ে নূর দান কর। হে আল্লাহ! আমার নূরকে বর্দ্ধিত কর, আমাকে নূর দান কর এবং আমার জন্য স্থায়ী নূরের ব্যবস্থা কর। তিনিই (আল্লাহ) পবিত্র যিনি ইজ্জত ও মহত্বের চাদরে আবৃত এবং নিজের জন্য তাকে বিশিষ্ট করে নিয়েছেন। তিনি পবিত্র, যিনি সম্মানের জামা পরিহিত এবং মর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তিনিই সুমহান, যিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাসবীহ পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। তিনিই পবিত্র, যিনি সমস্ত দানের ও নিয়ামতের অধিকারী, যিনি সুমহান ও মর্যাদাবান। পবিত্র তিনি যিনি মহিমময় ও মহানুভব” (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইবনে আবু লাইলার রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস অনুরূপ জানতে পেরেছি। শোবা ও সুফিয়ান সাওরী (র) সালামা ইবনে কুহাইল-কুরাইব-ইবনে আব্বাস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন এবং এত দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
রাতের তাহাজ্জুদ নামায শুরু করার দোয়া।

٣٣٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلٰوتَهُ فَقَالَ [اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ].

৩৩৫৪। আবু সালামা (র) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন কিসের দ্বারা নামায আরম্ভ করতেন (তাকবীরে তাহ্রীমার পর এবং ফাতিহার পূর্বে কি পড়তেন)? তিনি বলেন, তিনি রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তা শুরু করে বলতেন ঃ "হে জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা! মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমার বান্দাদের মাঝে তুমিই মীমাংসাকারী। তারা সত্যের ব্যাপারে যে মতবিরোধ করছে, তুমি তোমার আদেশবলে আমাকে হেদায়াত দান কর, তোমার পথই সঠিক" (মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
একই বিষয়।

٣٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ

رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ فِي الصَّلٰوةِ
قَالَ [وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ
جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ
لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ
اٰمَنْتُ بِكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ] فَاِذَا رَكَعَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ
لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ
وَعَظْمِيْ (عِظَامِيْ) وَعَصَبِيْ] فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ [اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
مِلْاَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ] فَاِذَا سَجَدَ
قَالَ [اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ
فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ] ثُمَّ يَكُوْنُ اٰخِرُ مَا
يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا
اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ].

৩৩৫৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলাম যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" (৬ ঃ ৭৯)। "আমার নামায, আমার ইবাদত (কোরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি" (৬ঃ১৬২-৩)। "আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ, তুমি

ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তুমিই আমার প্রভু এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি, আমি আমার গুনাহ্ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দাও। কেননা তুমি ব্যতীত গুনাহ্ মাফকারী আর কেউ নাই। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের পথনির্দেশ কর, তুমি ছাড়া অন্য কেউ সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পথনির্দেশ করতে পারে না। তুমি আমার থেকে নিকৃষ্ট চরিত্র দূর করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কেউ আমার থেকে তা দূর করতে পারে না। আমি তোমার উপরে ঈমান এনেছি। তুমি কল্যাণময়, সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার নিকট তওবা করি"। তিনি রুকূতে গিয়ে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্যই ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাঁড় এবং আমার স্নায়ু তোমার জন্যই ঝুঁকে পড়েছে"। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে বলেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের রব! আকাশমণ্ডলী ও গোটা বিশ্বজগত এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছু পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা এবং তুমি যা চাও সেটাও পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা"। তিনি সিজদায় বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার জন্যই আমি সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করলাম। যিনি আমার মুখমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুন্দর অবয়ব দান করেছেন এবং তা ভেদ করে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন, তাঁর জন্য আমার মুখমণ্ডল সিজদা করল। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান"। অতঃপর তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আগে ও পিছে, গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং আমার সম্পর্কে তোমার জানামতে আমি যা কিছু করেছি, তুমি তা মাফ করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অনাদি। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই" (আ,ই,দা,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ وَيُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ وَقَالَ يُوْسُفُ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَعْرَجُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ [وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَ يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ] فَاِذَا رَكَعَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَعِظَامِىْ وَعَصَبِىْ] وَاِذَا رَفَعَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاءِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ] فَاِذَا سَجَدَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ] ثُمَّ يَقُوْلُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ].

৩৩৫৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (রাতে তাহাজ্জুদ) নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলাম যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" (৬ ঃ ৭৯)। "আমার নামায, আমার ইবাদত (হজ্জ ও কোরবানী), আমার জীবন, আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি একজন মুসলিম" (৬ঃ১৬২-৩)। "হে আল্লাহ! তুমিই শাহানশাহ, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তুমিই আমার রব, আমি তোমার বান্দা। আমি আমার আত্মার প্রতি জুলুম করেছি এবং আমি আমার কৃত অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত (গুনাহ) মাফ করে দাও। কেননা তুমি

ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কেউ সর্বোত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি আমাকে গুনাহ্ থেকে ফিরিয়ে রাখ, কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, সমস্ত সৌভাগ্য ও কল্যাণ তোমার আয়ত্তাধীন। আর মন্দের কিছুই তোমার দিকে সম্পর্কিত করা যায় না। আমি তোমার জন্যই এবং তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি কল্যাণময় ও সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তওবা করি"। তিনি রুকূতে গিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম এবং তোমার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করলাম। সুতরাং আমার কান, আমার চোখ, আমার সমস্ত হাঁড় ও স্নায়ুগুলো তোমার জন্যই অবনমিত"। তিনি (রুকূ থেকে) মাথা তুলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্, আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা—আসমান, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও এসব পূর্ণ পরিমাণ"। তিনি সিজদায় গিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার জন্যই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তাকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং (তা ভেদ করে) তার কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ বরকতময়"। অতঃপর তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝে সবশেষে তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি পূর্বাপর, গোপনে, প্রকাশ্যে যে গুনাহ করেছি, যে বাড়াবাড়ি করেছি এবং তোমার সম্পর্কে তোমার জানামতে, আমি যা কিছু (অন্যায়-অপরাধ) করেছি তুমি সে সব ক্ষমা করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অনাদি। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ ذٰلِكَ اِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ وَاَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَيْءٍ مِّنْ صَلٰوتِهٖ وَهُوَ قَاعِدٌ

فَاِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ فَكَبَّرَ وَيَقُوْلُ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ [وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لاَ مَنْجٰى مِنْكَ وَلاَ مَلْجَاءَ اِلاَّ اِلَيْكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ] ثُمَّ يَقْرَاُ فَاِذَا رَكَعَ كَانَ كَلاَمُهُ فِيْ رُكُوْعِهٖ اَنْ يَّقُوْلَ [اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ] فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ [سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] ثُمَّ يَتْبَعُهَا [اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ] فَاِذَا سَجَدَ قَالَ فِيْ سُجُوْدِهٖ [اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ] وَيَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهٖ مِنَ الصَّلٰوةِ [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَاَنْتَ اِلٰهِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ] .

৩৩৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর হাত দুইখানি তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আবার যখন তিনি কিরাআত শেষ করতেন (রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন) তখনও অনুরূপ করতেন (দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন), আবার যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ করতেন। কিন্তু বসা অবস্থায় তাঁর নামাযের কোথাও তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উঠাতেন না। অতঃপর তিনি দুই সিজদা সেরে

যখন উঠে দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর পড়ে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন। তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর নামাযের শুরুতে বলতেন ঃ "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিলাম যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" (৬ঃ৭৯)। "আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন অংশীদার নাই এবং আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি একজন মুসলিম" (৬ ঃ ১৬২-৩)। "হে আল্লাহ! তুমিই রাজাধিরাজ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তুমি পবিত্র, তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সত্তার উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার কৃত অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত অপরাধ মার্জনাকারী আর কেউ নাই। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। তুমি ছাড়া আর কেউ সেই উত্তম পথে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি আমার থেকে মন্দকে দূরীভূত কর। তুমি ব্যতীত অন্য কেউ আমার থেকে মন্দকে দূরীভূত করতে পারে না। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত আছি। সৌভাগ্য তোমার অধিকারে, আমি তোমার জন্যই এবং তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। তোমার আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া কারোর সাধ্য নেই এবং তোমার থেকে পালিয়ে থাকার আশ্রয়ও নেই। আমি তোমার নিকট মাফ চাই এবং তোমার নিকট তওবা করি"। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন। তিনি যখন রুকূতে যেতেন তখন রুকূতে এই কথা বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশ্যে রুকূ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং তুমিই আমার রব। আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক ও আমার হাঁড় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত"। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে বলতেন ঃ "কেউ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে তিনি তা শুনেন"। এর সাথে তিনি আরো বলতেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! সমস্ত আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ এবং এরপরও তোমার ইচ্ছা মাফিক পরিপূর্ণ প্রশংসা তোমার জন্য"। তিনি সিজদায় গিয়ে বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশ্যে সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং তুমিই আমার রব। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার জন্য সিজদা করেছে যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং তা ভেদ করে তাতে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়"। তিনি নামায শেষ করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও আমার পূর্বাপর গুনাহসমূহ এবং আমি যা কিছু গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি তাও। তুমিই আমার ইলাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম শাফিঈ ও আমাদের কতক আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। কূফার অধিবাসী কতক আলেম (আবু হানীফা ও তার সহচরবৃন্দ) ও অপরাপর আলেম বলেন, এসব দোয়া নফল নামাযে পড়বে, ফরয নামাযে নয়। আমি আবু ইসমাঈল আত-তিরমিযী (মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইউসুফ)-কে বলতে শুনেছি, আমি সুলাইমান ইবনে দাউদ আল-হাশিমীকে এ হাদীস উল্লেখপূর্বক বলতে শুনেছি, এ হাদীস আমাদের নিকট যুহ্‌রী-সালেম-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

কুরআনের সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদায় যা বলতে হবে।

৩৩৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُنِىْ اللَّيْلَةَ وَاَنَا نَائِمٌ كَاَنِّىْ (كُنْتُ) اُصَلِّىْ خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِىْ فَسَمِعْتُهَا وَهِىَ تَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِىْ جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَاَ النَّبِىُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .

৩৩৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ রাতে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পেছনে নামায পড়ছি। আমি তিলাওয়াতের সিজদা করলে আমার সিজদার অনুরূপ গাছটিও সিজদা করে। আমি এই গাছটিকে বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ! আমার জন্য এ সিজদার বিনিময়ে তোমার কাছে পুরস্কার লিপিবদ্ধ কর, এর বিনিময়ে আমার একটি গুনাহ অপসারণ কর, এটাকে আমার জন্য পুঁজি হিসাবে জমা রাখ এবং এটাকে আমার পক্ষ থেকে কবুল কর, যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে কবুল করেছিলে"। ইবনে জুরাইজ (র) উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদকে

বলেন, তোমার দাদা আমাকে বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং সিজদা করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁকে সেই গাছের অনুরূপ দোয়া পড়তে শুনলাম, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে লোকটি তাঁকে অবহিত করেছিল (হা)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীস অবগত হয়েছি। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٣٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ [سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ].

৩৩৫৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদায় বলতেন ঃ "আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সিজদা করল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের প্রবল ক্ষমতায় তার মধ্যে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া।

٣٣٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدِ الْاُمَوِىُّ اَخْبَرَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ [بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] يُقَالُ لَهُ كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ .

৩৩৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ ঘর থেকে বাইরে রওয়ানা হওয়ার সময় যদি বলে, "আল্লাহ্‌র নামে, আমি আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করলাম, আল্লাহ্

৪. হাদীসটি ৫৪০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

ছাড়া রোধ করা ও কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নেই", তবে তাকে বলা হয় (আল্লাহ্ই) তোমার জন্য যথেষ্ট, (বিপদ থেকে) তুমি নিরাপত্তা অবলম্বন করেছ। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায় (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

একই বিষয়।

٣٣٦١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ [بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا].

৩৩৬১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বাইরে রওয়ানা হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ্র নামে, আমি ভরসা করলাম আল্লাহ্র উপর। হে আল্লাহ! আমরা পদস্খলন থেকে কিংবা পথভ্রষ্টতা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে অথবা অজ্ঞতা বশত কারো প্রতি অশোভন আচরণ থেকে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই" (আ,ই,দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

বাজারে প্রবেশকালে পড়ার দোয়া।

٣٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيَنِيْ اَخِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَنِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ] كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحٰى عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ .

৩৩৬২। মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (র) বলেন, আমি মক্কায় আগমন করলে আমার ভাই সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তার পিতা-তার দাদার সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই, সব প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, কল্যাণ তাঁর হাতেই এবং তিনিই প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী", আল্লাহ তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখেন, তার এক লক্ষ গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তার এক লক্ষ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। যুবাইর পরিবারের কোষাধ্যক্ষ আমর ইবনে দীনার এ হাদীস সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٦٣- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَهُوَ قَهْرَمَانُ اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ فِى السُّوْقِ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ] كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحٰى عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

৩৩৬৩। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে লোক বাজারে গিয়ে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সব প্রশংসা তাঁর, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, কল্যাণ তাঁর হাতেই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান," আল্লাহ তাঁর জন্য এক লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার এক লক্ষ গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর তৈরি করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

রোগগ্রস্ত অবস্থায় বান্দাহ যে দোয়া পড়বে।

٣٣٦٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِىْ سَعِيْدٍ وَّاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ] صَدَّقَهُ رَبُّهُ وَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ وَاِذَا قَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ] قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَاَنَا وَحْدِىْ وَاِذَا قَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ] قَالَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِىْ لاَ شَرِيْكَ لِىْ وَاِذَا قَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ] قَالَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] قَالَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِىْ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَهَا فِىْ مَرَضِهٖ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تُطْعِمْهُ النَّارُ .

৩৩৬৪। আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বললে তখন তার রব তার কথাটি সত্য বলে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন ঃ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, আমিই মহান। আর যখন বান্দা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক), তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি এক। যখন বান্দা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই), তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, আমি এক, আমার কোন শরীক নাই। যখন বান্দা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁর), তখন আল্লাহ বলেনঃ আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, রাজত্ব আমারই এবং সমস্ত প্রশংসা আমার জন্যই। যখন বান্দা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষতি বা উপকার করার শক্তি কারো নাই), তখন আল্লাহ বলেনঃ আমি ছাড়া

কোন ইলাহ্ নাই, আমি ব্যতীত (আমার সাহায্য ছাড়া) রোধ করা ও কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত অবস্থায় এই বাক্যগুলো পড়ল, অতঃপর মারা গেল, জাহান্নামের আগুন তাকে গ্রাস করতে পারবে না (ই,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা (র) এ হাদীস আবু ইসহাক আল-আগার্‌র-আবু মুসলিম-আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শোবা (র) হাদীসটি মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلٰى اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى صَاحِبَ بَلاَءٍ فَقَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً] اِلاَّ عُوْفِىَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلاَءِ كَائِنًا مَّا كَانَ مَا عَاشَ .

৩৩৬৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, তিনি তোমাকে যে বিপদে লিপ্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন", সে তার জীবৎকাল পর্যন্ত উক্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যুবাইর (রা)-পরিবারের কোষাধ্যক্ষ আমর ইবনে দীনার বসরার অধিবাসী শায়খ (হাদীসবেত্তা), কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে তিনি তেমন শক্তিশালী নন। তিনি এককভাবে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কেউ যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক দেখবে তখন সে মনে মনে তা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বিপদগ্রস্ত লোকটি যেন তা শুনতে না পায়।

٣٣٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَدِيْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰى مُبْتَلًى فَقَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً] لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلاَءُ .

৩৩৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর বহু সংখ্যক সৃষ্টির উপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন", সে কখনো উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার দোয়া।

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ الْكُوْفِيُّ وَاسْمُهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنْ مَّجْلِسِهٖ ذٰلِكَ [سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ] اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ .

৩৩৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিসে বসে অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলেছে, সে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে বলবে ঃ "হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নাই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তওবা করি", তাহলে উক্ত মজলিসে সে যা কিছু বলেছে তা মাফ করে দেয়া হবে (দা,না,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে সুহাইলের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

٣٣٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُعَدُّ (تُعَدُّ) لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّقُوْمَ [رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ] .

৩৩৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক মজলিসে গণনা করে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মজলিস ত্যাগের পূর্বে এক শতবার বলতেন ঃ "প্রভু! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার তওবা কবুল কর। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী" (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০
বিপদের সময় পড়ার দোয়া।

٣٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ (الْعَلِىُّ) الْحَكِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ] .

৩৩৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় দোয়া করতেন ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তিনি পরম সহিষ্ণু (মহান) ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব এবং মহা সম্মানিত আরশের রব" (বু,মু,ই,না)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইবনে আবু আদী-হিশাম-কাতাদা-আবুল আলিয়া-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَ بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدِيْنِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَهَمَّهُ الْاَمْرُ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ [سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ] وَاِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ [يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ].

৩৩৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পড়লে আসমানের দিকে স্বীয় মাথা তুলে বলতেন ঃ "মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র"। আর যখন তিনি ব্যাকুলতা সহকারে দোয়া করতেন তখন বলতেন ঃ "হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করলে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْحَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ [اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ] لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ.

৩৩৭১। খাওলা বিনতুল হাকীম আস-সুলামিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে বলে, "আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাক্যের আশ্রয় প্রার্থনা করি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে", সে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস ইয়াকূব ইবনুল আশাজ্জের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আজলান এ হাদীস ইয়াকূব ইবনুল আশাজ্জের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) খাওলা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আজলানের রিওয়ায়াতের তুলনায় লাইসের রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

সফরে গমনকালে যে দোয়া পড়তে হয়।

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِاِصْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةُ اِصْبَعَهُ قَالَ [اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا بِنُصْحِكَ وَاَقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ اَللّٰهُمَّ ازْوِ لَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ].

৩৩৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন, অতঃপর স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। অধঃস্তন রাবী শোবা আঙ্গুল ছড়িয়ে ইশারা করে দেখিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সফরে তুমি আমার সাথী এবং আমার (অনুপস্থিতিতে) আমার পরিবার-পরিজনের (আমার) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! কল্যাণ সহকারে তুমি আমাদের সাথী হও এবং তোমার যিম্মায় আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করাও। হে আল্লাহ! যমীনকে (সফরের দীর্ঘ পথ) আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও এবং সফর আমাদের জন্য সহজতর কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সফরের ক্লেশ থেকে এবং প্রত্যাবর্তনের দুশ্চিন্তা ও ব্যর্থতা থেকে আশ্রয় চাই" (দা,না,হা)।

সুয়াইদ ইবনে নাসর-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-শোবা (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল ইবনে আবু আদী-শোবা সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِىْ سَفَرِنَا

وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ] .

৩৩৭৩। আবদুল্লাহ ইবনুস সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা হতেন, তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! সফরে তুমি আমার সাথী এবং আমার (অনুপস্থিতিতে) আমার পরিবার-পরিজনে তুমিই (আমার) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমাদের সফরে তুমি আমাদের সঙ্গী হও এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য আমাদের স্থলাভিষিক্ত হও। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সফরের ক্লেশ, প্রত্যাবর্তনের ব্যর্থতা, প্রাচুর্যের পরে রিক্ততা, নির্যাতিতের বদদোয়া এবং পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি" (ই,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরেক রিওয়ায়াতে "আল-কাওর"-এর স্থলে "আল-কাওন" এসেছে (অর্থ একই)। অর্থাৎ ঈমান থেকে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি অথবা পুণ্যের পরিবর্তে পাপের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে। মোটকথা ভালো থেকে মন্দের দিকে ফিরে যাওয়া বুঝায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩
সফর থেকে ফিরে এসে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ [اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ] .

৩৩৭৪। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে বলতেন ঃ "আমরা (সফর থেকে নিরাপদে) প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী" (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস আবু ইসহাক-আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু আর-রবী ইবনুল বারাআ-এর উল্লেখ করেননি। শোবার বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আনাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
একই বিষয়।

٣٣٧٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلٰى جُدْرَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

৩৩৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন এবং মদীনার প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর উষ্ট্রী দ্রুত হাঁকাতেন, আর অন্য কোন জন্তু হলে তাও দ্রুত চালাতেন (আ,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫
কোন ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার সময় যে দোয়া পড়তে হয়।

٣٣٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ السُّلَيْمِىُّ الْبَصَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا وَدَّعَ رَجُلاً اَخَذَهُ بِيَدِم فَلاَ يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِىِّ ﷺ وَيَقُوْلُ [اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرُ عَمَلِكَ] .

৩৩৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লোককে বিদায় দেয়ার সময় তাকে নিজের হাতে ধরতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না ছাড়াতেন ততক্ষণ তিনিও তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেন ঃ "আমি তোমার দীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে যামিনদার নিযুক্ত করলাম" (ই)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীস ইবনে উমার (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٧٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اُدْنُ مِنِّىْ اُوَدِّعْكَ

كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا فَيَقُوْلُ [اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ] .

৩৩৭৭। সালিম (র) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে ইবনে উমার (রা) তাকে বলতেন, আমার নিকটবর্তী হও। আমি তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন। তিনি বলতেন ঃ "আমি তোমার দীন, ঈমান ও সর্বশেষ আমলের জন্য আল্লাহ্কে যামিনদার বানালাম" (দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
একই বিষয়।

٣٣٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِيْ قَالَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى قَالَ زِدْنِيْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِيْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ قَالَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ .

৩৩৭৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার মনঃস্থ করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে কিছু সফরের পাথেয় দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে তাক্ওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরো অধিক দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুন। সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো অধিক দান করুন। তিনি বলেন ঃ তিনি (আল্লাহ) তোমার জন্য কল্যাণকে সহজলভ্য করুন, তুমি যেখানেই থাক (হা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭
একই বিষয়।

٣٣٧٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا اَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ [اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ] .

৩৩৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার মনঃস্থ করেছি, অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র ভয় (তাক্ওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ স্থানে আরোহণ কালে তাকবীর ধ্বনি দিবে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তার পথের দূরত্ব সংকুচিত করে দাও এবং সফর তার জন্য সহজসাধ্য করে দাও" (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

মুসাফিরের দোয়া।

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهِ .

৩৩৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়। নির্যাতিতের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানদের উপর পিতার বদদোয়া (আ, দা)।[৪]

আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর (র) থেকে এই সনদসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ "মুসতাজাবাতুন লা শাক্কা ফীহিন্না" (কবুল করা হয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই)। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই আবু জাফর হলেন যার থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু জাফর আল্-মুআযযিন নামেও কথিত। আমরা তার নাম অবগত নই।

৪. হাদীসটি ১৮৫৫ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯
বাহনে আরোহণকালে পড়ার দোয়া।

٣٣٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا اُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ [سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ] ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلاَثًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا [سُبْحَانَكَ اِنِّىْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ] ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ [رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرُكَ].

৩৩৮১। আলী ইবনে রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার কাছে আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হল। তিনি গদির জিনপোশে তার পা রেখে বলেন, "বিস্‌মিল্লাহ্"। অতঃপর তিনি তার পিঠের উপর ঠিকভাবে বসার পর বলেন, "আলহাম্‌দু লিল্লাহ্", অতঃপর বলেন, "পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব" (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ১৩-১৪)। এরপর তিনি "আল্‌হামদু লিল্লাহ্" তিনবার ও "আল্লাহু আকবার" তিনবার বলেছেন এবং আরো বলেছেন ঃ "তুমি অতীব পবিত্র সত্তা, আমি আমার সত্তার উপর যুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ অপরাধ মাফ করতে সক্ষম নয়।" অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাই করতে দেখেছি যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হেসেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বলেন ঃ বান্দা যখন বলে, "হে প্রভু! আমার গুনাহসমূহ মার্জনা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপর

কেউ গুনাহ মার্জনা করতে পারে না", তখন আল্লাহ তার এই কথায় সন্তুষ্ট হন (আ,দা,না,হা)।

এই অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٨٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلاَثًا وَقَالَ [سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ] ثُمَّ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيْرَ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا] وَكَانَ يَقُوْلُ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ [اٰئِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ].

৩৩৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানা হয়ে বাহনে আরোহণ করে তিনবার তাক্‌বীর বলতেন এবং আরো বলতেনঃ "অতীব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব" (৪৩ ঃ ১৩-১৪)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার এ সফরে তোমার কাছে পুণ্য ও তাকওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার তৌফীক প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের সফরটি আমাদের জন্য সহজতর করে দাও এবং পথের দূরত্ব আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনে প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে তুমি আমাদের বন্ধু এবং আমাদের পরিজনের তদারককারী হয়ে যাও।" তিনি সফর থেকে পরিজনের নিকট ফিরে এসে বলতেন ঃ "ইন্‌শা আল্লাহ্ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী" (দা,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন , এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০
প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহের সময় পড়ার দোয়া।

٣٣٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَاَى الرِّيْحَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ] .

৩৩৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যে কল্যাণসহ এটা প্রেরিত হয়েছে তা প্রার্থনা করি। আর এর অনিষ্টতা, এর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং যে অনিষ্টসহ এটা প্রেরিত হয়েছে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে (২১৯৮ নং হাদীস দ্র.)। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১
বজ্রধ্বনি শুনে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِيْ مَطَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ [اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ] .

৩৩৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনলে বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার গযব দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না, তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না, বরং তার আগেই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও" (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২
নতুন চাঁদ দেখে যে দোয়া পড়তে হয়।

٣٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِلاَلُ بْنُ يَحْىَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلاَلَ قَالَ [اَللّٰهُمَّ اَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ (بِالْاَمْنِ) وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْاِسْلاَمِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ] .

৩৩৮৫। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! চাঁদটিকে আমাদের জন্য বরকতময় (নিরাপদ), ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহন করে উদিত করো! হে নবচাঁদ! আল্লাহ আমারও প্রভু, তোমারও প্রভু (আ,দার,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩
ক্রোধের উদ্রেক হলে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٨٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى عُرِفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ غَضَبُهُ [اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ] .

৩৩৮৬। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরস্পরকে গালি-গালাজ করে। এমনকি তাদের একজনের চেহারায় ক্রোধের ছাপ ফুটে উঠে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আমি এমন একটি বাক্য অবহিত আছি, যদি এ লোকটি তা উচ্চারণ করত তবে অবশ্যই তার ক্রোধ চলে যেত। তা হল ঃ "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই" (আ,দা,না)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান (ইবনে আবু লাইলা)-সুফিয়ান (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মুরসাল। আবদুর রহমান

ইবনে আবু লাইলা (র) মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে কখনো হাদীস শুনেননি। কারণ মুআয (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। আর যে সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) শহীদ হন তখন আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা মাত্র ছয় বছরের বালক। শোবা (র) হাকাম-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তাকে দেখেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলার উপনাম আবু ঈসা এবং তার পিতা আবু লাইলার নাম ইয়াসার। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক শত বিশজন আনসারী সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

খারাপ স্বপ্ন দেখলে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَاٰى وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ .

৩৩৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে থাকলে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। অতএব এজন্য সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং সে যা দেখেছে তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। আর সে এর বিপরীত খারাপ স্বপ্ন দেখলে তা শয়তানের তরফ থেকে। অতএব সে যেন এর ক্ষতি থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং অন্য কারো কাছে তা ব্যক্ত না করে। তাহলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না (বু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং উপরোক্ত সূত্রে সহীহ। ইবনুল হাদ-এর নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসামা ইবনুল হাদ আল-মাদীনী। তিনি হাদীস বিশারদদের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী। ইমাম মালেক প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫
বাগানে নতুন ফল দেখলে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٨٨- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْا اَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوْا بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ [اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثِمَارِنَا وَبَارِك لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَمُدِنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ] قَالَ ثُمَّ يَدْعُوْا اَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ .

৩৩৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকে (তাদের বাগানে) সর্বপ্রথম পাকা ফল দেখলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (হাদিয়া স্বরূপ) নিয়ে আসত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলটি নিজ হাতে নিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের ফলমূলে আমাদেরকে বরকত দাও, আমাদের শহরে আমাদেরকে বরকত দাও এবং আমাদের দাড়িপাল্লায় আমাদের বরকত দাও। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু ও তোমার নবী এবং আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। তিনি তোমার কাছে মক্কা ভূমির জন্য দোয়া করেছিলেন। আমিও তোমার কাছে মদীনার জন্য দোয়া করছি, যেরূপ তিনি মক্কার জন্য তোমার কাছে দোয়া করেছিলেন এবং আরও সম-পরিমাণ"। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কোন বালককে উপস্থিত দেখতে পেলে ফলটি তাকে দিয়ে দিতেন (ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬
আহারের সময় পড়ার দোয়া।

٣٣٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ ابْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَتْنَا بِاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ لِىْ الشَّرْبَةُ لَكَ فَاِنْ شِئْتَ

أُثِرَتُ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ [اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ] وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ [اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ] وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ .

৩৩৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মায়মূনা (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি আমাদের জন্য এক পাত্র দুধ নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তা থেকে) পান করলেন। আমি তাঁর ডান পাশে এবং খালিদ তাঁর বাম পাশে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ এখন তোমার পান করার পালা। তবে তুমি চাইলে আমি খালিদকে তোমার উপর অগ্রাধিকার দিতে পারি। আমি বললাম, আমি আপনার উচ্ছিষ্টে আমার উপর কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কাউকে আহার করালে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! এ খাদ্যে আমাদেরকে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম খাদ্য আহার করাও।" আর আল্লাহ কাউকে দুধ পান করালে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ দুধে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও অধিক দান কর।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একই সাথে পান ও আহারের জন্য যথেষ্ট হওয়ার মত দুধের বিকল্প কোন খাদ্য নাই (আ,ই,দা,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কতক রাবী এ হাদীস আলী ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেন এবং এক রাবীর নাম বলেন ঃ উমার ইবনে হারমালা। আবার কতক রাবী বলেন, আমর ইবনে হারমালা, কিন্তু এটা সঠিক নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭
আহারশেষে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا] .

৩৩৯০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ থেকে (আহারশেষে) দস্তরখান তুলে নেয়ার সময় তিনি বলতেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, পবিত্র ও বরকতময় অনেক প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তা কখনো ত্যাগ করতে পারব না এবং তা থেকে অমুখাপেক্ষীও হতে পারব না" (আ,ই,দা,না,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَفْصٌ عَنِ ابْنِ اَخِيْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ مَوْلًى لِاَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ] .

৩৩৯১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার করতেন অথবা কিছু পান করতেন, তখন বলতেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন" (আ,ই,দা,না)।

٣٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ] غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৩৯২। সাহ্‌ল ইবনে মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আহার করার পর বলল, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে এটা আহার করিয়েছেন এবং এটা আমাকে রিযিক দিয়েছেন, আমার তা হাসিল করার প্রচেষ্টা বা শক্তি ছাড়াই", তার পূর্বের গুনাহ মার্জনা করা হয় (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু মারহূমের নাম আবদুর রহীম ইবনে মাইমূন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

গাধার চীৎকার শুনে যে দোয়া পড়বে।

٣٣٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ رَاٰى شَيْطَانًا .

৩৩৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পেলে তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা সে ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছে। তোমরা গাধার চীৎকার শুনলে তখন আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা সে শয়তানকে দেখেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ্ পড়ার ফযীলাত।

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى الْاَرْضِ اَحَدٌ يَقُوْلُ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

৩৩৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তিই বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, আল্লাহ সুমহান, মন্দকে রোধ করা এবং মঙ্গলকে হাসিল করার শক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নেই", তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত (অধিক) হয় (আ,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শোবা (র) এ হাদীস আবু বালজ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি তা মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবু বাল্জের নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু সুলাইম, তিনি ইবনে সুলাইম বলেও কথিত। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইবনে আবু আদী-হাতেম ইবনে আবু সাগীরা-আবু বালজ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-আবু বালজ (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি মরফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٣٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيْرَةً وَرَفَعُوْا بِهَا اَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَصَمَّ وَلاَ غَائِبٌ هُوَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رُءُوْسِ رِحَالِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ [لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] .

৩৩৯৫। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। ফেরার সময় যখন আমরা মদীনার উঁচু ভূমি অতিক্রম করছিলাম তখন লোকেরা সজোরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের রব বধিরও নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের মধ্যেই আছেন এবং তোমাদের বাহনের সামনেই আছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (আবু মূসা)! আমি কি তোমাকে বেহেশতের অন্যতম রত্ন ভাণ্ডার সম্বন্ধে অবহিত করব না? তা হল "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (বু,মু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু উসমান আন-নাহদীর নাম আবদুর রহমান ইবনে মাল্ল। আবু নাআমার নাম আমর ইবনে ঈসা। "তিনি তোমাদের মধ্যে আছেন এবং তোমাদের সওয়ারীর অগ্রভাগে আছেন" বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, তাঁর জ্ঞান ও কুদরত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০
(জান্নাতের বৃক্ষের নাম)।

٣٣٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِاْ اُمَّتَكَ مِنِّىْ السَّلاَمَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا [سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ] .

৩৩৯৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মিরাজের রাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতকে আমার সালাম পৌছিয়ে দিন এবং তাদেরকে অবহিত করুন যে, বেহেশতের মাটি অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত এবং সেখানকার পানি খুবই সুস্বাদু। জান্নাত একটি সমতল ভূমি এবং তথাকার বৃক্ষরাজি হল "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনে মাসউদ (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٣٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى الْجُهَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجُلَسَائِهِ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكْسِبَ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَاَلَهُ سَائِلٌ مِّنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ اَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ سَيِّئَةٍ .

৩৩৯৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে উপবিষ্ট সাহাবীগণকে বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? উপবিষ্টদের একজন জিজ্ঞেস করলেন,

আমাদের একজন কিরূপে এক হাজার নেকী সঞ্চয় করবে? তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ এক শতবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পড়লে তার আমলনামায় এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং তার এক হাজার গুনাহ মাফ করা হয় (মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১
(সুবহানাল্লাহ্‌র ফযীলাত)।

٣٣٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ .

৩৩৯৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি (একবার) বলে "সুব্‌হানাল্লাহিল্ আজীম ওয়া বিহামদিহী", তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয় (হা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আমরা কেবল আবুয যুবাইর-জাবির (রা) সূত্রে এটি জানতে পেরেছি।

٣٣٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ .

৩৩৯৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি বলে "সুব্‌হানাল্লাহিল্ আযীম ওয়া বিহামদিহী" (আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা সম্বলিত পবিত্রতা ঘোষণা করছি) তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٤٠٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

৩৪০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক শতবার "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" বলে তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়, তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমপরিমাণ হলেও (আ,ই,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٤٠١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ .

৩৪০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি বাক্য আছে যা মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, তুলাদণ্ডে ওজনে অনেক ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয় ঃ 'সুবহানাল্লাহিল আজীম, সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" (মহা পবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম, মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা) (বু,মু,আ,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ] فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلاَّ اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ قَالَ [سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ] مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ .

৩৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক এক শতবার বলে ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন

ইলাহ্ নেই, তিনি এক. তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, সকল প্রকার প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সমস্ত কিছুর উপর সর্বশক্তিমান", সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পায়, এক শত নেকী তার আমলনামায় লেখা হয় এবং তার (আমলনামা থেকে) এক শত গুনাহ মুছে দেয়া হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তাকে রক্ষা করা হয় এবং তার চেয়ে উত্তম বস্তু নিয়ে আর কেউ আসবে না, তবে যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে ঃ "যে ব্যক্তি এক শতবার 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'' বলে, তার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয় তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমপরিমাণ হলেও (বু,মু,ই,না,)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

(সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি-এর ফযীলাত)।

٣٤٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِىْ [سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ] مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَفْضَلَ لَمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ .

৩৪০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে এক শতবার বলে ঃ "সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী," কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম (আমলকারী) আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি তার মত অথবা তার চেয়ে অধিক পরিমাণে তা বলে সেও (উত্তম আমলকারী গণ্য হবে) (মু)।

আবু ঈসা বলেন , এ হাদীসটি হাসান. সহীহ ও গরীব।

٣٤٠٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ زِبْرِقَانَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لاَصْحَابِهِ قُوْلُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ مَنْ قَالَ مَرَّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةٌ وَمَنْ

قَالَهَا عَشْرًا كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ وَّمَنْ قَالَهَا مِائَةً كُتِبَتْ لَهُ اَلْفًا وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ غَفَرَ لَهُ .

৩৪০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহবীগণকে বললেন ঃ তোমরা "সুব্হানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী" এক শতবার বল। যে ব্যক্তি তা এক বার বলে তার দশ নেকী হয়। যে ব্যক্তি তা দশবার বলে তার এক শত নেকী হয়। আর যে ব্যক্তি তা এক শতবার বলে তার এক হাজার নেকী হয় এবং যে ব্যক্তি তা এর চেয়েও অধিকবার বলে আল্লাহ তাকে আরো অধিক নেকী দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে মাফ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩
(তাসবীহ, তাহ্মীদ, তাহ্লীল ও তাকবীর বলার ফযীলাত)।

٣٤٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَمَنْ كَانَ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِّنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَحَدٌ اَكْثَرَ مِمَّا اَتٰى بِهِ اِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلٰى مَا قَالَ .

৩৪০৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "সুবহানাল্লাহ" বলে সে এক শতবার হজ্জ আদায়কারীর সমতুল্য। যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলে সে আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) এক শত ঘোড়া দানকারীর অনুরূপ অথবা তিনি বলেছেন ঃ এক শত জিহাদে অংশ গ্রহণকারীর অনুরূপ। যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ" বলে সে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের এক শত দাস আযাদকারীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি সকালে এক শতবার এবং সন্ধ্যায় এক শতবার "আল্লাহু আকবার" বলে. সেই দিনের মধ্যে তার চেয়ে আর কেউ অধিক কিছু (আমল) পেশ করতে পারবে না, তবে যে ব্যক্তি তার অনুরূপ সংখ্যায় পড়েছে অথবা তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় পড়েছে সে ব্যতীত (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আল-হুসাইন ইবনুল আসওয়াদ আল-ইজলী আল বাগদাদী-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম-আল হাসান ইবনে সালেহ্-আবু বিশর-যুহ্রী (র) বলেন, রমযান মাসের এক তাসবীহ অন্য মাসের হাজার তাসবীহ থেকেও অধিক ফযীলাতপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

(যে দোয়া পড়লে চল্লিশ লাখ নেকী হয়)।

٣٤٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ [اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ] عَشَرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ .

৩৪০৬। তামীমুদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশবার বলে, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং একক সত্তা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং কোন সন্তান, তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই", আল্লাহ তাআলা (তার আমলনামায়) চল্লিশ লক্ষ নেকী লিখে দেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব, এই একটি মাত্র সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীস অবহিত হয়েছি। আল-খালীল ইবনে মুর্রা হাদীসবেত্তাদের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٣٤٠٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ فِيْ دُبُرِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ] عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ فِيْ حِرْزٍ مِّنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحَرْسٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ اَنْ يُّدْرِكَهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اِلاَّ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ .

৩৪০৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায়ের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহ্হুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার বলে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান", তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ্ বিলুপ্ত করা হয় এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৰ্দ্ধিত করা হয়। সে ঐ দিন সব রকমের বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে তাকে পাহারা দেয়া হবে এবং ঐ দিন শেরেকীর গুনাহ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়ার সমষ্টি।

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا اَحَدٌ] قَالَ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سَاَلَ بِهِ اَعْطٰى .

৩৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আল-আসলামী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার দোয়ায় এভাবে বলতে শুনেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি এই উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং যাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তোমার সমকক্ষও কেউ নেই।" রাবী বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি আল্লাহ্র মহান নামের উসীলায় আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছে, যার উসীলায় দোয়া করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যার উসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন (দা,না,ই,হা)।

যায়েদ ইবনে হুবাব (র) বলেন, দুই বছর পর আমি উক্ত হাদীস যুহাইর ইবনে মুআবিয়ার নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বলেন, আবু ইসহাক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যায়েদ (র) বলেন, অতঃপর আমি এ হাদীস সুফিয়ানের নিকট উল্লেখ করলে তিনিও আমাকে মালেক ইবনে মিগ্ওয়ালের সূত্রে তা বর্ণনা করেন। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শারীক (র) এ হাদীস আবু ইসহাক-ইবনে বুরাইদা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আবু ইসহাক এ হাদীস মালেক ইবনে মিগ্ওয়ালের সূত্রে বর্ণনা করেন।

٣٤٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ الْقَدَّاحِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ (وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) وَفَاتِحَةَ اٰلِ عِمْرَانَ [الٓمٓ . اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ].

৩৪০৯। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র মহান নাম (ইসমে আযম) এই দুই আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে (অনুবাদ) ঃ "আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই! তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু" (২ ঃ ১৬৩)। আর সূরা আল

ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াত (অনুবাদ) "আলিফ-লাম-মীম। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী" (৩ ঃ ১-২) (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

(দোয়া করার পূর্বে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করবে)।

٣٤١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَّلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ اُدْعُ تُجَبْ .

৩৪১০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) বসা অবস্থায় ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ল, তারপর বলল, "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে নামাযী! তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। যখন তুমি নামায শেষ করে বসবে তখন প্রথমে আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে এবং আমার উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করবে, তারপর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে। রাবী বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করল, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে নামাযী! এবার দোয়া কর কবুল করা হবে (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাইওয়া ইবনে শুরাইহ্ এ হাদীস আবু হানী আল-খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হানীর নাম হুমাইদ, পিতার নাম হানী এবং আবু আলী আল-জান্বীর নাম আমার এবং পিতার নাম মালেক।

٣٤١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِّنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ .

৩৪১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর। তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ অমনোযোগী ও অসাড় অন্তরের দোয়া কবুল করেন না (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

٣٤١٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا (بِمَا) شَاءَ .

৩৪১২। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে তার নামাযের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন, কিন্তু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ লোকটি তড়িঘড়ি করেছে। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অন্য কাউকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়ার ইচ্ছা করলে সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর গুণগান দ্বারা তা শুরু করে, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করে, অতঃপর তার ইচ্ছামত দোয়া করে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭
(শারীরিক সুস্থতা কামনা করা)।

٣٤١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ

[اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ] .

৩৪১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান কর, আমার দৃষ্টি শক্তির সুস্থতা দান কর এবং আমার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে সুস্থ রাখ। আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নাই। তিনি অতি সহনশীল ও দয়ালু। মহান আরশের মালিক আল্লাহ অতি পবিত্র। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা" (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, হাবীব ইবনে আবু সাবিত উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে সরাসরি কিছুই শুনেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

(ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে শিখানো দোয়া)।

٣٤١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُوْلِىْ [اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنِّىْ الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ] .

৩৪১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একটি খাদেম চাইলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী এবং শস্যবীজ ও আঁটির অংকুর উদগমকারী! আমি এমন প্রতিটি জিনিসের ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি যার মস্তকের

সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ তুমি ধরে রেখেছ (অর্থাৎ তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন)। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই। তুমিই অন্ত, তোমার পরেও কিছুই নাই। তুমিই প্রবল ও বিজয়ী, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই গুপ্ত, তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাকে দরিদ্রতা থেকে স্বাবলম্বী করে দাও"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমাদের কতক শাগরিদ তার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবার তাদের কতক রাবী আমাশ-আবু সালেহ সূত্রে এটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

(চার বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)।

٣٤١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ اَقْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِن دُعَاءٍ لاَ يُسمَعُ وَمِن نَفسٍ لاَ تَشبَعُ وَمِن عِلمٍ لاَ يَنفَعُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰؤُلاَءِ الْاَرْبَعِ].

৩৪১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন অন্তর থেকে যা (তোমার ভয়ে) ভীত হয় না, এমন দোয়া থেকে যা শুনা হয় না (প্রত্যাখ্যান করা হয়), এমন দেহ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না। আমি তোমার কাছে এ চার জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি" (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু হুরায়রা ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

(উপকারী দুইটি বাক্য)।

٣٤١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ يَا حُصَيْنُ

كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ اِلٰهًا قَالَ اَبِىْ سَبْعَةً سِتَّةً فِى الْاَرْضِ وَوَاحِداً فِى السَّمَاءِ قَالَ فَاَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا اَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى الْكَلِمَتَيْنِ الَّتَيْنِ وَعَدْتَّنِىْ فَقَالَ قُلْ [اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ].

৩৪১৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে বলেন ঃ হে হুসাইন! তুমি দৈনিক কত উপাস্যের উপাসনা কর? আমার পিতা বলেন, সাত ঃ ছয়জন এ মাটির পৃথিবীতে এবং একজন আসমানে। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এদের মধ্যে কার থেকে আশা ও ভীতি অনুভব কর? তিনি বলেন, যে আসমানে আছে তার থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে হুসাইন, আহা! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বাক্য শিখিয়ে দিতাম যা তোমার উপকারে আসত। রাবী বলেন, হুসাইন (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে যে দু'টি বাক্য শিখিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, এখন তা আমাকে শিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত নসীব কর এবং আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা কর"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

٣٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَثِيْراً مَّا كُنْتُ اَسْمَعُ النَّبِىَّ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ] .

৩৪১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহুবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিম্নোক্ত কথাগুলো দ্বারা দোআ করতে

শুনেছিঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের ক্রোধ থেকে” (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আমর ইবনে আবু আমরের রিওয়ায়াত হিসাবে উক্ত সূত্রে গরীব।

٣٤١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ] .

৩৪১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করে বলতেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, মাসীহ্ দাজ্জালের বিপর্যয় এবং কবরের আযাব থেকে”।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

হাতের আঙ্গুলে গুনে গুনে তাসবীহ পড়া।

٣٤١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ .

৩৪১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজ হাতে গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি (দা,না,হা)।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে আমাশ-আতা ইবনুস সাইবের হাদীস হিসাবে গরীব। শোবা ও সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস আতা ইবনুস সাইবের সূত্রে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইউসাইরা বিনতে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

---

৫. হাদীসটি ৩৩৪৭ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً قَدْ جُهِدَ حَتّٰى صَارَ مِثْلَ فَرْخٍ فَقَالَ لَهُ اَمَا كُنْتَ تَدْعُوْا اَمَا كُنْتَ تَسْاَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ قَالَ كُنْتُ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِيْ بِهٖ فِى الْاٰخِرَةِ فَعَجِّلْهُ فِى الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّكَ لاَ تُطِيْقُهُ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهُ اَفَلاَ كُنْتَ تَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ].

৩৪২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখেন যে, সে রোগে কাতর হয়ে একেবারে চড়ুই পাখির বাচ্চার মত ক্ষীণ হয়ে গেছে। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি কি রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করনি, তুমি কি তোমার প্রভুর নিকট শান্তি ও সুস্থতা কামনা করনি? সে বলল, আমি বলেছিলাম, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখেরাতে যে শাস্তি দিবে তা আগেভাগেই এ দুনিয়াতে দিয়ে দাও।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তা বরদাশত করার মত শক্তি-সামর্থ্য তোমার নাই। তুমি কি এভাবে বলতে পারলে না ঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর, আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর" (মু)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩
(হেদায়াত কামনা করা)।

٣٤٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى] .

৩৪২১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি" (ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

(দাউদ আলাইহিস সালামের দোয়া)।

٣٤٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِذُ اللّٰهِ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ] قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ .

৩৪২২। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাউদ আলাইহিস সালামের দোয়াসমূহের একটি হল এই যে, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা এবং যে তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করি এবং এমন কাজ করার তৌফীক চাই যা তোমার ভালোবাসা লাভ করা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। হে আল্লাহ! তোমার ভলোবাসাকে আমার নিজের জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও শীতল পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও।" রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দাউদ আলাইহিস সালামের আলোচনা করতেন তখনই তাঁর সম্পর্কে বলতেন ঃ তিনি সমস্ত লোকের চাইতে অধিক ইবাদতকারী ছিলেন (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় যা বলতেন)।

٣٤٢٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ [اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ] .

৩৪২৩। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাত্‌মী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ভালোবাসা দান কর এবং ঐ ব্যক্তির ভালোবাসাও দান কর যার ভালোবাসা তোমার কাছে আমার উপকারে আসবে। হে আল্লাহ! আমার প্রিয় জিনিসের মধ্য থেকে যা তুমি আমাকে দান করেছ সেটিকে আমার শক্তিতে পরিণত কর, তুমি যা ভালোবাস তা অর্জনের জন্য। হে আল্লাহ! আমার প্রিয় জিনিসের মধ্য থেকে যা তুমি আটক করে রেখেছ সেটিকে তুমি যা ভালোবাস তা অর্জনের জন্য আমার অবসর বা সুযোগে পরিণত কর"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু জাফর আল-খাত্‌মীর নাম উমাইর, পিতা ইয়াযীদ এবং দাদা খুমাশা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

(আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া)।

٣٤٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْىَ الْعَبَسِىُّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ اَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ تَعَوُّذًا اَتَعَوَّذُ بِهٖ قَالَ فَاَخَذَ بِكَفِّىْ فَقَالَ قُلْ [اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّتِىْ يَعْنِىْ فَرْجَهُ] .

৩৪২৪। শাকাল ইবনে হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আশ্রয় প্রার্থনার একটি বাক্য শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি (আল্লাহ্‌র কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। রাবী বলেন, তিনি আমার হাত ধরে বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কানের ক্ষতি, আমার চোখের (দৃষ্টির) ক্ষতি, আমার জিহ্‌বার (কথার) ক্ষতি, আমার অন্তরের ক্ষতি এবং আমার বীর্জ অর্থাৎ লজ্জাস্থানের ক্ষতি থেকে" (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল সাদ ইবনে আওস-বিলাল ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া সূত্রেই এ হাদীস উপরোক্তরূপে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭
রাসূলুল্লাহ (সা) যে দোয়াটি কুরআনের সূরা শিখানোর মত গুরুত্ব সহকারে শিখাতেন।

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ طَاؤُسٍ الْيَمَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ].

৩৪২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াটি তাদেরকে এরূপভাবে শিক্ষা দিতেন, যেরূপ কুরআনের কোন সূরা তাদেরকে শিক্ষা দিতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে" (দা,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

(রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বাক্যে দোয়া করতেন)।

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَانْقِ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا اَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ].

৩৪২৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমস্ত বাক্য দ্বারা দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ঃ জাহান্নামের বিপর্যয় ও জাহান্নামের আযাব, কবরের বিপর্যয় ও কবরের আযাব থেকে, প্রাচুর্যের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে, দরিদ্রতার বিপর্যয়কর অভিশাপ থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলো বরফ-শিলা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেল, আমার অন্তরকে সমস্ত গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন কর এবং আমার ও আমার গুনাহগুলোর মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও তুমি যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য, গুনাহে প্রলুব্ধকর বস্তু ও ঋণগ্রস্ততা থেকে" (বু,মু,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

(আল্লাহুম্মা আর-রফীকিল আলা)।

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ وَفَاتِهِ [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى] .

৩৪২৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইনতিকালের সময় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত করুন" (বু,মু)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

(আল্লাহর সন্তোষের উসীলায় তাঁর অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা)।

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ نَائِمَةً اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَوَقَعَ يَدِيْ عَلٰى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ

---

৬. অর্থাৎ সুমহান বন্ধু বলতে আম্বিয়া আলাইহিস-সালামকে বুঝানো হয়েছে। কতক আলেমের মতে স্বয়ং আল্লাহ হলেন আর-রাফীক আল-আলা। আইশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক থেকে সর্বশেষ যে কথাটি বেরিয়েছিল তা হল ঃ 'আল্লাহুম্মা আর-রাফীকিল আলা' (হে আল্লাহ! সুমহান বন্ধু) (সম্পা.)।

يَقُوْلُ [اَعُوْذُ بِرِضَاكَ عَنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ] .

৩৪২৮। আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। এক রাতে আমি তাঁকে (বিছানা থেকে) হারিয়ে ফেললাম। তাই আমি (অন্ধকারে) তাঁকে খুঁজতে থাকলাম। আমার হাত তাঁর পদদ্বয়ের উপরে পড়ল। তিনি তখন সিজদারত ছিলেন এবং তিনি বলছিলেন ঃ ("হে আল্লাহ), আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই, তোমার ক্ষমার উসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই, তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত, তুমি তেমন গুণেই গুণান্বিত যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা বর্ণনা করেছ" (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস আইশা (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা-লাইস-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরো আছে ঃ "আমি তোমার (আযাব) থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আমি তোমার পূর্ণ প্রশংসা করতে সক্ষম নই"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯
(প্রত্যয় সহকারে দোয়া করবে)।

٣٤٢٩- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلُ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْاَلَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ .

৩৪২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে ঃ "হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমার প্রতি দয়া কর।" বরং সে যেন পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে কামনা করে। কেননা কোন কাজই আল্লাহ্র উপর বাধ্যতামূলক নয় (বু,মু,দা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০
(প্রতি রাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটতর আকাশে আসেন)।

٣٤٣٠- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتّٰى يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ وَمَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ .

৩৪৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "কে আমার নিকট দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আমার নিকট (কিছু) প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব (বু,মু,দা,না,ই)।[৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আবদুল্লাহ আল-আগার -এর নাম সালমান। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ, জুবাইর ইবনে মুতইম, রিফাআ আল-জুহানী, আবুদ দারদা ও উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ الثَّقَفِىُّ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرِ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَاتِ .

৩৪৩১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন সময়ের দোয়া অধিক [শ্রবণ করা] কবুল হয়? তিনি বলেন ঃ শেষ রাতের মধ্য ভাগের এবং ফরয নামাযসমূহের পরের দোয়া।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু যার ও ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ الدُّعَاءُ فِيْهِ اَفْضَلُ وَاَرْجٰى وَنَحْوِ هٰذَا. "শেষ রাতের দোয়া অধিক উত্তম এবং কবুল হওয়ার আশা করা যায় অথবা অনুরূপ বলেছেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

(সকাল-সন্ধ্যার দোয়া)।

٣٤٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِىُّ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ

---

৭. হাদীসটি ৪২০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ [اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَجَمِيْعِ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ] اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا اَصَابَ فِىْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ وَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا اَصَابَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ .

৩৪৩২। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলায় উপনীত হয়ে বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমরা ভোরে উপনীত হলাম, আমরা তোমাকে সাক্ষী বানালাম, আরও সাক্ষী বানালাম তোমার আরশ বহনকারীদেরকে এবং তোমার ফেরেশতাগণকে ও তোমার সকল সৃষ্টিকে এই বিষয়ে যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ভিন্ন কোন ইলাহ্ নাই, তুমি এক, তোমার কোন অংশীদার নাই এবং মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও রাসূল" আল্লাহ তার সে দিনকার কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। আর সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ঐ কথা বলে, তাহলে আল্লাহ তার সেই রাতের কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন (আ, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

(আল্লাহ! আমার ঘর প্রশস্ত কর, আমার রিযিকে বরকত দাও)।

٣٤٣٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عُمَرَ الْهِلاَلِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَيَاسٍ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُ دُعَائَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِىْ وَصَلَ اِلَىَّ مِنْهُ اَنَّكَ تَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ] قَالَ ﷺ فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا .

৩৪৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অদ্য রাতে আমি আপনার দোয়া শুনেছি। আমি তা থেকে যা স্মরণ রাখতে পেরেছি তা এই যে, আপনি বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার ঘর প্রশস্ত কর এবং তুমি আমাকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দান কর"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি মনে কর যে, এ দোয়ার কিছু অংশ বাদ পড়েছে (আ)?

আবু সালীলের নাম দুরাইব, পিতা নুকাইর অথবা নুফাইর। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩
(আল্লাহ! নির্দয় ব্যক্তিকে আমাদের শাসক নিয়োগ করো না)।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لِأَصْحَابِهِ [اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَمْ (لَا) يَرْحَمُنَا].

৩৪৩৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাক্যে তাঁর সাহাবীগণের জন্য দোয়া না করে কদাচ কোন মজলিস থেকে বিদায় হতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে এত পরিমাণ আল্লাহভীতি বণ্টন কর যা আমাদের মধ্যে ও তোমার প্রতি অবাধ্যাচারী হওয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ বণ্টন কর যার উসীলায় তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দিবে, এতটা দৃঢ় প্রত্যয় বণ্টন কর যার দ্বারা তুমি দুনিয়ার যে কোন বিপদ আমাদের জন্য সহজতর করবে, যাবত তুমি আমাদের জীবিত রাখ তাবৎ আমাদের কান, আমাদের চোখ ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা আমাদের জীবনোপকরণ দান কর (অথবা আমাদের চোখ-কান মৃত্যু পর্যন্ত সতেজ ও সুস্থ রাখ); যে আমাদের উপর অত্যাচার করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্দ্ধারিত কর, যে আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর, আমাদের দীন পালনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না, দুনিয়াকে অর্জন আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের লক্ষবস্তুতে পরিণত করো না এবং যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) করো না" (হা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতক রাবী এ হাদীস খালিদ ইবনে আবু ইমরান-নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٤٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعَنِيْ أَبِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَمِنَ الْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ] قَالَ يَا بُنَيَّ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُهُنَّ قَالَ الْزَمْهُنَّ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُنَّ .

৩৪৩৫। মুসলিম ইবনে আবু বাকরা (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলতে শুনলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, অলসতা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি এটা কার কাছে শুনেছ? আমি বললাম, আমি আপনাকেই এ বাক্যগুলো বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, এগুলোকে তোমার জন্য অপরিহার্য করে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ শব্দগুলো বলতে শুনেছি (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

(আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিখানো দোয়া)।

٣٤٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُوْرًا لَكَ قَالَ قُلْ [لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ] قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيْ آخِرِهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৩৪৩৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না,

যেগুলো তুমি বললে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে? তিনি বলেন, তুমি বলঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন, অতি মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি সহনশীল, অতি দয়ালু। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক"। আলী ইবনে খাশরাম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি হাদীসের শেষে বলেছেনঃ "আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবু ইসহাক-আল-হারিস -আলী (রা) সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫
(দোয়া ইউনুস)।

٣٤٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ اِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ] فَاِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ .

৩৪৩৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্র নবী যুন-নূন (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে অবস্থানকালে যে দোয়া করেছিলেন তা হলঃ "তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তুমি অতি পবিত্র। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত" (২১ঃ৮৭)। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বিষয়ে কখনো এ দোয়া করলে আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন (হা,না)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ কখনো বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাদ-সাদ (রা) হতে। একাধিক রাবী এ হাদীস ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাদ-সাদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে "আন আবীহি" (তার পিতা থেকে) উল্লেখ করেননি। কতক রাবী, যেমন আবু আহমাদ আয-যুবাইরী-ইউনুস-অতঃপর তারা সকলে-ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে

সাদ-তার পিতা স্যাদ (রা) সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের রিওয়াত অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

(আল্লাহ পাকের নিরানব্বই নাম)।

٣٤٣٨- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِّائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৪৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে ব্যক্তি এই নামগুলো কণ্ঠস্থ করল বা পড়ল সে জান্নাতে প্রবেশ করল (বু,মু)।

ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ বলেন, আবদুল আলা-হিশাম ইবনে হাস্সান-মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

(আল-আসমাউল হুসনা)।

٣٤٣٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ
الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ
الْبَاعِثُ ا لشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِىْ
الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِىُّ الْمُمِيْتُ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ
الْقَادِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِىُّ الْمُتَعَالِىُ الْبَرُّ
التَّوَّابُ الْمُسْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ
الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىُ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِىُ الْبَدِيْعُ الْبَاقِىُ
الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ .

৩৪৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে ব্যক্তি তা গণনা (মুখস্ত) করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি আর-রমহান (পরম দয়ালু), আর-রহীম (পরম করুণাময়), আল-মালিক (স্বত্বাধিকারী), আল-কুদ্দূস (মহাপবিত্র), আস-সালাম (পরম শান্তিদাতা), আল-মুমিন (নিরাপত্তাদানকারী), আল-মুহাইমিন (চিরসাক্ষী), আল-আযীয (মহাপরাক্রমশালী), আল-জাব্বার (মহাশক্তিধর), আল-মুতাকাব্বির (মহাগৌরবান্বিত), আল-খালিক (স্রষ্টা), আল-বারিউ (সৃজনকর্তা), আল-মুসাব্বির (অবয়বদানকারী), আল-গাফ্ফার (ক্ষমাকারী), আল-কাহ্হার (শাস্তিদাতা), আল-ওয়াহ্হাব (মহান দাতা), আর-রাযযাক (রিযিকদাতা), আল-ফাত্তাহ (মহাবিজয়ী), আল-আলীম (মহাজ্ঞানী), আল-কাবিদ (হরণকারী), আল-বাসিত (সম্প্রসারণকারী), আল-খাফিদ (অবনতকারী), আর-রাফউ (উন্নতকারী), আল-মুইয্যু (ইজ্জতদাতা), আল-মুযিল্লু (অপমানকারী), আস-সামীউ (শ্রবণকারী), আল-বাছীরু (মহাদ্রষ্টা), আল-হাকাম (মহাবিচারক), আল-আদল (মহান্যায়পরায়ণ) আল-লাতীফু (সূক্ষ্মদর্শী), আল-খাবীর (মহা সংবাদরক্ষক), আল-হালীম (মহাসহিষ্ণু), আল-আযীম (মহান), আল-গাফূর (মহাক্ষমাশীল), আশ-শাকূর (কৃতজ্ঞতাপ্রিয়), আল-আলীয়্যু (মহা উন্নত), আল-কাবীর (অতীব মহান), আল-হাফীজ (মহারক্ষক), আল-মুকীত (মহাশক্তিদাতা), আল-হাসীব (হিসাব গ্রহণকারী), আল-জালীল (মহামহিমান্বিত),

আল-কারীম (মহাঅনুগ্রহশীল), আর-রাকীব (মহাপর্যবেক্ষক), আল-মুজীব (কবুলকারী), আল-ওয়াসিউ (মহাবিস্তারক), আল-হাকীম (মহাবিজ্ঞ), আল-ওয়াদূদ (মহত্তম বন্ধু), আল-মাজীদ (মহাগৌরবান্বিত), আল-বাইছ (পুনরুত্থানকারী), আশ-শাহীদ (সর্বদর্শী), আল-হাক্ক (মহাসত্য), আল-ওয়াকীল (মহাপ্রতিনিধি), আল-কাবিয়্যু (মহাশক্তিধর), আল-মাতীন (দৃঢ় শক্তির অধিকারী), আল-ওয়ালিয়্যু (মহাঅভিভাবক), আল-হামীদ (মহাপ্রশংসিত), আল-মুহসিয়্যু (পুখানুপুঙ্খ হিসাব সংরক্ষণকারী), আল-মুবদিও (সৃষ্টির সূচনাকারী), আল-মুঈদ (ফেরতদাতা), আল-হাইয়্যু (চিরঞ্জীব), আল-কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী), আল-মুহ্য়ী (জীবনদাতা), আল-মুমীত (মৃত্যুদাতা), আল-ওয়াজিদ (ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী), আল-মাজেদ (মহাগৌরবান্বিত), আল-ওয়াহিদ (একক), আস্-সামাদ (স্বয়ংসম্পূর্ণ), আল-কাদির (সর্বশক্তিমান), আল-মুকতাদির (মহাক্ষমতাবান), আল-মুকাদ্দিম (অগ্রসরকারী), আল-মুআখ্খির (বিলম্বকারী), আল-আওয়াল (অনাদি), আল-আখিরু (অনন্ত), আয-যাহির (প্রকাশ্য), আল-বাতিন (লুকায়িত), আল-ওয়ালিউ (অধিপতি), আল-মুতাআলী (চিরউন্নত), আল-বাররু (কল্যাণদাতা), আত-তাওয়্যাব (তওবা কবুলকারী), আল-মুনতাকিম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), আল-আফুব্বু (ক্ষমাকারী, উদারতা প্রদর্শনকারী), আর-রাউফ (অতিদয়ালু), মালিকুল মুলকি (সার্বভৌমত্বের মালিক), যুলজালালি ওয়াল ইকরাম (গৌরব ও মহত্ত্বের অধিকারী), আল-মুকসিত (ন্যায়বান), আল-জামেউ (সমবেতকারী), আল-গানিয়্যু (ঐশ্বর্যশালী), আল-মুগনিয়্যু (ঐশ্বর্যদাতা), আল-মানিউ (প্রতিরোধকারী), আদ-দাররু (অনিষ্টকারী), আন-নাফিউ (উপকারকারী), আন-নূর (আলো), আল-হাদিউ (পথপ্রদর্শক), আল-বাদিউ (সূচনাকারী), আল-বাকীউ (চিরবিরাজমান), আল-ওয়ারিস (স্বত্বাধিকারী), আর-রাশীদ (সৎপথে চালনাকারী), আস-সাবূর (মহা ধৈর্যশীল) (ই.বা.হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। একাধিক রাবী এ হাদীস সাফওয়ান ইবনে সালেহ্-এর সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল সাফওয়ান ইবনে সালেহ্-এর সূত্রে এ হাদীস অবহিত হয়েছি। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। উক্ত হাদীস আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আমরা ঐ একটি হাদীস ব্যতীত অধিক সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ্র নামসমূহ সম্পর্কে অবহিত নই। অবশ্য আদাম ইবনে আবু ইয়াস এ হাদীস ভিন্ন সনদসূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আল্লাহ্র নামসমূহ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার সনদসূত্র সহীহ নয়।

٣٤٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম আছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করল সে বেহেশতে প্রবেশ করল।

এ হাদীসে সেই নামগুলোর উল্লেখ নেই। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস আবুল ইয়ামান (র) শুয়াইব ইবনে আবু হামযা-আবুয যিনাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতেও আল্লাহ্‌র নামগুলো উল্লেখ করেননি।

٣٤٤١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَنَّ حُمَيْدَ الْمَكِّيَّ مَوْلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ [سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ] .

৩৪৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখনই বেহেশতের বাগানসমূহ অতিক্রম করবে তখনই ওখান থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বেহেশতের বাগানসমূহ কি? তিনি বলেন ঃ মসজিদসমূহ। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পাকা ফল সংগ্রহ করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান) বলা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ .

৩৪৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা বেহেশতের বাগানসমূহ অতিক্রম করবে তখন সেখান থেকে পাকা ফল তুলে নিবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বলেন ঃ যিকিরের মজলিস (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সাবিত-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮
(বিপদে নিপতিত অবস্থায় পড়ার দোয়া)

٣٤٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصَابَ اَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ [اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ فَاْجُرْنِيْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِيْ مِنْهَا خَيْرًا] فَلَمَّا احْتُضِرَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ فِيْ اَهْلِيْ خَيْرًا مِنِّيْ فَلَمَّا قُبِضَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ فَاْجُرْنِيْ فِيْهَا .

৩৪৪৩। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো উপর কোন বিপদ এলে সে যেন অবশ্যই বলেঃ "আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার বিপদের প্রতিদান চাই। অতএব তুমি আমাকে এর প্রতিদান দাও এবং এর পরিবর্তে উত্তম কিছু দান কর।" অতঃপর আবু সালামা (রা)-র মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ! আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের জন্য আমার চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দাও"। অতঃপর আবু সালামা (রা) ইনতিকাল করলে উম্মু সালামা (রা) বলেন, "আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমাদেরকে তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে। আমার এই

বিপদের প্রতিদান আমি আল্লাহ্‌র নিকট পাওয়ার আশা করি। অতএব হে আল্লাহ! তুমি আমাকে প্রতিদান দাও" (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ হাদীস উম্মু সালামা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আবু সালামা (রা)-র নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

(দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা)।

٣٤٤٤- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَاُعْطِيْتَهَا فِي الْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ .

৩৪৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি তাকে পূর্বানুরূপই জবাব দেন। অতঃপর সে তাঁর নিকট তৃতীয় দিন এলে তিনি পূর্বানুরূপ জবাব দেন এবং বলেনঃ যদি তুমি দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতে নিরাপত্তা লাভ করতে পার তাহলে মনে রেখো তুমি পরম সাফল্য লাভ করলে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আমরা কেবল সালামা ইবনে ওয়ারদানের সূত্রে এ হাদীস অবগত হয়েছি।

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِيْ [اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ] .

৩৪৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি "লাইলাতুল কদর" অবহিত হতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বলেনঃ তুমি বলঃ "হে আল্লাহ! তুমি মহাক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই পছন্দ কর, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও" (আ,ই,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসন ও সহীহ।

٣٤٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَسْاَلُهُ اللّٰهَ قَالَ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ اَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَسْاَلُهُ اللّٰهَ فَقَالَ لِىْ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

৩৪৪৬। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে পারি। তিনি বলেনঃ আপনি আল্লাহ্র কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করুন। কিছু দিন গত হওয়ার পর আমি আবার গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমাকে বলেনঃ হে আব্বাস, হে আল্লাহ্র রাসূলের চাচা! আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করুন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আর বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ হলেন আল-হারিস ইবনে নাওফালের পুত্র। তিনি আল-আব্বাস (রা) থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

(কল্যাণকর কাজের তৌফীক কামনা)।

٣٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَمْرًا قَالَ [اَللّٰهُمَّ خِرْ لِىْ وَاخْتَرْ لِىْ] .

৩৪৪৭। আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজের সংকল্প করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন এবং আমার কাজে কল্যাণ দান করুন"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল যানফালের রিওয়ায়াত থেকে এ হাদীস অবহিত হয়েছি। তিনি হাদীসবিদদের মতে যঈফ। তাকে যানফল ইবনে আবদুল্লাহ আল-আরাফীও বলা হয়। কেননা তিনি 'আরাফাত' এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন সমর্থক নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

(ভোরে উপনীত হয়ে মানুষ নিজেকে বিক্রয় করে)।

٣٤٤٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيٰ اَنَّ زَيْدَ بْنَ سَلاَمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلاَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَضُوْءُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا .

৩৪৪৮। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উযূ ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ দাঁড়িপাল্লাকে ভরতি করে দেয়। সুবহানাল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ একত্রে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায হল নূর (জ্যোতি), সদাকা (দান-খয়রাত) হল (মুক্তির) সনদ এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা হল আলোক বর্তিকা। কুরআন তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে সনদ বা সাক্ষ্যস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে। (এর দ্বারা) সে নিজেকে হয় মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে (আ,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

(তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীরের ফযীলাত)।

٣٤٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَ دُوْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ .

৩৪৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তাসবীহ্" (সুবহানাল্লাহ) মীযানের (তুলাদণ্ডের) অর্ধেক, "আলহামদু লিল্লাহ" মীযানকে পূর্ণ করে দেয় এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন প্রকারের পর্দা বা বাধা নাই, এমনকি তা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এর সনদসূত্র তেমন মজবুত নয়।

٣٤٥٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ جُرَيٍّ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِيْ اَوْ فِيْ يَدِهِ التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ .

৩৪৫০। সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে অথবা তাঁর হাতে এসব বাক্য গুনে গুনে বলেন ঃ "তাসবীহ" (সুবহানাল্লাহ) হল মীযানের অর্ধেক, "আলহামদু লিল্লাহ" তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভর্তি করে দেয়। রোযা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অর্ধেক এবং পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা ও সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

(আরাফাতে দুপুরের পর পড়ার দোয়া)।

٣٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَكَانَ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةَ

عَرَفَةَ فِى الْمَوْقِفِ [اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرٌ مِمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَابِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِئُ بِهِ الرِّيْحُ] .

৩৪৫১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন আরাফাতে অবস্থানকালে দুপুরের পর অধিকাংশ সময় যে দোয়া পড়তেন তা এই যে, “হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার যেভাবে তুমি বলেছ এবং আমরা যা বর্ণনা করি তার চেয়েও অধিক উত্তম। হে আল্লাহ! আমার নামায, আমার ইবাদত (হজ্জ ও কোরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ তোমার জন্য। অবশেষে তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার স্বত্ব তোমার মালিকানাভুক্ত। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব, অন্তরের কুচিন্তা ও কাজ-কর্মের অস্থিরতা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বায়ু বাহিত অনিষ্ট থেকেও” (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সনদসূত্রে গরীব। এর সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪
(সমস্ত দোয়ার সমষ্টি)।

٣٤٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ اُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ تَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] .

৩৪৫২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দোয়াই করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই স্মরণ রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অনেক দোয়াই করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিব না, যা সেই সমস্ত দোয়ার সমষ্টি হবে? তোমরা বল ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সেই কল্যাণ কামনা করি যা তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট কামনা করেছেন এবং আমরা তোমার নিকট সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে অনিষ্ট থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তুমিই (কল্যাণ) পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ পৌঁছানোর আর কোন শক্তি নাই"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫
(মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শ যে দোয়া পড়তেন)।

٣٤٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ صَاحِبِ الْحَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ لِاُمِّ سَلَمَةَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ عِنْدَكِ قَالَتْ كَانَ اَكْثَرُ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِاَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ اِنَّهُ لَيْسَ اٰدَمِىٌّ اِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ اَقَامَ وَمَنْ شَاءَ اَزَاغَ فَتَلاَ مُعَاذٌ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا .

৩৪৫৩। শাহ্র ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট অবস্থানকালে প্রায়শ কোন দোয়াটি পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি প্রায়শ এ দোয়া পড়তেন ঃ "হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির রাখ"। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম,

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি প্রায়শ "হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির রাখ" দোয়াটি কেন পড়েন? তিনি বলেন ঃ হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহ্‌র দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা (দীনের উপর) স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা (দীন থেকে) বাঁকা করে দেন। অতঃপর অধঃস্তন রাবী মুআয ইবনে মুআয (র) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার পর তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে বিপথগামী করো না" (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, নাওয়াস ইবনে সাম্‌আন, আনাস, জাবির, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও নুআইম ইবনে হাম্মাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

(রাতে কোন কারণে ঘুমের ব্যাঘাত হলে যে দোয়া পড়বে)।

٣٤٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَكٰى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُوْمِيُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ [اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ] .

৩৪৫৪। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-মাখযূমী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুশ্চিন্তা বা স্নায়বিক চাপের দরুন রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ কর তখন বল, "হে আল্লাহ! সপ্ত আসমানের প্রতিপালক এবং যা কিছুর উপর তা ছায়া বিস্তার করেছে, সাত যমীনের প্রতিপালক এবং যা কিছু তা উত্তোলন করেছে, আর শয়তানদের

প্রতিপালক এবং এরা যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে! তুমি আমাকে তোমার সমস্ত সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য আমার প্রতিবেশী হয়ে যাও, যাতে সেগুলোর কোনটি আমার উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে অথবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে। সম্মানিত তোমার প্রতিবেশী, সুমহান তোমার প্রশংসা। তুমি ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন মজবুত নয়। হাকাম ইবনে জুহাইর পরিত্যক্ত রাবী। কতক হাদীস বিশারদ তার থেকে হাদীস গ্রহণ বর্জন করেছেন। এ হাদীসটি অন্যভাবেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا فَزِعَ اَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ [اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ] فَانَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا (يُعَلِّمُهَا) مَنْ بَلَغَ مِنْ وُلْدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ كَتَبَهَا فِىْ صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِىْ عُنُقِهِ .

৩৪৫৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলেঃ "আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কলেমার দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং আমার কাছে যারা উপস্থিত হয় সেগুলো থেকে।" অতঃপর সেগুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তার সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের উক্ত দোআ শিক্ষিয়ে দিতেন এবং উক্ত দোয়া কাগজের টুকরায় লিখে তার নাবালেগ সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন (দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৯৭
(আল্লাহ সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী)।

٣٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ

قُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ لاَ (مَا) اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحَ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ .

৩৪৫৬। আমর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইল (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি। আমর বলেন, আমি আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সত্যিই এ হাদীস আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ এবং তিনি তা মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ নাই। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রশংসাপ্রিয় কেউ নাই। এজন্যই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

(নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি)।

٣٤٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ) عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ].

৩৪৫৭। আবু বাকর আস-সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাযের মধ্যে পড়তে পারি। তিনি বলেন ঃ তুমি বল, "হে প্রভু! আমি আমার সত্তার উপর অনেক অত্যাচার করেছি। তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কেননা তুমিই কেবল ক্ষমা করতে পার এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, অতি দয়ালু" (ই,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এটি লাইস ইবনে সাদ বর্ণিত হাদীস। আবুল খায়র-এর নাম মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইয়াবনী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

(কঠিন কাজ উপস্থিত হলে যে দোয়া পড়বে)।

٣٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ الرُّحَيْلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَخِيْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا كَرَبَهُ اَمْرٌ قَالَ[يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ] وَبِاِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

৩৪৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কঠিন কাজ উপস্থিত হলে তিনি বলতেন ঃ "হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার রহমতের উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করি"। একই সনদসূত্রে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সর্বদা "ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম" পড়াকে অপরিহার্য করে নাও।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অনন্তর আনাস (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

৩৪৫৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা সর্বদা "ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম" (হে গৌরব ও মহত্বের অধিকারী) পড়াকে অপরিহার্য করে নাও (আ,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এটা সুরক্ষিত নয়। এ হাদীস হাম্মাদ ইবনে সালামা-হুমাইদ-হাসান বসরী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অধিকতর সহীহ। মুয়াম্মাল এ হাদীসের সনদে ভুল করেছেন এবং বলেছেন, হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এতে কেউ তার অনুসরণ করেননি।

٣٤٦٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْوَرْدِ عَنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ اَىُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا اَرْجُوْ بِهَا الْخَيْرَ قَالَ فَاِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلاً وَهُوَ يَقُوْلُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ فَقَالَ قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الصَّبْرَ قَالَ سَاَلْتَ اللّٰهَ الْبَلاَءَ فَاسْاَلْهُ الْعَافِيَةَ .

৩৪৬০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তার দোয়ায় বলছে ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সমস্ত নিআমত কামনা করি"। তিনি বলেন ঃ সমস্ত নিআমত কি? সে বলল, আমি একটি দোয়া করেছি যার উসীলায় কল্যাণ লাভের আকাংখা করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্ণ নিআমত হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশলাভ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ। তিনি আরেক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন ঃ "হে গৌরব ও মহত্ত্বের অধিকারী"। তিনি বলেন ঃ তোমার দোয়া কবুল করা হবে, সুতরাং প্রার্থনা কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করি"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তো আল্লাহ্‌র কাছে বিপদ কামনা করেছ, অতএব তাঁর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর (আ)।

আহমাদ ইবনে মানী-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-আল-জুরাইরী (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

(ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকির করার ফযীলাত)।

٣٤٦١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَّذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى

يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ (تَنْقَلِبْ) سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ الاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ .

৩৪৬১। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য পবিত্র অবস্থায় বিছানায় যায় এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকে, সে পার্শ্ব পরিবর্তন করার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে যা কিছু প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে নিশ্চিত তা দান করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীস শাহ্‌র ইবনে হাওশাব-আবু যাবিয়্যা-আমর ইবনে আবাসা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

(আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিখানো দোয়া)।

٣٤٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ قَالَ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقٰى اِلَيَّ صَحِيْفَةً فَقَالَ هٰذَا مَا كَتَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَاِذَا اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ مَا اَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ قُلْ [اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ] .

৩৪৬২। আবু রাশেদ আল-হিবরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনেছেন, তা থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি একখানা পাণ্ডুলিপি আমাকে দিলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আবু রাশেদ বলেন, আমি তাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম, আবু বাক্‌র

আস-সিদ্দীক (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন কিছু (দোয়া) শিখিয়ে দিন যা আমি সকালে ও বিকালে উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! বলুন, "হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমি ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নাই, প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিজের দেহের অপকারিতা থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেকী থেকে এবং আমি আমার নিজের জন্য অনিষ্টকর কিছু অর্জন করা থেকে অথবা উক্ত ক্ষতিকর জিনিস কোন মুসলিমের নিকট টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

٣٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ [اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ] لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوْبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ .

৩৪৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাযুক্ত গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করলে অমনি পাতাগুলো ঝরে পরে। তিনি বলেন ঃ কোন বান্দা "আলহামদু লিল্লাহ", "সুবহানাল্লাহ" এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ অতি পবিত্র এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি মহান) বললে তা তার গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমাশ (র) সরাসরি আনাস (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই। অবশ্য তিনি আনাস (রা)-কে দেখেছেন এবং তাঁর দিকে দৃষ্টিও নিক্ষেপ করেছেন।[৮]

---

৮. এ কিতাবের প্রথমভাগে 'পবিত্রতা অধ্যায়ে' এ প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْاَعْمَشُ مِنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلاَ مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نَظَرَ اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِى الصَّلٰوةِ .

٣٤٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْجُلاَحِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيْبٍ السَّبَائِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ [لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ] عَشَرَ مَرَّاتٍ عَلٰى اَثَرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَّحْفَظُوْنَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ مُوْجِبَاتٍ مَحٰى عَنْهُ عَشَرَ سَيِّاٰتٍ مُوْبِقَاتٍ وَكَانَت لَهُ بِعَدْلِ عَشَرَ رَقَبَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ .

৩৪৬৪। উমারা ইবনে শাবীব আস-সাবাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর দশবার বলে ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসের উপর মহা ক্ষমতাশালী", আল্লাহ তার হেফাজতের জন্য ফেরেশতা পাঠান যারা তাকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে ভোর পর্যন্ত হেফাজত করেন, তার জন্য (আল্লাহ্র অনুগ্রহ) অবশ্যম্ভাবী করার মত পুণ্য লিখে দেন, তার দশটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ বিলীন করে দেন এবং তার জন্য দশটি ঈমানদার গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল লাইস ইবনে সাদের সূত্রেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি। উমারা ইবনে শাবীব সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফযীলাত এবং বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কে।

٣٤٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِىَّ اَسْاَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى

الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ فَقُلْتُ ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ انَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ انَّهُ حَكَّ فِيْ صَدْرِيْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ امْرَأً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجِئْتُ اَسْاَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كَانَ يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ اَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ الاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِى الْهَوٰى شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ اِذْ نَادَاهُ اَعْرَابِىٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ يَا مُحَمَّدُ فَاَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَحْوٍ مِّنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ فَقُلْنَا لَهُ وَيْحَكَ اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَاِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَغْضُضُ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ اَلْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى ذَكَرَ بَابًا مِّنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةً عَرْضِهِ اَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ عَرْضِهِ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مَفْتُوْحًا يَعْنِيْ لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ .

৩৪৬৫। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী (রা)-র নিকট এসে তাকে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, হে যির! কিসে তোমাকে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানের অন্বেষা! তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ জ্ঞানের অন্বেষায় সন্তুষ্ট হয়ে জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। আমি বললাম, আমার অন্তরে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে মলমূত্র ত্যাগের পর মোজার উপরে মাসেহ করা সম্পর্কে। আর আপনি হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে, আপনি এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু আলোচনা করতে

শুনেছেন কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা সফররত থাকলে এবং নাপাকির গোসলের প্রয়োজন না হলে তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত আমাদের মোজাগুলো না খুলি। মলমূত্র ত্যাগ এবং ঘুমানোর কারণে তা খোলার প্রয়োজন নাই, বরং তার উপর কেবলমাত্র মাসেহ্ করলেই চলবে। যির (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি তাঁকে মহব্বত (ভালোবাসা) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। একদা আমরা তাঁর কাছেই ছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন জোর গলায় তাঁকে ডাক দিয়ে বলে, হে মুহাম্মাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার মত অনুরূপ উচ্চ শব্দে তার ডাকে সাড়া দিলেন ঃ আস। আমরা সেই বেদুঈনকে বললাম, তোমার অমঙ্গল হোক, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। কেননা তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আছ। তোমাকে নবীর সামনে উঁচু স্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে (কুরআনে)। লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি নীচু স্বরে কথা বলতে পারি না। এবার সে বলল, এক ব্যক্তি এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, অথচ সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। অবশেষে তিনি পাশ্চাত্যে অবস্থিত একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন যা এত প্রশস্ত যে, একটি সওয়ারীর সেই দরজার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করতে চল্লিশ অথবা সত্তর বছর সময় লাগবে। সুফিয়ান (র) বলেন, পাশ্চাত্যের সেই দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা যে দিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন ঐ দরজাও সৃষ্টি করেছেন। তা তওবার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٤٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ لِيْ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

رِضًا بِمَا يَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنَّهُ حَاكَ اَوْ قَالَ حَكَّ فِىْ نَفْسِىْ شَىْءٌ مِّنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنَّا اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ اَمَرَنَا اَنْ لاَ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ قَالَ فَقُلْتُ فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الْهَوٰى شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِىْ اٰخِرِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ جَهْوَرِىٍّ اَعْرَابِىٌّ جِلْفٌ جَافٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَهْ اِنَّكَ قَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا فَاَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَحْوٍ مِّنْ صَوْتِهٖ هَاؤُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ قَالَ زِرٌّ فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِىْ حَتّٰى حَدَّثَنِىْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهٖ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ الْاٰيَةُ .

৩৪৬৬। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বলেন, কিসে তোমাকে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানের অন্বেষা। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। যির (র) বলেন, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা সম্পর্কে আমার অন্তরে একটা খটকা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে কিছু অবগত আছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা সফররত অবস্থায় নাপাকির গোসলের প্রয়োজন না হলে যেন তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত আমাদের মোজা না খুলি। মলমূত্র ত্যাগ ও ঘুমানোর কারণেও তা খোলার প্রয়োজন নাই। যির (র) বলেন, আমি আবার বললাম, আপনি মহব্বত (ভালোবাসা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু অবগত আছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ।

কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকদের একেবারে পেছন থেকে এক ব্যক্তি খুব উচ্চ স্বরে তাঁকে ডাক দিল। লোকটি ছিল নির্বোধ বেদুঈন ও রুক্ষ। সে বলল, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ। লোকেরা তাকে বলল, থাম! এভাবে আল্লাহ্‌র নবীকে ডাকতে তোমাকে (কুরআনে) নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে তার মত উচ্চ স্বরে জবাব দিলেন ঃ আস। লোকটি বলল, এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে সে তার সংগী হবে। যির (র) বলেন, সাফওয়ান (রা) আমার সাথে অবিরত কথা বলে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি আমাকে বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তওবার জন্য পাশ্চাত্যে একটি দরজা রেখেছেন, যার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের দূরত্ব সত্তর বছরের। সূর্য সেদিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত সেই দরজা রুদ্ধ হবে না। আর সে কথার প্রমাণ প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ্‌র বাণী (অনুবাদ) ঃ "এমন একদিন সংঘটিত হবে যে দিন তোমার প্রভুর কতক নিদর্শন আসবে, সেই দিন কোন ব্যক্তির ঈমান তার উপকারে আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি" (৬ ঃ ১৫৮)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

(রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল হয়)।

٣٤٦٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ .

৩৪৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবা কবুল করেন (আ,ই,বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু আমের আল-আকাদী-আবদুর রহমান ইবনে সাবেত ইবনে সাওবান-তার পিতা-মাকহূল-জুবাইর ইবনে নুফাইর-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

(আল্লাহ বান্দার তওবায় যারপর নাই আনন্দিত হন)।

٣٤٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْ اَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا .

৩৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার হারানো মাল পুনপ্রাপ্তিতে যতটা আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তওবায় (ক্ষমা প্রার্থনায়) আল্লাহ তার চেয়ে অধিক আনন্দিত হন (বু,মু)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, নোমান ইবনে বাশীর ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

(মানুষ যদি গুনাহ না করত)।

٣٤٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصٍّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَدْ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ لاَ اَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُّذْنِبُوْنَ فَيَغْفِرَلَهُمْ .

৩৪৬৯। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় বলেন, আমি তোমাদের থেকে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এমন এক দলকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন (আ,মু)।[৯]

---

৯. এ হাদীসে তওবার ফযীলাত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ ক্ষমা করাকেই অধিক পছন্দ করেন। বান্দা যদি মোটেই গুনাহ না করত তাহলে আল্লাহ্‌র গাফূর ও গাফ্‌ফার এবং রহমান ও রাহীম নামের প্রকাশ ঘটত কিভাবে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে কাব (র) আবু আইউব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমন কুতাইবা-আবদুর রহমান ইবনে আবুর রিজাল-গুফরার মুক্তদাস উমার-মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী-আবু আইউব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬
(আদম সন্তান যদি পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ নিয়ে হাযির হয়)।

٣٤٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ فَائِدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ أُبَالِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً .

৩৪৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার থেকে (ক্ষমা লাভের) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত বেশীই হোক, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ্র স্তূপ আকাশের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে মাফ করে দেব, এতে আমি ভ্রুক্ষেপ কবর না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি গোটা পৃথিবী ভর্তি গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমিও তোমার নিকট পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব (আ, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

(আল্লাহ্ তাঁর রহমাতকে শত ভাগে বিভক্ত করেছেন)।

٣٤٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُوْنَ بِهَا وَعِنْدَ اللّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ رَحْمَةً .

৩৪৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা এক শত রহমত সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে মাত্র একটি রহমত তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে রেখেছেন, তা দ্বারা তারা পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (বু,মু)।

এ অনুচ্ছেদে সালমান ও জুনদুব ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮

(আল্লাহ্র শাস্তি ও রহমাত সম্পর্কে যদি মানুষ ধারণা করতে পারত)!

٣٤٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ فِى الْجَنَّةِ اَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اَحَدٌ .

৩৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি মুমিন বান্দা জানত যে, আল্লাহ্র নিকট কি ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশের আশা করত না। আর যদি কাফের ব্যক্তি জানত যে, আল্লাহ্র নিকট কি অপরিসীম দয়া আছে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশে নিরাশ হত না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা উক্ত হাদীস কেবল আলা ইবনে আবদুর রহমান-তাঁর পিতা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯

(আল্লাহ্‌র ক্রোধের উপর তাঁর রহমাত বিজয়ী)।

٣٤٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حِيْنَ خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلٰى نَفْسِهِ لَنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ عَلٰى غَضَبِيْ .

৩৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন, তখন স্বহস্তে নিজের উপর অবধারিত করে লিখে নিয়েছেন ঃ আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ ثَلْجٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَغْدَادَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَاحِبُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَرَابِيٍّ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ وَثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلّٰى وَهُوَ يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ [اَللّٰهُمَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ] فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا اللّٰهَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى .

৩৪৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল এবং সে তার দোয়ায় বলছিল ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই, তুমি পরম অনুগ্রহকারী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, অসীম ক্ষমতাবান ও মহাসম্মানিত।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি অনুধাবন করতে পেরেছ সে আল্লাহ্‌র কাছে কি দোয়া করেছে? সে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মহান নাম দ্বারা দোয়া করেছে। ঐ নামে দোয়া করা হলে তিনি তা কবুল করেন এবং ঐ নামের উসীলায় প্রার্থনা করা হলে তিনি দান করেন (আ,ই,দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস গরীব। আনাস (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০

(যে ব্যক্তি নবীর উপর দুরূদ পড়ে না সে লাঞ্ছিত)।

٣٤٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَظُنُّهُ قَالَ اَوْ اَحَدُهُمَا .

৩৪৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট আমার নাম উল্লেখিত হল, অথচ সে আমার উপর দুরূদ পড়েনি। ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার কাছে রমযান মাস এলো অথচ তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার আগেই তা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আর ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যে নিজ বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা তাদের যে কোন একজনকে জীবিত অবস্থায় পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি (সে তাদের সাথে সদাচরণ করে জান্নাত অর্জন করেনি)। আবদুর রহমানের বর্ণনায় "অথবা যে কোন একজনকে" কথাটুকুও আছে (হা)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। রিবঈ ইবনে ইব্রাহীম হলেন ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের সহোদর। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী এবং ইনি হলেন ইবনে উল্যাইয়্যা (তার মায়ের নাম)। কোন বিশেষজ্ঞ আলেম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মজলিসে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়লে, অতঃপর যতক্ষণ সে উক্ত মজলিসে অবস্থান করবে, তা যথেষ্ট হবে।

٣٤٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .

৩৪৭৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কৃপণ সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না (আ,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১

(আল্লাহ! আমার অন্তরকে ঠাণ্ডা ও পরিচ্ছন্ন করে দাও)।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِى الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ نَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

৩৪৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে বরফ, মেঘমালা ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা শীতল করে দাও। হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে গুনাহখাতা থেকে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও যেভাবে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার কর" (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

(যার জন্য দোয়ার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে)।

٣٤٧٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّسْاَلَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ .

৩৪৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করা

হল, মূলত তার জন্য রহমতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা হল। আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু চাওয়া হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে বিপদ-মুসীবত এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দোয়ায় উপকার হয়। অতএব হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা দোয়াকে অপরিহার্য করে নাও (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। হাদীসটি আমরা কেবল আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র আল-কুরাশীর সূত্রেই জানতে পেরেছি। তিনি আল-মক্কী ও আল-মুলাইকী হিসেবেও পরিচিত। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। কতক হাদীসবিদ তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। ইসরাঈল এ হাদীস আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র-মূসা ইবনে উক্‌বা-নাফে-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ مَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ . "আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু চাওয়া হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা তাঁর নিকট অধিক প্রিয়"। যেমন এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল-কাসেম ইবনে দীনার আল-কূফী-ইসহাক ইবনে মানসূর আল-কূফী-ইসরাঈল (র) সূত্রে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩

(রাতের ইবাদত পাপের প্রতিবন্ধক)।

٣٤٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُم بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَانَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُم وَاَنَّ اللَّيْلَ قُرْبَةٌ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ .

৩৪৭৯। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্বেকার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অভ্যাস ও ঐতিহ্য। রাতের ইবাদত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়, পাপকর্মের প্রতিবন্ধক, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং দেহের রোগ অপসারণকারী (আ,বা,হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেননা এ হাদীস আমরা কেবল বিলাল (রা) থেকে উপরোক্ত সূত্রে জানতে পেরেছি। সনদসূত্রের দিক থেকে এটি সহীহ্ নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ আল-কুরাশী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আশ-শামী। তিনি হলেন ইবনে আবু কায়েস অথবা মুহাম্মাদ ইবনে হাস্‌সান এবং তার হাদীস ত্যাগ করা হয়েছে। মুআবিয়া ইবনে সালেহ (র) এ হাদীস রবীআ ইবনে ইয়াযীদ-আবু ইদরীস আল-খাওলানী-আবু উমারা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٤٨٠- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْاِثْمِ .

৩৪৮০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা অবশ্যই রাতের (নফল) ইবাদত করবে। কেননা তা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণদের অভ্যাস ও ঐতিহ্য, তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপের প্রতিবন্ধক (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস আবু ইদরীস-বিলাল (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪

(এই উম্মাতের বয়সসীমা)।

٣٤٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْمَارُ اُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَّجُوْزُ ذٰلِكَ .

৩৪৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের স্বাভাবিক বয়স ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে এবং তাদের অল্প সংখ্যকই এই বয়সসীমা অতিক্রম করবে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাসান। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫

(একটি দোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের)।

٣٤٨٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الْحُفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلِيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْا يَقُوْلُ رَبِّ اَعِنِّيْ وَلاَ تعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدٰى وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّاراً لَكَ ذَكَّاراً لَكَ رَهَابًا لَكَ مُطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ .

৩৪৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন এবং বলতেন ঃ "হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সাহায্য করো না, আমাকে সহযোগিতা কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না, আমার জন্য কৌশল এঁটে দাও এবং আমার বিরুদ্ধে কৌশল এঁটো না, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমার জন্য হেদায়াতের পথ সহজতর কর এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে প্রভু! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা কর, তোমার জন্য অনেক যিকিরকারী, তোমাকে অধিক ভয়কারী, তোমার অধিক আনুগত্যকারী, তোমার নিকট অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী কর। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল কর, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে-মুছে ফেল, আমার দোয়া কবুল কর, আমার দলীল-প্রমাণ বহাল কর, আমার যবানকে সোজা রাখ, আমার অন্তরকে হেদায়াত দান কর এবং আমার বক্ষ থেকে সমস্ত হিংসা দূরীভূত কর" (ই,দা,না,হা)।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-মুহাম্মাদ ইবনে বিশর আল-আবদী-সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬

(যুলুমকারীকে বদদোয়া করলে)।

٣٤٨٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَعَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدْ انْتَصَرَ .

৩৪৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক তার প্রতি যুলুমকারীকে বদদোয়া করল সে প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবু হামযার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। কতক বিশেষজ্ঞ আলেম আবু হামযার স্মরণ শক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি হলেন মাইমূন আল-আওয়ার। কুতাইবা-হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আর-রুয়াসী-আবুল আহ্ওয়াস-আবু হামযা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭

(একটি দোয়া দশবার পড়ার সওয়াব)।

٣٤٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِىُّ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ] كَانَتْ لَهُ عِدْلُ اَرْبَعَ رِقَابٍ مِّنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ .

৩৪৮৪। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশবার বলে,

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী", সে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের [অর্থাৎ কুরাইশ বংশের] দশজন গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবু আইউব (রা) থেকে মওকুফরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮

(উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা ও জুওয়াইরিয়াকে শিখানো দোয়া)।

٣٤٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيَّ اَرْبَعَةُ الاَفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا قَالَ لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهٰذِهِ اَلاَ اُعَلِّمُكِ بِاَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ فَقُلْتُ بَلٰى عَلِّمْنِيْ فَقَالَ قُوْلِيْ [سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ] .

৩৪৮৫। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, তখন আমার সামনে চার হাজার খেজুরের বিচি ছিল, যার দ্বারা আমি তাসবীহ পড়ে থাকি। তিনি বলেন ঃ তুমি কি এগুলো দিয়ে তাসবীহ গণনা করেছ? আমি কি তোমাকে এমন তাসবীহ শিখাব না যা সওয়াবের দিক থেকে এর চেয়ে অধিক হবে? আমি বললাম, হাঁ আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি বল, "মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের সমপরিমাণ পবিত্র" (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা সাফিয়্যা (রা)-র এ হাদীস আমরা কেবল হাশিম ইবনে সাঈদ আল-কূফীর সূত্রে জানতে পেরেছি। এর সনদ তেমন প্রসিদ্ধ নয়। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا مَا زِلْتِ عَلٰى حَالِكِ قَالَتْ

نَعَمْ فَقَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهَا [سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ] .

৩৪৮৬। উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি তার (ঘরে) তার নামাযের স্থানে ছিলেন। পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দ্বিপ্রহরে তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন এবং তাকে বলেন ঃ তুমি কি তখন থেকে এই অবস্থায় আছ? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না যা তুমি বলবে? "আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ মহাপবিত্র" (৩ বার), "আল্লাহ তাঁর সত্তার সন্তোষ মোতাবেক মহাপবিত্র" [৩ বার], "আল্লাহ তাঁর আরশের ওজনের সমান মহাপবিত্র" (৩ বার), "আল্লাহ তাঁর কালামের সমপরিমাণ মহাপবিত্র" (তিন বার) (ই,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান হলেন তালহা পরিবারের মুক্তদাস। তিনি একজন প্রবীণ শায়খ, মদীনার বাসিন্দা এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। আল-মাসউদী ও সুফিয়ান সাওরীও তাঁর সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯

(হাত তুলে দোয়া করলে আল্লাহ সেই হস্তদ্বয় খালি ফিরান না)।

٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ قَالَ اَنْبَانَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ صَاحِبُ الْاَنْمَاطِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ .

৩৪৮৭। সালমান আল-ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি

তাঁর দরবারে তার দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে); তখন তিনি তার হাত দু'খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন (ই.দা.বা.হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মরফূরূপে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০

(তাশাহ্হুদে এক আঙ্গুলে ইশারা করবে)।

٣٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُوْ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحِّدْ أَحِّدْ .

৩৪৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুই আঙ্গুলে (ইশারা করে) দোয়া করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি দ্বারা একটি দ্বারা (বা.না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসের মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি দোয়ার মধ্যে (নামাযের তাশাহহুদে) দুই আঙ্গুলে নয়, বরং এক আঙ্গুলে ইশারা করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২১

দোয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস।

٣٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْأَوَّلِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ سَلُوْا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ .

৩৪৮৯। মুআয ইবনে রিফাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়ালেন, অতঃপর কেঁদে দিলেন। তিনি বলেন, (হিজরতের) প্রথম বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মিম্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদেন, অতঃপর বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর কাছে

ক্ষমা, শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। কেননা ঈমান আনার পর তোমাদের কাউকে শান্তি ও নিরাপত্তার চেয়ে অধিক উত্তম আর কিছুই দেয়া হয়নি (আ,ই,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সনদসূত্রে আবু বাক্‌র (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২

(যে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে গুনাহমুক্ত হল)।

٣٤٩٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْ نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلًى لِاَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

৩৪৯০। আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে (গুনাহ থেকে) সে গুনাহর উপর অবিচল থাকেনি, যদিও সে দৈনিক সত্তরবার গুনাহ করে থাকে (দা)।[১০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবু নুসাইরার সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ হাদীসের সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়।

(নতুন পোশাক পরিধানের দোয়া)

٣٤٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا الْاَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ] ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهٖ

---

১০. যে ব্যক্তি গুনাহ্ করার পর লজ্জিত হয়ে তওবা ও ইসতিগ্‌ফার করেছে, সে গুনাহ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে তওবা করে না তার সম্পর্কে বলা যায়, সে বাড়াবাড়ি করছে। প্রকৃতপক্ষে বান্দা সর্বদা গুনাহমুক্ত থাকতে পারে না। তাই তওবা না করাটাই অন্যায়। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কোন গুনাহ করেনি। এখানে তওবার ফযীলাত বর্ণিত হয়েছে (অনু.)।

عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ ! ثُمَّ عَمِدَ اِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ اَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهٖ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ وَفِيْ حِفْظِ اللّٰهِ وَفِيْ سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا .

৩৪৯১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একখানা নতুন কাপড় পরিধান করেন এবং বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করেছি এবং আমার জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।" অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় (পোশাক) পরিধান করে বলে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করেছি এবং আমার জীবনকে (দৈহিক সৌষ্ঠব) সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি", অতঃপর নিজের পরিধেয় পুরাতন কাপড়খানা দান করে, সে জীবনে ও মরণে আল্লাহ্র আশ্রয়ে, আল্লাহ্র হেফাজতে এবং আল্লাহ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অবস্থান করে (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব (র) উবাইদুল্লাহ্ ইবনে যাহ্র-আলী ইবনে ইয়াযীদ-কাসিম-আবু উমামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(সর্বোত্তম গানীমাত)।

٣٤٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً وَاَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ مَا رَاَيْنَا بَعْثًا اَسْرَعَ رَجْعَةً وَّلاَ اَفْضَلَ غَنِيْمَةً مِّنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى قَوْمٍ اَفْضَلَ غَنِيْمَةً وَاَسْرَعَ رَجْعَةً قَوْمٌ شَهِدُوْا صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاُولٰئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَّاَفْضَلُ غَنِيْمَةً .

৩৪৯২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গানীমাতের সম্পদ লাভ করে এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে। তাদের সাথে যায়নি এমন

এক লোক বলল, অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে উত্তম গানীমাত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোন সৈন্যদলকে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে দেখিনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গানীমাত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়, (নামায শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত (জায়নামাযে) বসে আল্লাহ্র যিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গানীমাতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আর হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ এবং তিনি হলেন আবু ইবরাহীম আল-আনসারী আল-মাদীনী। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

(উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা)।

٣٤٩٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَاْذَنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ فَقَالَ اَىْ اُخَىَّ اَشْرِكْنَا فِىْ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا .

৩৪৯৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে স্নেহের ভাই! তোমার দোয়ায় আমাদেরকেও শরীক করবে এবং আমাদেরকে ভুলে যেও না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

(ঋণমুক্তির দোয়া)।

٣٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ فَاَعِنِّىْ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ (صَبِيْرٍ)

دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ قَالَ قُلْ [اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ] .

৩৪৯৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একটি চুক্তিবদ্ধ দাস তার কাছে এসে বলে, আমি আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধে অপরাগ হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! তোমার হালাল দ্বারা আমাকে তোমার হারাম থেকে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ভিন্ন অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে স্বনির্ভর কর" (বা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَجَلِىْ قَدْ حَضَرَ فَارْحَمْنِىْ وَاِنْ كَانَ مُتَاَخِّرًا فَارْفَعْنِىْ وَاِنْ كَانَ بَلاَءً فَصَبِّرْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَاَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ اَوْ اشْفِهِ شُعْبَةُ الشَّاكُّ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِىْ بَعْدُ .

৩৪৯৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ (রোগাক্রান্ত) ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন এবং তখন আমি বলছিলাম ঃ "হে আল্লাহ! যদি আমার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়ে থাকে তবে আমাকে অনুগ্রহ কর, তাতে যদি বিলম্ব থাকে তবে আমাকে উঠিয়ে দাও (সুস্থ কর), আর যদি বিপদের পরীক্ষায় ফেল তাহলে ধৈর্য দান কর"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি কিভাবে বললে? তিনি তার কথার পুনরাবৃত্তি করে তাঁকে শুনান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা দিয়ে তাকে আঘাত করেন এবং বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তাকে আরোগ্য দান কর, তাকে নিরাময় দান কর"। শোবার সন্দেহ (তার উর্দ্ধতন রাবী কোনটি বলেছেন)। আলী (রা) বলেন, এরপর আমি আরোগ্য লাভ করি (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

(রোগীকে দেখতে গিয়ে যে দোয়া পড়বে)।

٣٤٩٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا عَادَ مَرِيْضًا قَالَ [اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا] .

৩৪৯৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন ঃ "হে মানুষের প্রভু! তুমি আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্যদানই হল আসল আরগ্য। তুমি এমনভাবে আরগ্য দান কর যাতে কোন রোগই অবশিষ্ট না থাকে"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান (এটি আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩

বেতের নামাযের দোয়া।

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ وِتْرِهٖ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ] .

৩৪৯৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেতেরের নামাযে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার ক্ষমা ও অনুকম্পার উসীলায় তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তোমার সত্তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না, তুমি তোমার স্বীয় প্রশংসার অনুরূপ (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস উপরোক্ত সূত্রে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪

নবী (সা) প্রতি নামাযের পর যে দোয়া দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٣٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالاَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلٰوةِ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ] .

৩৪৯৮। মুসআব ইবনে সাদ ও আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) নিম্নোক্ত বাক্যগুলো তাঁর সন্তানদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেরূপভাবে মক্তবে শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষা দেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এগুলো দ্বারা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট অতি বার্ধক্যে পৌঁছার বয়স থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার নিকট দুনিয়ার কলহ-বিবাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই" (বু,না)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দারিমী বলেন, আবু ইসহাক আল-হামদানী এ হাদীসে (সনদে) কিছুটা গড়মিল করে ফেলেছেন। তিনি কখনো বলেন, আমর ইবনে মাইমূন (র)-উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে, আবার কখনো অন্যের থেকে বর্ণনা করেন। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে সহীহ।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِمْرَاَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةٌ اَوْ قَالَ حَصَاةٌ تُسَبِّحُ بِهَا فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ [سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ

فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ] .

৩৪৯৯। আইশা বিন্‌তে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক মহিলার ঘরে প্রবেশ করেন, যার সম্মুখে ছিল খেজুরের অনেকগুলো বিচি অথবা নুড়ি পাথর, যার সাহায্যে সে তাস্‌বীহ পড়ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়েও সহজ ও উত্তম পন্থা সম্পর্কে অবহিত করব না? "আল্লাহ মহাপবিত্র আসমানে তাঁর মাখলূকাতের সমসংখ্যক, আল্লাহ মহাপবিত্র পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্ট মাখলূকাতের সমসংখ্যক, আল্লাহ মহাপবিত্র এতদুভয়ের মধ্যকার সৃষ্টির সমসংখ্যক, আল্লাহ মহাপবিত্র তিনি যে সকল মাখলূক সৃষ্টি করবেন তার সমসংখ্যক, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ মহান, অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, অনুরূপ সংখ্যকবার আল্লাহ ব্যতীত কল্যাণ করার বা ক্ষতিসাধনের আর কোন শক্তি নাই" (ই,দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সাদ (রা)-র হাদীস হিসাবে গরীব।

٣٥٠٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَكِيْمٍ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ الاَّ مُنَادٍ يُنَادِىْ سَبِّحُوْا (سُبْحَانَ اللّٰهِ) الْمَلِكَ الْقُدُّوْسَ .

৩৫০০। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনীত হলে একজন ঘোষক ডেকে বলেন,"তোমরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহা পবিত্র আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ পাঠ কর (আল্লাহ মহাপবিত্র ও মহিমাময়)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫

মুখস্তশক্তি বৃদ্ধির দোয়া।

٣٥٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ تَفَلَّتَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ مِنْ صَدْرِيْ فَمَا اَجِدُنِيْ اَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا الْحَسَنِ اَفَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِيْ صَدْرِكَ قَالَ اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلِّمْنِيْ قَالَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَقُوْمَ فِيْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُوْدَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيْهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قَالَ اَخِيْ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِبَنِيْهِ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيْ يَقُوْلُ حَتّٰى تَاْتِيْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِيْ وَسَطِهَا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِيْ اَوَّلِهَا فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةَ يٰسٓ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحٰمٓ اَلدُّخَانِ وَفِيْ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالٓمٓ تَنْزِيْلِ السَّجْدَةَ وَفِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ (اَلْمُلْكُ) فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَاَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللّٰهِ وَصَلِّ عَلَيَّ وَاَحْسِنْ وَعَلٰى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاِخْوَانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْكَ بِالْاِيْمَانِ ثُمَّ قُلْ فِيْ اٰخِرِ ذٰلِكَ [اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَداً مَّا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَالاَ يَعْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لاَ تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلاَلِكَ وَنُوْرِ وَجهِكَ اَن تُلْزِمَ قَلْبِى حفظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمتَنِى وَارْزُقنِى اَن اَقراَهُ (اَتلُوَهُ) عَلَى النَّحوِ الَّذِى يُرضِيكَ عَنِّى اَللّٰهُمَّ بَدِيعُ السَّموَاتِ وَالاَرضِ ذَا الجَلاَلِ وَالاِكرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتِى لاَ تُرَامُ اَسأَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحمنُ بِجَلاَلِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِيْ وَاَنْ

تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِيْ وَاَنْ تَفْرِجَ بِهِ عَنْ قَلْبِيْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِيْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِيْ فَانَّهُ لاَ يُعِيْنُنِيْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيْهِ الاَّ اَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ] يَا اَبَا الْحَسَنِ تَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا تُجَبْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَاَ مُؤْمِنًا قَطُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللّٰهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ الاَّ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ فِيْمَا خَلاَ لاَ اٰخُذُ الاَّ اَرْبَعَ اٰيَاتٍ وَنَحْوَهُنَّ فَاِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلٰى نَفْسِيْ تَفَلَّتْنَ وَاَنَا اَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً وَنَحْوَهَا فَلَمَّا (فَاِذَا) قَرَأْتُهَا عَلٰى نَفْسِيْ فَكَاَنَّمَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ وَلَقَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ الْحَدِيْثَ فَاِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتْ وَاَنَا الْيَوْمَ اَسْمَعُ الْاَحَادِيْثَ فَاِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَم اَخْرِمْ مِنْهَا (بِهَا) حَرْفًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ مُؤْمِنٌ وَّرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا اَبَا الْحَسَنِ .

৩৫০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এসে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! এই কুরআন আমার অন্তর থেকে বেরিয়ে যায় (স্মরণ থাকে না)। আমি তা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আবুল হাসান! আমি কি তোমাকে এমন কথা শিখাব না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন, তুমি যাকে তা শিখাবে তাকেও উপকৃত করবেন এবং যা তুমি শিখবে তাও তোমার দিলের মধ্যে বদ্ধমূল থাকবে? তিনি বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেনঃ জুমুআর রাত এলে পর তোমার পক্ষে সম্ভব হলে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে (নামাযে) দাঁড়িয়ে যাও। এ সময় আল্লাহ্র ফেরেশতা উপস্থিত হয় এবং তখন দোয়া কবুল হয়। আমার ভাই ইয়াকূব আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদের বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য আমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। অবশেষে তিনি জুমুআর রাতেই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যদি তুমি (তখন নামায পড়তে) সক্ষম না হও তাহলে মধ্য রাতে দাঁড়াও এবং তখনও সম্ভব না হলে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে দাঁড়াও এবং চার রাকআত

(নফল) নামায পড়। প্রথম রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা হা-মীম আদ-দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদা এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা তাবারাকা আল-মুফাস্সাল (সূরা আল-মুল্ক) পড়বে। তুমি তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে এবং উত্তমরূপে তাঁর গুণগান করবে, অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে এবং সকল নবী-রাসূলের প্রতি উত্তমরূপে দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে, অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য এবং তোমার যে সকল ভাই ঈমানের সাথে তোমার পূর্বে মারা গেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সবশেষে তুমি বলবে ঃ

"হে আল্লাহ! পাপাচার ত্যাগ করতে আমাকে অনুগ্রহ কর যাবত তুমি আমাকে জীবিত রাখ, আমার প্রতি দয়া কর যেন আমি নিষ্ফল আচরণে লিপ্ত না হই এবং তোমার পছন্দনীয় বিষয়ে আমাকে উত্তমরূপে চিন্তা করার তৌফীক দাও। হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যার আকাংখা করা যায় না, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ, হে রহমান, তোমার অসীম মহত্ব ও চেহারার নূরের উসীলায় আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি তোমার কিতাবের উসীলায় আমার চক্ষুকে উজ্জ্বল করে দাও, তা দ্বারা আমার যবান (জিহ্বা) খুলে দাও এবং তা দ্বারা আমার অন্তরকে উন্মুক্ত কর, আর তা দ্বারা আমার বক্ষকে প্রশস্ত কর, আমার দেহটিকে তা দ্বারা ধৌত কর। সত্যের উপর তুমি ব্যতীত আর কেউই আমার সাহায্য করতে পারে না এবং তুমি ছাড়া কেউই আমাকে তা দিতে পারে না। সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের আর কোন শক্তি নেই।"

হে আবুল হাসান! তুমি তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমুআ পর্যন্ত এ আমল করতে থাক। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমার দোয়া কবুল হবে। সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! কোন মুমিনই (এ দোয়া পড়ে) কখনও বঞ্চিত হবে না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আলী (রা) পাঁচ অথবা সাত জুমুআ পর্যন্ত এই আমল করে একদিন অনুরূপ এক মজলিসে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আগে আমি চার আয়াত পাঠ করতাম আর তা আমার অন্তর থেকে চলে যেত। আর এখন আমি চল্লিশ আয়াত অথবা অনুরূপ পরিমাণ মুখস্ত করে যখন পাঠ করি তখন মনে হয় যেন আল্লাহ্র কিতাব আমার চোখের সম্মুখে খোলা রয়েছে। অনুরূপভাবে আমি হাদীস শুনতাম এবং পরে তা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে দেখতাম যে, তা আমার অন্তর থেকে চলে গেছে। আর এখন আমি হাদীসসমূহ শুনি এবং পরে তার পুনরাবৃত্তি করি

এবং তা থেকে একটি শব্দও বাদ পড়ে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে হাসানের পিতা, কাবার প্রভুর শপথ! নিশ্চয় তুমি একজন মুমিন (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ওলীদ ইবনে মুসলিমের রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল আমরা এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬
সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদির জন্য প্রতিক্ষা করা সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٥٠٢- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْاَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ .

৩৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট কিছু পাওয়ার প্রার্থনাকে ভালোবাসেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হল দোয়া কবুল হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকা (ই,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে জাফরের রিওয়ায়াত হিসাবেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। তিনি আল-খাতমী নন।

٣٥٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ] وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

৩৫০৩। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা, অক্ষমতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই"। একই সনদসূত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "বার্ধক্য ও কবরের আযাব থেকেও" আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

(দোয়ায় বিপদ দূর হয়)।

٣٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوا اللّٰهَ تَعَالٰى بِدَعْوَةٍ الاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا اَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا ما لَمْ يَدْعُ بِمَأْثَمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اِذاً نُكْثِرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْثَرَ .

৩৫০৪। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পৃথিবীর বুকে যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কিছুর জন্য দোয়া করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন অথবা তার থেকে অনুরূপ পরিমাণ ক্ষতি সরিয়ে দেন, যাবৎ না সে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য অথবা আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে। উপস্থিত লোকদের একজন বলল, তাহলে আমরা খুব বেশী বেশী দোয়া করতে পারি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও অধিক কবুলকারী (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব এবং উপরোক্ত সূত্রে সহীহ। ইবনে সাওবান হলেন আবদুর রহমান ইবনে সাবিত ইবনে সাওবান আল-আবেদ আশ-শামী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭

(রাতে শোয়ার সময় যে দোয়া পড়বে)।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ [اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ] فَاِنْ مُتَّ فِىْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَّدْتُهُنَّ لِاَسْتَذْكِرَهُ فَقُلْتُ اٰمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَقَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ .

৩৫০৫। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি শোয়ার জন্য বিছানায় যেতে চাও তখন তোমার নামাযের উযূর ন্যায় উযূ কর, তারপর তোমার ডান কাতে শয়ন কর, অতঃপর বলঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল তোমার সমীপে সমর্পণ করলাম, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আশা ও ভয় সহকারে তোমাকে আমার পৃষ্ঠপোষক বানালাম, তোমার থেকে (পালিয়ে) আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ছাড়া আর কোন স্থান নাই। আমি ঈমান আনলাম তোমার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত নবীর উপর।" অতঃপর তুমি যদি ঐ রাতে মারা যাও, তাহলে ফিতরাতের (ইসলামের) উপরই মৃত্যুবরণ করবে। রাবী বলেন, আমি এ দোয়ার বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম যাতে তা আমার মুখস্ত হয়ে যায়। আমি তাতে যোগ করলাম, আমি তোমার প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি বল, "আমি তোমার প্রেরিত নবীর উপর ঈমান আনলাম" (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আল-বারাআ (রা)-র সূত্রে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে উযূর উল্লেখ আছে বলে আমরা জানি না।

(সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়বে)।

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ لَيْلَةٍ مَّطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ لَنَا قَالَ فَاَدْرَكْتُهُ فَقَالَ قُلْ فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِىْ وَتُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

৩৫০৬। আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদের নামায পড়ানোর জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হলাম। আমি তাঁর সাক্ষাত পেলে তিনি বলেন ঃ বল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বলেন ঃ বল। এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বলেন, বল। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি বলব? তিনি বলেন ঃ তুমি প্রতি দিন বিকালে ও সকালে

উপনীত হয়ে তিনবার করে সূরা কুল হুআল্লাহু আহাদ (সূরা আল-ইখলাস) ও আল-মুআওবিযাতাইন (সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস) পড়বে, তা প্রতিটি ব্যাপারে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আবু সাঈদ আল-বাররাদ হলেন উসাইদ ইবনে আবু উসাইদ।

(যে পানাহার করায় তাকে দোয়া করা)।

٣٥٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ فَقَالَ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ أُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَاْكُلُهُ وَيُلْقِى النَّوٰى بِاِصْبَعَيْهِ جَمَعَ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ ظَنِّىْ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَاَلْقَى النَّوٰى بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ فَقَالَ اَبِىْ وَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ لَنَا فَقَالَ [اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ] .

৩৫০৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার কাছে এলেন। আমরা তাঁর জন্য খাদ্য পরিবেশন করলে তিনি তা আহার করেন। অতঃপর খেজুর আনা হলে তিনি তা খেতে থাকলেন এবং দুই আঙ্গুল দ্বারা খেজুরের বিচি ফেলে দিতে লাগলেন। শোবা বলেন, এটা আমার ধারণা, ইন্‌শা আল্লাহ এটাই সঠিক। অতঃপর পানীয় দ্রব্য আনা হলে তিনি তা পান করেন, অতঃপর পানপাত্র তাঁর ডান পাশের লোককে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) বলেন, অতঃপর আমার পিতা তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে বলেন, আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! তাদের যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দান কর, তাদেরকে মাফ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর" (মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ يَسَارٍ

بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ [اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ] غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ .

৩৫০৮। যায়েদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাই যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করি", আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

(মহানবী (সা)-এর উসীলায় দোয়া করা)।

٣٥٠٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُعَافِيَنِيْ قَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّاَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ وَيَدْعُوْا بِهٰذَا الدُّعَاءِ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِيْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ] .

৩৫০৯। উসমান ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনি বলেনঃ তুমি চাইলে আমি দোয়া করব, আর তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পার, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম। সে বলল, তাঁর কাছে দোয়া করুন। রাবী বলেন, তিনি তাকে উত্তমরূপে উযূ করার আদেশ করেন এবং এই দোয়া করতে বলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার প্রতি মুতাওজ্জাহ হই তোমার নবী, দয়ার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায়। আমি তোমার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, আমি তোমার উসীলায় আমার প্রভুর দিকে মুতাওজ্জাহ হলাম আমার

এই প্রয়োজনে, যাতে তুমি আমার এ প্রয়োজন পর্ণ করে দাও। হে আল্লাহ! আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল কর" (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। কেননা হাদীসটি আবু জাফরের বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা অবহিত নই। এই আবু জাফর আল-খাতমী নন।

٣٥١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنِىْ مَعْنٌ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَّذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ .

৩৫১০। আবু উমামা (রা) বলেন, আমর ইবনে আবাসা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শেষ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। অতএব যারা এ সময় আল্লাহ্‌র যিকির করে (নামায পড়ে ও দোয়া করে), তুমি সক্ষম হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (হা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٥١١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِىْ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا دَوْسٍ الْيَحْصَبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عَائِذٍ الْيَحْصَبِىِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدِىْ كُلَّ عَبْدِىَ الَّذِىْ يَذْكُرُنِىْ وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ يَعْنِىْ عِنْدَ الْقِتَالِ .

৩৫১১। উমারা ইবনে যাকারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন ঃ আমার পূর্ণ বান্দা সেই ব্যক্তি যে তার প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমাকে স্মরণ করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এর সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮
“লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” পড়ার ফযীলাত।

٣٥١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ زَاذَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ دَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَخْدِمُهُ قَالَ فَمَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَضَرَبَنِىْ بِرِجْلِهٖ وَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ [لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] .

৩৫১২। কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের জন্য তাঁর নিকট অর্পণ করেন। তিনি বলেন, আমি নামাযরত থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি নিজের পা দ্বারা আমাকে আঘাত (ইংগিত) করে বলেনঃ আমি কি তোমাকে বেহেশতের দ্বারসমূহের মধ্যকার একটি দ্বার সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” (আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নেই) (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

٣٥١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ هَانِئَ بْنَ عُثْمَانَ عَنْ اُمِّهٖ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ قَالَتْ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلاَ تَغْفَلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ .

৩৫১৩। উম্মু ইয়াসার ইউসাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন হিজরত-কারিনী মহিলাদের একজন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই তাস্‌বীহ (সুব্‌হানাল্লাহ), তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকদীস (সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ অথবা সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস) আঙ্গুলের গিরায় গুনে গুনে পড়বে।

কেননা কিয়ামতের দিন এগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা রহমাত (অনুগ্রহের কারণ) সম্পর্কে উদাসীন থেকো না এবং তা ভুলে যেও না (আ, দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি হানী ইবনে উসমানের বর্ণনা থেকেই অবহিত হয়েছি। মুহাম্মাদ ইবনে রাবীআ (র) এ হাদীস হানী ইবনে উসমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا غَزَى قَالَ [اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ وَبِكَ اُقَاتِلُ].

৩৫১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করার সময় বলতেনঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুবল, তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং তোমার সহায়তায় আমি যুদ্ধ করি" (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٥١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ [لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ].

৩৫১৫। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আরাফাতের দিনের দোয়াই উত্তম দোয়া। আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছিলেন তাই উত্তম কথা ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ এবং তিনি আবু ইবরাহীম আল-আনসারী আল-মাদীনী। তিনি মুহাদ্দিসগণের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯

(উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিখানো দোয়া)।

٣٥١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيِّ عَنْ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْ [اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلاَنِيَّتِيْ وَاجْعَلْ عَلاَنِيَّتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَلاَ الْمُضِلِّ].

৩৫১৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (দোয়া) শিখিয়ে বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমার বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে আমার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে অধিক উত্তম কর এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাকেও উত্তম কর। হে আল্লাহ! তুমি মানুষকে যে ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দান করে থাক, তাতে আমাকে উত্তমগুলোই দান কর, যারা পথভ্রষ্ট নয় এবং পথভ্রষ্টকারীও নয়।"

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং এর সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০

(হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী)।

٣٥١٧- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ وَبَسَطَ السَّبَّابَةَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ .

৩৫১৭। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তিনি তার বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখেন এবং তর্জনী উত্তোলন করে অবশিষ্ট

আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রেখে বলেন ঃ "হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সনদসূত্রে গরীব।

(ব্যথা উপশমের দোয়া)।

٣٥١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَرِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ قَالَ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِيْ ثُمَّ قُلْ [بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْ وَجَعِيْ هٰذَا] ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ اَعِدْ ذٰلِكَ وِتْرًا فَاِنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِذٰلِكَ .

৩৫১৮। মুহাম্মাদ ইবনে সালেম (র) বলেন, সাবিত আল-বুনানী (র) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার কোন অঙ্গে ব্যথা হলে তুমি ব্যথার স্থানে তোমার হাত রেখে বলঃ "আল্লাহ্‌র নামে, আমি আল্লাহ্‌র অসীম সম্মান ও তাঁর বিরাট ক্ষমতার উসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। অতঃপর তুমি তোমার হাত তুলে নাও, পরে আবার ঐ নিয়মে বেজোড় সংখ্যায় উক্ত দোয়া পড়। কেননা আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ দোয়া বর্ণনা করেছেন (হা)।[১১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে উক্ত সনদসূত্রে গরীব।

٣٥١٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْاَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهَا اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُوْلِيْ [اَللّٰهُمَّ هٰذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاسْتِدْبَارُ (اِدْبَارُ) نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ وَحُضُوْرُ صَلَوَاتِكَ اَسْاَلُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ] .

৩৫১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ তুমি পড়

১১. চতুর্থ খণ্ডে ২০৩০ নম্বর হাদীসও দ্র. (সম্পা.)।

“হে আল্লাহ! এটা তোমার রাত আসার, তোমার দিন প্রস্থানের, তোমার দিকে আহ্বানকারীর (মুয়াজ্জিনের) আওয়াজ দেয়ার এবং তোমার নামাযে উপস্থিত হওয়ার সময়। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে মাফ করে দাও” (দা,বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা এ হাদীস কেবল উপরোক্ত সনদে জানতে পেরেছি। হাফসা বিনতে আবু কাসীর ও তার পিতা সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

٣٥٢٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ قَاسِمٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِيَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .

৩৫২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা নিষ্ঠার সাথে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বললে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। ফলে উক্ত কলেমা আরশে আজীম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাবত সে কবীরা গুনাহ্ পরিহার করে” (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٥٢١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ [اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلاَقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ] .

৩৫২১। যিয়াদ ইবনে ইলাকা (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গর্হিত চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাই” (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। যিয়াদ ইবনে ইলাকার চাচার নাম কুতবা ইবনে মালেক (রা) এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী।

٣٥٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ [اَللّٰهُ

اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً] فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৫২২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, "আল্লাহ মহান, অতি মহান, আল্লাহ্র জন্য অনেক অনেক প্রশংসা এবং আমি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কে এই এই কথা বলেছে? উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, আমি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন ঃ এ দোয়ায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হয়েছি। এ বাক্যগুলোর জন্য আসমানের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ কথা শুনার পর থেকে কখনো তা পড়া ত্যাগ করিনি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান এবং উপরোক্ত সনদসূত্রে সহীহ (ভিন্ন পাঠে গরীব)। হাজ্জাজ ইবনে আবু উসমান হলেন হাজ্জাজ ইবনে মাইসারা আস-সাওওয়াফ এবং তার উপনাম আবুস সালত। তিনি হাদীস বিশারদের মতে নির্ভরযোগ্য ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১

যে কথাটি আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়।

٣٥٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَسْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَهُ اَوْ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ عَادَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْكَلَامِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ مَا اصْطَفَاهُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ [سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ].

৩৫২৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যান অথবা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে দেখতে যান। আবু যার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। কোন কথা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ যে বাক্যটি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পছন্দ করেছেন ঃ "সুবহানা রব্বী ওয়া বিহামদিহী সুবহানা রব্বী ওয়া বিহামদিহী" (আমার প্রতিপালক অতীব পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, আমার প্রতিপালক অতীব পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য) (আ,না,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

(আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া কবুল হয়)।

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِيْ اَيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ قَالُوْا فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

৩৫২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না (অর্থাৎ কবুল হয়)। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন আমরা কি বলব? তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল ইয়ামানের বর্ণনায় আছে ঃ قَالُوْا فَمَاذَا نَقُوْلُ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ "লোকেরা বলল, আমরা তখন কি বলব? তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও স্বস্তি কামনা কর"।

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ اَحْمَدَ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

৩৫২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, আবু ইসহাক আল-হামদানী এ হাদীস বুরাইদ ইবনে আবু মরিয়ম আল-কূফী-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২

(যে সকল লোক আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকে)।

٣٥٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ قَالَ الْمُسْتَهْتِرُوْنَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا .

৩৫২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হালকা-পাতলা লোকেরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হালকা-পাতলা লোক কারা? তিনি বলেনঃ যে সকল লোক আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকে এবং আল্লাহ্‌র যিকির (স্মরণ) তাদের (পাপের) ভারী বোঝাটি তাদের থেকে অপসারণ করে। ফলে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে হালকা বোঝা নিয়েই উপস্থিত হবে (মু, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٥٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَقُوْلَ [سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ] اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

৩৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ্ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (আল্লাহ অতীব পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান) বলা আমার নিকট যে সব জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয় তার থেকে অধিক প্রিয় (মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ اَبِىْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مُدِلَّةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُم اَلصَّائِمُ حِيْنَ (حَتّٰى) يُفْطِرُ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ

يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ .

৩৫২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোকের দোয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। রোযাদার যখন ইফতার করে (তখন তার দোয়া), ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দোয়া। আল্লাহ তাআলা তার দোয়া মেঘমালার উপরে (আসমানে) তুলে নেন এবং এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। রব্বুল আলামীন বলেন ঃ আমার মর্যাদার শপথ! আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব কিছু বিলম্বে হলেও (মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সাদান আল-কুম্মী হলেন সাদান ইবনে বিশর। ঈসা ইবনে ইউনুস, আবু আসম প্রমুখ প্রবীণ হাদীস বিশারদগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু মুজাহিদ হলেন সাদ আত-তাঈ এবং আবু মুদিল্লাহ হলেন উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা)-র মুক্তদাস। আমরা কেবল এ হাদীসের মাধ্যমেই তার পরিচয় পেয়েছি এবং তার থেকে এ হাদীসটি আরো বিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(উপকারী জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার দোয়া)।

٣٥٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ [اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ] .

৩৫২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আমার জন্য যা উপকারী হবে তা আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার এলেম (জ্ঞান) বর্দ্ধিত কর। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা এবং আমি দোযখীদের অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি" (ই, না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

٣٥٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ فُضُلاً عَنْ كِتَابِ النَّاسِ فَاِذَا وَجَدُوْا اَقْوَامًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيْئُوْنَ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَىُّ شَىْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ يَصْنَعُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ (فَهَلْ) رَاَوْنِىْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ لَكَانُوْا اَشَدَّ تَحْمِيْدًا وَّاَشَدَّ تَمْجِيْدًا وَّاَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا قَالَ فَيَقُوْلُ وَاَىُّ شَىْءٍ يَطْلُبُوْنَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُوْلُ فَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا لَكَانُوْا اَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا قَالَ فَيَقُوْلُ فَمِنْ اَىِّ شَىْءٍ يَّتَعَوَّذُوْنَ قَالُوْا يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لاَ قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا لَكَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَّاَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا وَّاَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا قَالَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ فِيْهِمْ فُلاَنًا الْخَطَّاَ لَمْ يَرِدْهُمْ اِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقٰى لَهُمْ (بِهِمْ) جَلِيْسٌ .

৩৫৩০। আবু হুরায়রা অথবা আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলার আরও কতক ফেরেশতা আছেন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তারা আল্লাহ্‌র যিকিররত লোকদের পেয়ে গেলে পরস্পরকে ডেকে বলেন, তোমরা নিজেদের উদ্দেশ্যে এদিকে চলে এসো। অতএব তারা সেদিকে ছুটে আসেন এবং যিকিররত লোকদের পৃথিবীর নিকটতর আকাশ অবধি পরিবেষ্টন করে রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদের) বলেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি কাজে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদেরকে আপনার

প্রশংসারত, আপনার মর্যাদা বর্ণনারত এবং আপনার যিকিররত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলেন, না। নবী বলেনঃ আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা আমাকে দেখলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার দর্শন লাভ করলে আপনার অনেক বেশী প্রশংসাকারী, অধিক মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী এবং বেশী বেশী যিকিরকারী হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের পুনরায় বলেন, তারা আমার নিকট কি চায়? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত পেতে চায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা তা দেখলে কেমন হত? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতাগণ বলেন, তারা জান্নাত দেখতে পেলে তা পাওয়ার আরও তীব্র প্রার্থনা করত, আরো অধিক আকাংখা করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলেন, তারা দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তা দেখলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, তারা তা দেখলে তা থেকে আরো বেশী পলায়ন করত, আরো অধিক ভয় করত এবং তা থেকে বাঁচার জন্য বেশী বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলেন, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আসেনি, বরং অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা এমন একদল লোক যে, তাদের সঙ্গে উপবেশনকারীও বঞ্চিত হয় না (আ,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ [لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ] فَاِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُوْلٌ فَمَنْ قَالَ [لاَ حَوْلَ وَلاَ

قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ مَنْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ] كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ الضُّرِّ اَدْنَاهُنَّ الْفَقْرُ .

৩৫৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" অধিক বার বল। কেননা তা বেহেশতের রত্নভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। মাকহূল (র) বলেন, যে ব্যক্তি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহে ইল্লা ইলাইহি" পড়ে, আল্লাহ তার থেকে সত্তর প্রকারের বিপদ দূর করেন এবং এগুলোর মধ্যে সাধারণ বা ক্ষুদ্র বিপদ হল দরিদ্রতা (হা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। মাকহূল (র) প্রত্যক্ষভাবে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।

٣٥٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ وَاِنِّىْ اَخْبَاْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ وَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

৩৫৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই একটি দোয়া আছে যা কবুল হয়। আমি আমার উক্ত দোয়া (কিয়ামতের দিন) আমার উম্মাতের শাফাআতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি। সেই দোয়াটি ইনশাআল্লাহ সেই ব্যক্তি পাবে যে আমৃত্যু আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করেনি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٥٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ اقْتَرَبَ اِلَىَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ (اِلَيْهِ) ذِرَاعًا وَاِنْ اقْتَرَبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً .

৩৫৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমাকে যেরূপ ধারণা করে আমি (তার জন্য) তদনুরূপ। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। সুতরাং সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে (ফেরেশতাদের মজলিসে) স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক বাহু অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেটে অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে অগ্রসর হই (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমাশ (র) থেকে "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, তার দিকে আমি এক হাত অগ্রসর হই" শীর্ষক হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, অর্থাৎ তিনি তাঁর ক্ষমা ও দয়া নিয়ে অগ্রসর হন। কতক বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীসের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, হাদীসের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন কোন বান্দা আমার দিকে আনুগত্য সহকারে অগ্রসর হয়, যার আমি নির্দেশ দিয়েছি, তখন আমার ক্ষমা ও আমার অনুগ্রহ তার দিকে দ্রুত ধাবিত হয়।

٣٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৩৫৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি কামনা কর, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট মসীহ দাজ্জালের অনাচার থেকে নিষ্কৃতি চাও, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর (মা, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩

(যে ব্যক্তি তিনবার বলে)।

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ [اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ] لَمْ يَضُرُّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَالَ سُهَيْلٌ فَكَانَ اَهْلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِّنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا .

৩৫৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তিনবার বলে, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর পরিপূর্ণ কালামের উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি, সেই সমস্ত অনিষ্ট থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন", ঐ রাতে কোন বিষ তার ক্ষতি করতে পারবে না। সুহাইল (র) বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা এই দোয়া শিখে তা প্রতি রাতে পাঠ করত। একদা তাদের একটি বালিকা দংশিত হয়, কিন্তু সে তাতে কোন যন্ত্রণা অনুভব করেনি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস সুহাইল ইবনে আবু সালেহ্-তাঁর পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার প্রমুখ এ হাদীস সুহাইল (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে আবু হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৪

(আমাকে অধিক যিকিরকারী ও শোকরকারী বানাও)।

٣٥٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَضَالَةَ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَدَعُهُ [اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ] .

৩৫৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একটি দোয়া আয়ত্ত করেছি, যা আমি কখনও পরিহার করি না ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, তোমাকে অধিক স্মরণকারী, তোমার উপদেশের অনুসারী এবং তোমার ওসিয়াত (নির্দেশ) স্মরণকারী বানাও"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣٥٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوا اللّٰهَ بِدُعَاءٍ الاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ فَامَّا اَنْ يُّعَجَّلَ لَهُ فِى الدُّنْيَا وَاَمَّا اَنْ يُّدَّخَرَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا اَنْ يُّكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوْبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ اَوْ يَسْتَعْجِلْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ قَالَ يَقُوْلُ دَعَوْتُ رَبِّىْ فَمَا اسْتَجَابَ لِىْ .

৩৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন লোক আল্লাহ্‌র কাছে কোন দোয়া করলে তার দোয়া কবুল হয়। হয় সে তড়িৎ দুনিয়াতেই তার ফল পেয়ে যায় অথবা তা তার আখেরাতের পাথেয় হিসাবে সঞ্চিত রাখা হয় অথবা তার দোয়ার সম-পরিমাণ তার গুনাহ বিলুপ্ত করা হয়, যাবত না সে পাপ কাজের কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে অথবা দোয়া কবুলের জন্য তড়িঘড়ি করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তড়িঘড়ি করে কিভাবে? তিনি বলেন ঃ সে বলে, আমি আমার রবের কাছে দোয়া করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার দোয়া কবুল করেননি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٥٣٨- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ اِبْطُهُ يَسْاَلُ اللّٰهَ مَسْاَلَةً الاَّ اٰتَاهَا اِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ عُجْلَتُهُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ سَاَلْتُ وَسَاَلْتُ فَلَمْ اُعْطَ شَيْئًا .

৩৫৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা তার দুই হাত উপরের দিকে প্রসারিত করে, এমনকি তার বগল উন্মুক্ত করে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাকে অবশ্যই তা দেন, যদি না সে তাড়াহুড়া করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার তাড়াহুড়া কিরূপ? তিনি বলেন ঃ সে বলে, আমি তো প্রার্থনা করেছি, আবারও প্রার্থনা করেছি (বারবার প্রার্থনা করেছি), কিন্তু আমাকে কিছুই দান করা হয়নি।

এ হাদীসটি যুহ্‌রী (র) ইবনে আযহারের মুক্তদাস আবু উবাইদ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কারো দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যাবৎ না সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে, আমি দোয়া করলাম কিন্তু কবুল তো হল না!

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৫

(আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ)।

٣٥٣٩- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ سُمَيْرِ بْنِ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ الظَّنِّ بِاللّٰهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللّٰهِ .

৩৫৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণও আল্লাহ্‌র উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত (আ,দা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৬

(সর্বদা কল্যাণকর আকাংখা করবে)।

٣٥٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَنْظُرَنَّ اَحَدُكُمْ مَا الَّذِيْ يَتَمَنّٰى فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ اُمْنِيَّتِهِ .

৩৫৪০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যে, সে কি (পাওয়ার) আকাংখা করছে। কেননা সে অবগত নয় যে, তার আকাংখার ভিত্তিতে তার জন্য কি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে (তাই সর্বদা উত্তম ধারণা ও উত্তম আকাংখা করতে হবে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান (এবং মুরসাল হাদীস)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৭

(আল্লাহ! মৃত্যু পর্যন্ত আমার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অটুট রাখ)।

٣٥٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ

[اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ يَّظْلِمُنِيْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِيْ] .

৩৫৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার কান ও চোখ দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং এ দু'টোকে আমার উত্তরাধিকারী কর (মৃত্যু পর্যন্ত অটুট রাখ), যে ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করে তার বিরুদ্ধে তুমি আমায় সাহায্য কর এবং তার থেকে তুমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর" (হা)।

আবু ঈসা বলেন, উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৮
(এমনকি জুতার ফিতা সংগ্রহের জন্যও আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে)।

٣٥٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْاَشْعَثِ السِّجْزِيُّ حَدَّثَنَا قَطَنٌ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَسْاَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى يَسْاَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ .

৩৫৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রতিটি প্রয়োজন পূরণের জন্য তার রবের কাছে প্রার্থনা করে, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তাও যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। একাধিক রাবী এ হাদীস জাফর ইবনে সুলাইমান-সাবিত আল-বুনানী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে তারা আনাস (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٥٤٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيَسْاَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتّٰى يَسْاَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتّٰى يَسْاَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ .

৩৫৪৩। সাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তার রবের কাছে প্রার্থনা করে, এমনকি তার লবণের জন্যও, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তার জন্যও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি কাতান-জাফর ইবনে সুলাইমান সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

অধ্যায় ঃ ৪৯

اَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা।

٣٥٤٤- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ اَسْلَمَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنْ وُلْدِ اِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ بَنِىْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ بَنِىْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ .

৩৫৪৪। ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামের বংশে ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বেছে নিয়েছেন, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে কিনানা গোত্রকে বেছে নিয়েছেন, কিনানা গোত্র থেকে কুরাইশ বংশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশ বংশ থেকে হাশিম উপগোত্রকে বেছে নিয়েছেন এবং হাশিমের উপগোত্র থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوْا فَتَذَاكَرُوْا اَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوْا مَثَلَكَ مَثَلَ نَخْلَةٍ فِىْ كَبْوَةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ مِنْ (فِىْ) خَيْرِ فِرَقِهِمْ

وَخَيْرَ الْفَرِيْقَيْنِ ثُمَّ خَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِىْ مِنْ (فِىْ) خَيْرِ الْقَبِيْلَةِ ثُمَّ خَيَّرَ الْبُيُوْتَ فَجَعَلَنِىْ مِنْ (فِىْ) خَيْرِ بُيُوْتِهِمْ فَاَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا .

৩৫৪৫। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কুরাইশগণ একত্রে বসে পরস্পর তাদের বংশমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং মাটিতে ময়লার স্তূপের উপরকার খেজুর গাছের সাথে আপনাকে তুলনা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেন এবং আমাকে তাদের সকলের চেয়ে উত্তম গোত্রে সৃষ্টি করেন এবং দুই দলকে তিনি বেছে নেন (ইসহাক ও ইসমাঈল বংশ), অতঃপর গোত্র ও বংশগুলোকে তিনি বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে উত্তম বংশে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি ঘরসমূহ বাছাই করেন এবং আমাকে সেই ঘরগুলোর মধ্যে সবচাইতে উত্তম ঘরে সৃষ্টি করেন। অতএব আমি ব্যক্তিসত্তায় তাদের সকলের চেয়ে উত্তম এবং বংশ-খান্দানেও সবার চাইতে উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস হলেন ইবনে নাওফাল।

٣٥٤٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَاَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالُوْا اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا .

৩৫৪৬। আল-মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। মনে হয় তিনি কিছু (কুরাইশদের মন্তব্য) শুনে এসেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি কে? সাহাবীগণ বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন

এবং তাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা উত্তম লোকদের থেকে আমাকে আবির্ভূত করেন। অতঃপর তিনি তার সৃষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার উত্তম দল থেকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কতক গোত্রে বিভক্ত করেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার উত্তম গোত্র থেকে পয়দা করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কতক পরিবারে বিভক্ত করেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে উত্তম পরিবারে ও উত্তম ব্যক্তি থেকে পয়দা করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সুফিয়ান সাওরী ও ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ সূত্রে এ হাদীস ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ-ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ وَاثِلَةُ بْنُ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ .

৩৫৪৭। ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে কিনানা গোত্রকে বাছাই করেন, কিনানা গোত্র থেকে কুরাইশকে বাছাই করেন, আবার কুরাইশদের থেকে বনূ হাশিমকে বাছাই করেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٥٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ .

৩৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কখন আপনার নবূয়াত অবধারিত হয়েছে? তিনি বলেন ঃ যখন আদ ম আলাইহিস সালামের দেহ ও আত্মা সৃষ্টি হচ্ছিল (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

(আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হব)।

٣٥٤٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّيْ وَلاَ فَخْرَ .

৩৫৪৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দিন লোকদেরকে উত্থিত করা হবে (কবর থেকে কিয়ামতের মাঠে) সেদিন আমিই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশকারী হব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ্র দরবারে একত্র হবে, তখন আমি তাদের ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করব। তারা যখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হবে তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী হব। সে দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রতিপালকের নিকট আদম-সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত, এতে অহংকারের কিছু নেই (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٥٥٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو (عَنِ ابْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عُمَرَ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ عَمْرٍو) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاُكْسَى الْحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اَقُوْمُ عَنْ يَّمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْخَلاَئِقِ يَقُوْمُ ذٰلِكَ الْمَقَامِ غَيْرِىْ .

৩৫৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার জন্য যমীন বিদীর্ণ করা হবে (সকলের আগে আমিই কবর থেকে উত্থিত হব)। অতঃপর আমাকে জান্নাতের

একজোড়া পোশাক পরানো হবে। অতঃপর আমি আরশের ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমি ব্যতীত সৃষ্টিকুলের কেউই উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

(উসীলা হল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর)।

٣٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَعْبٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا اِلاَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ .

৩৫৫১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে উসীলা কামনা কর। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উসীলা কি ? তিনি বলেন ঃ বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তর। কেবল এক ব্যক্তিই তা লাভ করবে। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এর সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়। কাব সুপরিচিত ব্যক্তি নন। লাইস ইবনে আবু সুলাইম ব্যতীত আর কেউ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

٣٥٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلِيْ فِى النَّبِيِّيْنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَحْسَنَهَا وَاَكْمَلَهَا وَاَجْمَلَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِالْبِنَاءِ وَيُعَجَّبُوْنَ مِنْهُ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَاَنَا فِى النَّبِيِّيْنَ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبُهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ .

৩৫৫২। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (পূর্ববর্তী) নবীগণের মধ্যে আমার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে

একটি সুরম্য, পূর্ণাঙ্গ ও সুশোভিত প্রাসাদ নির্মাণ করল, কিন্তু একটি ইটের স্থান পরিত্যক্ত (অসম্পূর্ণ রেখে) দিল। জনতা প্রাসাদটি প্রদক্ষিণ করত এবং তাতে বিস্মিত হয়ে বলত, তার নির্মাতা যদি ঐ ইটের স্থানটি পূর্ণ করত! অতএব আমি নবীগণের মধ্যে সেই ইটের স্থান সমতুল্য। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই হব নবীগণের ইমাম (নেতা), তাঁদের মুখপাত্র এবং তাদের সুপারিশকারী, এতে কোন অহংকার নাই।[১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গীরব।

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِىْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلاَ فَخْرَ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

৩৫৫৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানদের নেতা হব, এতে অহংকার নেই। আমার হাতেই থাকবে হামদের (আল্লাহ্‌র প্রশংসার) পতাকা, এতেও অহংকার নেই। সে দিন আল্লাহ্‌র নবী আদম আলাইহিস সালাম এবং নবীগণের সকলেই আমার পতাকাতলে থাকবেন । সর্বপ্রথম আমার জন্যই যমীনকে বিদীর্ণ করা হবে, এতে কোন গর্ব নেই। এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে (আ,ই)।[২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلوٰةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِىْ اِلاَّ

---

১. বুখারী ও মুসলিমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত (সম্পা.)।

২. হাদীসটি ৩০৮৬ ক্রমিকেও বিস্তারিতভাবে উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ وَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ .

৩৫৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে তখন তার অনুরূপ বলবে, অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি এর বিনিময়ে দশবার অনুগ্রহণ বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে উসীলা প্রার্থনা কর। কেননা উসীলা হল জান্নাতের এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই লাভ করবে। আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য (আমার) শাফাআত অবধারিত হল (দা,না, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এই আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর হলেন কুরাশী ও মিসরবাসী এবং আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর ইবনে নুফাইর হলেন সিরিয়াবাসী।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَهُ قَالَ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ فَسَمِعَ حَدِيْثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيْلاً اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَقَالَ اٰخَرُ مَاذَا بِاَعْجَبَ مِنْ كَلاَمِ مُوْسٰى كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا وَقَالَ اٰخَرُ فَعِيْسٰى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اٰخَرُ اٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَمُوْسٰى نَجِىُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيْسٰى رُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَاٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ وَهُوَ كَذَالِكَ اَلاَ وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ

لِىْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِىْ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَلاَ فَخْرَ .

৩৫৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবী তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। রাবী বলেন, তিনি বের হয়ে তাদের নিকট এসে তাদের কথোপকথন শুনলেন। তাদের কেউ বলেন, আশ্চর্যের বিষয়! আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে (একজনকে) নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছেন। তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছেন। আরেকজন বলেন, এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলঃ মূসা আলাহিস সালামের সাথে তাঁর সরাসরি কথোপকথন। আরেকজন বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র কলেমা ("কুন" (হও) দ্বারা সৃষ্ট) এবং তাঁর দেয়া রূহ। আরেকজন বলেন, আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে এসে তাদেরকে সালাম করে বলেন ঃ আমি তোমাদের আলোচনা ও তোমাদের বিস্ময়ের ব্যাপারটা শুনেছি। নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু, সত্যিই তিনি তাই। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপকারী, সত্যিই তিনি তাই। ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর রূহ ও কলেমা, সত্যিই তিনি তাই। আর আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন, সত্যিই তিনিও তাই। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র হাবীব (প্রিয় বন্ধু), তাতে কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই প্রশংসার পতাকা বহনকারী, এতে কোন গর্ব নেই। কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফাআতই কবুল হবে, তাতেও কোন গর্ব নেই। সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের (দ্বারের) কড়া নাড়ব। সুতরাং আল্লাহ আমার জন্য তার দ্বার খুলে দিবেন, আমাকেই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আমার সাথে দরিদ্র মুমিনগণও, এতেও অহংকারের কিছু নেই। আমি পূর্বাপর সকল লোকের মধ্যে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত, এতেও অহংকারের কিছু নেই (দারে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣٥٥٦- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَوْدُوْدٍ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْمَوْدُوْدٍ قَدْ بَقِىَ فِى الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ .

৩৫৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওরাত কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ-পরিচয় লিখিত আছে এবং তাতে এও লিখিত আছে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম তাঁর পাশেই কবরস্থ হবেন। অধঃস্তন রাবী বলেন, আবু মাওদূদ বলেছেন, ঘরের মধ্যে একটি কবরের পরিমাণ জায়গা খালি আছে।[৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উসমান ইবনুদ দাহ্হাক অনুরূপ বলেছেন। তিনি দাহ্হাক ইবনে উসমান আল-মাদীনী নামে প্রসিদ্ধ।

٣٥٥٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاَيْدِيَ وَاِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ حَتّٰى اَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا .

৩৫৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন

---

৩. মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে রওযা পাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাকর ও উমার (রা)-র কবর বিদ্যমান এবং তথায় একটি কবরের সম-পরিমাণ জায়গা খালি আছে, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দাফন করা হবে। কুরআন মজীদের ইঙ্গিত এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তিনি কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আট থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত থেকে শাসনকার্য চালাবেন, বিবাহ করবেন এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করবেন। তাঁর সময় গোটা মানবজাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং পৃথিবী কানায় কানায় শান্তিতে ভরে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, বিবাহ-শাদী করবেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি হবে। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর অবস্থান করেবেন, অতঃপর ইন্তিকাল করবেন এবং আমার কবরের সাথে তাঁকে দাফন করা হবে। অতএব আমি ও ঈসা আলাইহিস সালাম আবু বাকর ও উমারের মধ্যবর্তী স্থানে পাশাপাশি থাকব (ইবনুল জাওযীর কিতাবুল ওয়াফা ও মিশকাতুল মাসাবীহ-এর বরাতে তুহফা, ১০ খ, পৃ. ৮৭)। আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করেন যে, তিনি তাঁর পাশেই কবরস্থ হতে চান। তিনি বলেন ঃ তা তোমার জন্য কিভাবে হতে পারে। ঐ স্থানে তো কেবল আমার, আবু বাকর (রা), উমার (রা) ও ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের কবরের জায়গা আছে (তুহ্ফা, ১০/৮৬-৭) (সম্পা.)।

সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। অতঃপর যে দিন তিনি ইনতিকাল করেন সেদিন আবার তথাকার প্রতিটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে হাত থেকে ধুলা না ঝাড়তেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন এসে গেল (ঈমানের জোর কমে গেল) (দার)।[৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণ সম্পর্কে।

٣٥٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وُلِدْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفِيْلِ قَالَ وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ اَشْيَمَ اَخَا بَنِىْ يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْبَرُ مِنِّىْ وَاَنَا اَقْدَمُ مِنْهُ فِى الْمِيْلاَدِ وَرَاَيْتُ خَذْقَ الطَّيْرِ (الْفِيْلِ) اَخْضَرَ مُحِيْلاً .

৩৫৫৮। কায়েস ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তী বছরে (আবরাহার বাহিনী ধ্বংসের বছর) জন্মগ্রহণ করি। তিনি বলেন, ইয়াসার ইবনে লাইস গোত্রীয় কুবাস ইবনে আশইয়ামকে উসমান ইবনে আফফান (রা) জিজ্ঞেস করেন, আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চেয়ে অনেক বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করি। আমি পাখিগুলোর (হাতিগুলোর) বিষ্ঠার রং সবুজে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি (আ)।

---

৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরজগত আলোকময় হয়ে যেত এবং তারা এক বিশেষ প্রশান্তি ও পারস্পরিক সহমর্মিতা অনুভব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদের এই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং তাঁর ইন্তিকালে তারা যেন সেই জ্যোতির স্বল্পতা অনুভব করেন। সুনানুদ দারিমীর বর্ণনায় আছে ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুভাগমনের (হিজরত করে আসার) দিনটির চেয়ে অতি উত্তম ও জ্যোতির্ময় দিন আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁর ইন্তিকাল দিবসের চেয়ে নিকৃষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আর দেখিনি” (সম্পা.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের সূচনা।

٣٥٥٩- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ اَبُو الْعَبَّاسِ الْاَعْرَجِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ اَبُوْ طَالِبٍ اِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اَشْيَاخٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا اَشْرَفُوْا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطَ فَحَلُّوْا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ يَمُرُّوْنَ بِهٖ فَلاَ يَخْرُجُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لَهُ اَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَلَّمَكَ فَقَالَ اِنَّكُمْ حِيْنَ اَشْرَفْتُمْ مِّنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَّلاَ شَجَرٌ اِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَّلاَ يَسْجُدَانِ اِلاَّ لِنَبِيٍّ وَاِنِّىْ اَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ اَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِهٖ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَتَاهُمْ بِهٖ فَكَانَ هُوَ فِىْ رِعْيَةِ الْاِبِلِ فَقَالَ اَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ اِلٰى فَىْءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَىْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى فَىْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ اَنْ لاَ يَذْهَبُوْا بِهٖ اِلَى الرُّوْمِ فَاِنَّ الرُّوْمَ اِنْ رَاَوْهُ عَرَفُوْهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُوْنَهُ فَالْتَفَتَ فَاِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ اَقْبَلُوْا مِنَ الرُّوْمِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوْا جِئْنَا اِنَّ هٰذَا النَّبِىَّ خَارِجٌ فِىْ هٰذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ اِلاَّ بُعِثَ اِلَيْهِ بِاُنَاسٍ وَاِنَّا قَدْ اُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا اِلٰى طَرِيْقِكَ هٰذَا فَقَالَ هَلْ خَلْفَكُمْ اَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ قَالُوْا اِنَّمَا

أَخْبِرْنَا خَبْرَهُ بِطَرِيْقِكَ هٰذَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوْا لاَ قَالَ فَبَايَعُوْهُ وَأَقَامُوْا مَعَهُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ قَالُوْا أَبُوْ طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتّٰى رَدَّهُ أَبُوْ طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ بِلاَلاً وَّزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ .

৩৫৫৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, কতিপয় প্রবীণ কুরাইশসহ আবু তালিব (ব্যবসায় ব্যাপদেশে) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে রওয়ানা হন। তারা (বুহাইরা) পাদ্রীর নিকট পৌঁছে তাদের নিজেদের সওয়ারী থেকে মালপত্র নামাতে থাকে, তখন উক্ত পাদ্রী (গীর্জা থেকে বেরিয়ে) তাদের কাছে আসেন। অথচ এ কাফেলা ইতিপূর্বে বহুবার এখান দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু তিনি কখনও তাদের নিকট (গীর্জা থেকে) বেরিয়ে আসেননি বা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। রাবী বলেন, লোকেরা তাদের বাহন থেকে সামানপত্র নামাতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় উক্ত পাদ্রী তাদের ভেতরে ঢোকেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে বলেন, ইনি 'সায়্যিদুল আলামীন' (বিশ্ববাসীর নেতা), ইনি রাসূল রব্বিল আলামীন (বিশ্ববাসীর প্রতিপালকের রাসূল) এবং মহান আল্লাহ তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন (বিশ্ববাসীর জন্য করুণাস্বরূপ) প্রেরণ করেছেন। তখন কুরাইশদের প্রবীণ লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, কে আপনাকে অবহিত করেছে? তিনি বলেন, যখন তোমরা এ উপত্যকা থেকে অবতরণ করছিলে, (তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে,) প্রতিটি গাছ ও পাথর সিজদায় লুটিয়ে পড়ছে। এই দুইটি নবী ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকে সিজদা করে না। এতদভিন্ন তাঁর ঘাড়ের নীচে আপেল সদৃশ গোলাকার মোহরে নবূয়াতের সাহায্যে আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। পাদ্রী তার খানকায় ফিরে গিয়ে তাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি খাদ্যদ্রব্যসহ যখন তাদের কাছে আসেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পাল চরাতে গিয়েছিলেন। পাদ্রী বলেন, তোমরা তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা কর। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন, তখন এক খণ্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিল এবং কাফেলার লোকেরা গাছের ছায়ায় বসা ছিল। তিনি বসে পড়লে গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাদ্রী বলেন, তোমরা গাছের ছায়ার দিকে লক্ষ্য কর, ছায়াটি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাবী বলেন, ইত্যবসরে পাদ্রী তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে শপথ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা তাঁকে নিয়ে রোম সাম্রাজ্যে যেও

না। কেননা রূমীরা যদি তাঁকে দেখে তবে তাঁকে চিহ্নগুলোর দ্বারা সনাক্ত করে ফেলবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। এমতাবস্থায় পাদ্রী লক্ষ্য করেন যে, রূমের সাতজন লোক তাদের দিকে আসছে। পাদ্রী তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন এসেছ? তারা বলে, এ মাসে আখেরী যামানার নবীর আবির্ভাব হবে। তাই যাতায়াতের প্রতিটি রাস্তায় লোক পাঠানো হয়েছে, কোন রাস্তাই বাদ নাই। আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, তাই আমাদের আপনাদের পথে পাঠানো হয়েছে। পাদ্রী রোমী নাগরিকদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পেছনে তোমাদের চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তি আছে কি (কোন পাদ্রী তোমাদেরকে এই নবীর সংবাদ দিয়েছে কি)? তারা বলল, আপনার এ রাস্তায়ই আমাদেরকে ঐ নবীর আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। পাদ্রী বলেন, তোমাদের কি মত, আল্লাহ তাআলা যদি কোন কাজ করার সংকল্প করেন তবে কোন মানুষের পক্ষে তা প্রতিহত করা কি সম্ভব? তারা বলল, না (অর্থাৎ শেষ যামানার নবীর আবির্ভাব হবেই, কোন মানুষ তা ঠেকাতে পারবে না)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা তাঁর (প্রতিশ্রুত নবীর) নিকট আনুগত্যের শপথ কর এবং তাঁর সাহচর্য অবলম্বন কর। অতঃপর পাদ্রী (কুরাইশ কাফেলাকে) আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর অভিভাবক? লোকেরা বলল, আবু তালিব। পাদ্রী আবু তালিবকে অবিরতভাবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাঁকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মক্কায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং আবু বাক্‌র (রা) বিলাল (রা)-কে তাঁর সাথে দেন। আর পাদ্রী তাঁকে পাথেয় হিসাবে কিছু রুটি ও যাইতূনের তৈল দেন।[৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

---

৫. এ সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে আবু বাকর (রা) ও বিলাল (রা)-ও ছিলেন এ কথাটি যথার্থ নয়। কেননা আবু বাকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই বছরের ছোট ছিলেন। অপরদিকে বিলালের হয়ত তখন জন্মও হয়নি। তাই কারো মতে হাদীসটি যইফ বা অসমর্থিত। ইমাম যাহাবীর মতে এটি যঈফ হাদীস। ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের প্রত্যেক রাবী পূর্ণ আস্থাবান, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং হাদীসটি সহীহ, তবে 'আবু বাকর ও বিলাল' বাক্যটি মুদরাজ (অর্থাৎ বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সংযোজিত)। বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে আবু বাকর ও বিলাল (রা)-র উল্লেখ নাই। তদস্থলে "কয়েক ব্যক্তি" বলা হয়েছে (তুহফা, ১০/৯২) (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়াত লাভ এবং নবূয়াত লাভকালে তাঁর বয়স।

٣٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُنْزِلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَتُوُفِّىَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ .

৩৫৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়। তিনি মক্কায় তের বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।

٣٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً .

৩৫৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতকালে তাঁর বয়স ছিল পঁয়ষট্টি বছর।[৬]

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার আমাদের নিকট এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী)-ও তার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلاَ بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ

---

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত বয়স তেষট্টি বছর, এখানে তাঁর জন্মের বছর ও মৃত্যুর বছরকে দু'টি পূর্ণ আলাদা বছর ধরা হয়েছে। এ হিসাবে পঁয়ষট্টি বছর বলা হয়েছে (অনু.)।

عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৩৫৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার বেশী তামাটে বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবূয়াত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আল্লাহ তাঁকে ষাট বছরের মাথায় ওফাত দান করেন। তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি (বু,মু,না)।[৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়াতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে বিশেষ গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ إِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ الْآنَ .

৩৫৬৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কায় অবশ্যই একখানা পাথর আছে যা আমার নবূয়াত লাভের রাতগুলোতে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও অবশ্যি পাথরখানাকে সনাক্ত করতে পারি (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

---

৭. ইতিহাস ও হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, তিনি মক্কায় নবূয়াত প্রাপ্তির পর তের বছর অবস্থানশেষে মদীনায় হিজরত করেন। অথচ এখানে মক্কার অবস্থানকাল দশ বছর বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি তেষট্টি বছর জীবিত ছিলেন, অথচ এখানে বলা হয়েছে ষাট বছর। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কোন কোন সময় দশক কিংবা শতকের ভগ্ন সংখ্যাকে হিসাবে ধরা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার নিকট ৯৫ অথবা ১০৫ টাকা পাওনা আছে। উভয় অবস্থায় আপনি বলেন, অমুকে আমার নিকট শ' খানেক টাকা পাবে। এখানেও অনুরূপ বলা হয়েছে (অনু.)।

٣٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَتَدَاوَلُ مِنْ قُصْعَةٍ مِنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلَ تَقُوْمُ عَشَرَةٌ وَتَقْعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَتْ تَمُدُّ قَالَ مِنْ اَيِّ شَئٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ اِلاَّ مِنْ هٰهُنَا وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى السَّمَاءِ .

৩৫৬৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি পাত্র থেকে আহার করছিলাম। দশজন করে আহার সেরে চলে যেত এবং আবার দশজন খেতে বসত। আবুল আলা বলেন, আমরা (সামুরাকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের এ সাহায্য কোথা থেকে আসত? সামুরা (রা) বলেন, কিসে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করছ। এই দিক থেকেই সাহায্য আসত। এই বলে তিনি আসমানের দিকে হাত দ্বারা ইংগিত করেন (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল আলার নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

(পাথর ও গাছপালা মহানবীকে সালাম করত)।

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِىْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَّلاَ شَجَرٌ اِلاَّ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .

৩৫৬৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার কোন এক প্রান্তের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি যে কোন পাহাড় বা বৃক্ষের নিকট দিয়ে যেতেন তারা তাঁকে "আস-সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলে অভিবাদন জানাত (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একাধিক রাবী এ হাদীস ওয়ালীদ ইবনে আবু সাওর-আব্বাদ ইবনে আবু ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যারা এভাবে বর্ণনা করেছেন, ফারওয়া ইবনে আবুল মাগরা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
(মহানবী যে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে খুতবা দিতেন)।

٣٥٦٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ اِلٰى لِزْقِ جِذْعٍ وَاتَّخَذُوْا لَهُ مِنْبَرًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ حَنِيْنَ النَّاقَةِ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَسَّهُ فَسَكَتَ (فَسَكَنَ) .

৩৫৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে নববীতে) একটি খুঁটির সাথে ঠেস দিয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর লোকেরা তাঁর জন্য একখানা মিম্বার তৈরি করলে তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দান করেন। তখন খুঁটিটি উষ্ট্রীর ন্যায় কাঁদতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে অবতরণ করে তাকে স্পর্শ করলে তা কান্না বন্ধ করে (শান্ত হয়)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার, সাহল ইবনে সাদ, ইবনে আব্বাস ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা)-র এ হাদীস হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٥٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمَ (مَا) اَعْرِفُ اَنَّكَ نَبِىٌّ قَالَ اِنْ دَعَوْتُ هٰذَا الْعِذْقَ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ تَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَاَسْلَمَ الْاَعْرَابِىُّ .

৩৫৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি কিরূপে জানব যে, আপনি নবী? তিনি বলেন ঃ আমি ঐ খেজুর গাছের একটি কাঁদিকে ডাকলে তা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন, তখন কাঁদি খেজুর গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে গেল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এবার ফিরে যাও এবং তা স্বস্থানে ফিরে গেল। তখন বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

(দোয়ার বরকতে এক সাহাবীর ১২০ বছর হায়াত লাভ)।

٣٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ اَحْمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْد بْنُ اَخْطَبَ قَالَ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى وَجْهِىْ وَدَعَا لِىْ قَالَ عَزْرَةُ اَنَّهُ عَاشَ مِائَةً وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهِ اِلاَّ شُعَيْرَاتٌ (شَعْرَاتٌ) بِيْضٌ .

৩৫৬৫। আবু যায়েদ ইবনে আখতাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতখানা আমার মুখমণ্ডলে মর্দন করেন এবং আমার জন্য দোয়া করেন। রাবী আযরা (র) বলেন, দোয়ার ফলে ঐ লোকটি এক শত বিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তার মাথার মাত্র কয়টি কেশ সাদা হয়েছিল (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু যায়েদের নাম আমর ইবনে আখতাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(উম্মু সুলাইমের স্বল্প খাদ্যে ৮০ জনের তৃপ্তিসাধন)।

٣٥٦٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ عَرَضْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ فِىْ يَدِىْ وَرَدَّتْنِىْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ اِلَيْهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا قَالَ فَانْطَلَقُوْا فَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ (وَالنَّاسَ) وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةُ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّىْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْهُ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ (فَفَتَتْ) وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ بِعُكَّةٍ لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً .

৩৫৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা আনসারী (রা) তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলাইম (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কি (খাবার) কিছু আছে? তিনি বলেন, হাঁ আছে। উম্মু সুলাইম (রা) কয়েকখানা যবের রুটি বের করেন, অতঃপর নিজের একটি দোপাট্টা বের করে তার একাংশে রুটি বাঁধেন এবং তা আমার হাতে লুকিয়ে দেন এবং দোপাট্টার অপরাংশ আমাকে দেন, অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। আনাস (রা) বলেন, আমি ঐগুলো নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মধ্যে বসা অবস্থায় পেলাম। তখন তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। রাবী বলেন, আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ আহারের দাওয়াত? রাবী বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের বলেন ঃ তোমরা উঠে দাঁড়াও। আনাস (রা) বলেন, তারা সকলে রওয়ানা হলেন। আর আমি তাঁদের আগে আগে চললাম এবং আবু তালহা (রা)-র কাছে গিয়ে ঘটনা জানালাম। আবু তালহা (রা) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো লোকজন নিয়ে এসে পড়েছেন, অথচ তাদের সবাইকে আহার করানোর মত খাদ্য তো আমাদের কাছে নেই। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত আছেন। আনাস (রা) বলেন,

আবু তালহা (রা) এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু তালহা (রা) একত্রে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে খাবার জিনিস যা কিছু আছে তা এখানে নিয়ে এসো। উম্মু সুলাইম (রা) ঐ রুটিগুলো নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলোকে টুকরা টুকরা করার নির্দেশ দিলে তা টুকরা টুকরা করা হয়। উম্মু সুলাইম (রা) একটি চামড়ার পাত্র থেকে তাতে ঘি ঢেলে দিয়ে তা তরকারীবৎ বানান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তাতে কিছু দোয়া-কালাম পড়েন এবং বলেন ঃ দশজন করে আসতে বল। সুতরাং দশজনকে ডাকা হল, তারা পেট পুরে আহার করে বের হয়ে এলে তিনি আবার বলেন ঃ আরো দশজনকে আসতে বল। আবার দশজনকে ডাকা হল। তারা পেটপুরে আহার করে বের হয়ে গেলে তিনি আবার বলেন ঃ আরো দশজনকে আসতে বল। সুতরাং আবার দশজনকে ডাকা হল। এভাবে দলের সকলে পেট পুরে আহার করেন। দলে সর্বমোট সত্তর কিংবা আশিজন লোক ছিলেন (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

(উযূর পানিতে বরকত হওয়ার ঘটনা)।

٣٥٧٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْا فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فِىْ ذٰلِكَ الْاِنَاءِ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّاُوْا مِنْهُ قَالَ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهٖ فَتَوَضَّاَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّاُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ .

৩৫৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করলাম, আসরের নামাযের ওয়াক্তও হয়ে গেছে এবং লোকে উযূর পানি তালাশ করছে কিন্তু তারা তা পায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উযূর পানি আনা হল। তিনি

পানির পাত্রে নিজের হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে তা থেকে উযূ করার নির্দেশ দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। তারা সকলে উযূ করলেন, এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন, ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

(নবূয়াতের সূচনা)।

٣٥٧١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَاابْتُدِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النُّبُوَّةِ حِيْنَ اَرَادَ اللّٰهُ كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ اَنْ لاَ يَرٰى شَيْئًا الاَّ جَاءَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ فَمَكَثَ عَلٰى ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّمْكُثَ وَحُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلْوَةُ فَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّخْلُوَ .

৩৫৭১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়াতের সূচনাতে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সম্মানিত ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলেন, তখন এই অবস্থা হল যে, তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উদ্ভাসিত হত। অতঃপর আল্লাহ যত দিন চাইলেন তাঁর এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। এ সময় তাঁর নিকট নির্জনতা এত প্রিয় ছিল যার তুলনায় অন্য কিছুই তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিল না (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(অতি-প্রাকৃতিক বিষয়াবলী)।

٣٥٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّكُمْ تَعُدُّوْنَ الْاٰيَاتِ عَذَابًا وَاِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةً لَقَدْ كُنَّا نَاْكُلُ الطَّعَامَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ قَالَ وَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِاِنَاءٍ

فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَيَّ عَلَى الْوَضُوْءِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى تَوَضَّأْنَا كُلُّنَا .

৩৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনসমূহকে (অতি-প্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে) আযাব ধারণা কর, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা এগুলোকে বরকত ধারণা করতাম। অবশ্যই আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহার করতাম এবং খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি পানির পাত্র আনা হলে তিনি তার মধ্যে নিজের হাত রাখেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো থেকে পানি বের হতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা অতি মোবারক ও কল্যাণকর আসমানী পানি দ্বারা উযূ করতে এদিকে এসো। এমনকি আমরা সবাই সেই পানিতে উযূ করলাম (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কিভাবে ওহী নাযিল হত)।

٣٥٧٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ هُوَ ابْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَّاْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِيْ فَاَعِيْ مَا يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

৩৫৭৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল-হারিস ইবনে হিশাম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কখনও ঘন্টাধ্বনির ন্যায় তা আমার নিকট আসে এবং এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ওহী। আবার কখনও ফেরেশতা মানুষের বেশে আমার নিকট এসে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন, আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করি। আইশা (রা) বলেন, আমি

প্রচণ্ড শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি। তা বন্ধ হওয়ার পরও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক আকৃতি)।

٣٥٧٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ اَحْسَنُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَّضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدٌ مَّا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالطَّوِيْلِ .

৩৫৭৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুদর্শন আমি আর কোন বাবরি চুলবিশিষ্ট লোক দেখিনি। তার বাবরি চুল তাঁর দুই কাঁধের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত। তিনি না খর্বাকৃতির ছিলেন আর না দীর্ঘাকৃতির (বু,মু,দা,না,ই)।[৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
(মহানবীর চেহারা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল)।

٣٥٧٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ مِثْلَ الْقَمَرِ .

৩৫৭৫। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল-বারাআ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা (মুখমণ্ডল) কি তরবারির ন্যায় (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন, না, বরং চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল (বু)।

---

৮. হাদীসটি ১৬৬৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

(মহানবীর দৈহিক গঠন)।

٣٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ الرَّاْسِ ضَخَمُ الْكَرَادِيْسِ طَوِيْلُ الْمَسْرُبَةِ اِذَا مَشَا تَكَفَّأَ تَكَفِّيًا كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

৩৫৭৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না লম্বা ছিলেন আর না বেঁটে ছিলেন। তাঁর উভয় হাত ও উভয় পা ছিল মাংসল, মাথা ছিল আকারে বড় এবং হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল স্থূল ও মজবুত। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত ফুরফুরে পশমের একটি রেখা ছিল। চলার সময় তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে হাটতেন, যেন তিনি ঢালবিশিষ্ট স্থান দিয়ে অবতরণ করছেন। আমি তাঁর আগে কিংবা তাঁর পরে আর কাউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী-আমার পিতা-আল মাসউদী থেকে এই সনদসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

(মহানবীর হুলিয়া মোবারক)।

٣٥٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اَبِيْ حَلِيْمَةَ مِنْ قَصْرِ الْاَحْنَفِ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى غُفْرَةَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِّنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ اِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَّغِطِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلاً وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيْرٌ اَبْيَضُ مُشْرَبٌ اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ اَهْدَبُ الْاَشْفَارِ

جَلِيْلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ اَجْرَدَ ذُوْ مَسْرُبَةٍ شِثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشٰى تَقَلَّعُ كَاَنَّمَا يَمْشِيْ فِيْ صَبَبٍ وَاِذَا اِلْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً وَاَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَاَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُوْلُ نَاعِتُهُ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ .

৩৫৭৭। আলী (রা)-র পৌত্র ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়ার (দৈহিক গঠনাকৃতি) বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন ঃ তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অত্যন্ত বেঁটেও ছিলেন না, বরং লোকদের মাঝে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ অত্যধিক কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিলনা, বরং কিছুটা ঢেউ খেলানো ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন না, তাঁর মুখাবয়ব সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, বরং কিছুটা গোলাকার ছিল। তিনি ছিলেন সাদা-লাল মিশ্রিত গৌরবর্ণের এবং লম্বা ভ্রুযুক্ত কালো চোখের অধিকারী। তাঁর হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিল মজবুত, বাহু ছিল মাংসল। তাঁর দেহে অতিরিক্ত লোম ছিল না, বুক থেকে নাভি পর্যন্ত হালকা লোমের একটি রেখা ছিল। তাঁর হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে পুরু। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন, যেন তিনি ঢালবিশিষ্ট স্থান থেকে (নীচে সমতলে) অবতরণ করছেন। তিনি কারো দিকে ফিরে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে তাকাতেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নবূয়াতের মোহর। তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যীন (নবীগণের মোহর বা তাদের আগমন ধারার পরিসমাপ্তিকারী)। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও দানশীল, বাক্যালাপে সত্যবাদী, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং বন্ধু-বান্ধব ও সহোচরদের সাথে সম্মানের সাথে বসবাসকারী (অথবা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত)। যে কেউ তাঁকে প্রথম বারের মত দেখেই সে প্রভাবান্বিত হত। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে মিশত এবং তাঁর সম্পর্কে অবহিত হত সে তাঁর প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে যেত। তাঁর বর্ণনা প্রদানকারী বলতে বাধ্য হত, তাঁর আগে বা পড়ে আমি আর কাউকে তাঁর অনুরূপ (সৌন্দর্যময়) দেখিনি। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) নয়। আবু জাফর বলেন, আমি আল-আসমাঈকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও

গঠনাকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি ঃ "মুম্মাগিত" অর্থ অতিরিক্ত লম্বা। আল-আসমাঈ আরো বলেন, আমি এক বেদুঈনকে কথা প্রসংগে বলতে শুনেছি, "তামাগ্গাতা ফী নুশশাবাতিহী" (সে তার তীর খুব টেনেছে)। "মুতারাদ্দিদ" অর্থ স্থূলতার কারণে বেঁটে দেহের একাংশ অপরাংশের মধ্যে প্রবিষ্ট মনে হওয়া। "কাতাত" অর্থ কুঞ্চিত ও কোঁকড়ানো। "রাজিল" যে ব্যক্তির মাথার চুল কোঁকড়ানো সে। "মুতাহ্হাম" অর্থ স্থূল দেহ, মাংসল দেহ। "মুকালসাম" গোলগাল চেহারা। "মুশরাব" এমন রং যা সাদা-লালে (দুধে আলতায়) মিশ্রিত, গৌর, এটা সবচেয়ে সুন্দর বর্ণ। "আদআজ" অর্থ চোখ ঘোর কালো। "আহ্দাব" যার ভ্রু লম্বা। "কাতাদ" দুই কাঁধের সঙ্গমস্থল, একে 'কাহিল'ও বলা হয়। "মাসরুবাত" বুকের পশমের সরল রেখা যা বুক থেকে নাভী পর্যন্ত প্রলম্বিত। "আশ-শিছ্ন" অর্থ যার হাত ও পায়ের অঙ্গুলীসমূহ এবং হাত ও পায়ের পাতা মাংসবহুল। "আত-তাকাল্লাউ" অর্থ দৃঢ় পদক্ষেপে পথ অতিক্রম। "সাবাব" অর্থ (উপর থেকে নীচে) ঢালু স্থান দিয়ে অবতরণ করা। যেমন আমরা বলি, আমরা উপর থেকে নীচে অবতরণ করেছি। "জালীলুল মুশাশ" বড় গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ বাহুর অগ্রভাগ, উর্দ্ধবাহু। "ইশরাত" অর্থ সাহচর্য, "আশীরু" অর্থ সঙ্গী-সহচর, "বাদীহাতু" অর্থ দৈবাৎ, হঠাৎ। যেমন আরবরা বলে, বাদাহ্তুহু বিআমরিন' অর্থাৎ আমি তাকে হঠাৎ কোন বিষয়ে ভীত-বিহ্বল করে দিয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

(মহানবী স্পষ্টভাবে কথা বলতেন)।

৩৫৭৮- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ .

৩৫৭৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় দ্রুত গতিতে কথা বলতেন না, বরং তিনি ধীরে সুস্থে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন, ফলে তার নিকট বসা ব্যক্তি অনায়াসে তা আয়ত্ত করে নিতে পারত (দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমরা এ হাদীস কেবল যুহ্রীর রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি। ইউনুস ইবনে ইয়াযীদও উক্ত হাদীস যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

(রাসূলুল্লাহ একই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন)।

٣٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ .

৩৫৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বাক্য তিন তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা এ হাদীস কেবল আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্নার রিওয়ায়াত থেকে অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

(নবীজী মুচকি হাসতেন)।

٣٥٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৫৮০। আবুদল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক মুচকি হাসি দিতে আর কাউকে দেখিনি।[৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অবশ্য ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٨١- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ تَبَسُّمًا .

৯. 'তাবাসসুম' এমন হাসি যাতে কেবল ঠোঁট নড়ে কিন্তু দাঁত দেখা যায় না এবং শব্দও হয় না, যাকে বলা হয় মিষ্টি হাসি।" দাহ্‌ক এমন হাসি যাতে দাঁত দেখা যায় এবং এক পর্যায়ে শব্দ হয়। "কাহ্‌কাহা" হল মুখ খুলে উচ্চ আওয়াযে হাসি এবং এভাবে হাসা মাক্‌রূহ (অনু.)।

৩৫৮১। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিই দিতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। আমরা এ হাদীস লাইস ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রেই কেবল জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

মোহরে নবূয়াত।

٣٥٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ بِرَاْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْءِهٖ فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ اِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَاِذَا هُوَ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

৩৫৮২। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এ বোনপুত্র অসুস্থ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলান, আমার জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করেন এবং তিনি উযূ করলে আমি তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করি। অতঃপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে, তাঁর উভয় স্কন্ধের মাঝামাঝি স্থানে মোহরে নবূয়াত দেখতে পাই। তা ছিল ছপ্পরখাটের বোতাম সদৃশ (বু, মু, না)।

এ অনুচ্ছেদে সালমান, কুররা ইবনে আইয়াস আল-মুযানী, জাবির ইবনে সামুরা, আবু রিমসা, বুরাইদা আল-আসলামী, আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস, আমর ইবনে আখতাব ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব।

٣٥٨٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ اَلَّذِيْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ غُدَّةٌ حَمْرَاءُ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ .

৩৫৮৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায় কবুতরের ডিমের মত লাল মাংসপিণ্ড আকারে মোহরে নবূয়াত ছিল (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

(মহানবীর চক্ষুদ্বয়)।

٣٥٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ اَرْطَاطَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِيْ سَاقَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمُوْشَةٌ وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ اِلاَّ تَبَسُّمًا وَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلٍ ﷺ .

৩৫৮৪। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের জঙ্ঘাদ্বয় ছিল হালকা-পাতলা। তিনি মুচকি হাসিই দিতেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে মনে হত তিনি উভয় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে সুরমা লাগানো থাকত না (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

(মহানবীর মুখ, চোখ ও পায়ের গঠন)।

٣٥٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعُ الْفَمِ اَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ .

৩৫৮৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ ছিল বেশ প্রশস্ত, চক্ষুদ্বয় ছিল লাল ডোরাযুক্ত এবং পায়ের জঙ্ঘা ছিল স্বল্প মাংসল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٥٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعُ الْفَمِ اَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ وَاسِعُ الْفَمِ قُلْتُ مَا اَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شِقِّ الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ اللَّحْمِ .

৩৫৮৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রশস্ত মুখের অধিকারী, তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল লাল ডোরাযুক্ত, জঙ্ঘা ছিল স্বল্প মাংসল। শোবা (র) বলেন, আমি সিমাক (র)-কে বললাম, "দালীউল ফাম" অর্থ কি? তিনি বলেন, প্রশস্ত মুখ। আমি আবার বললাম, "আশকালুল আয়নাইন" অর্থ কি? তিনি বলেন, লাল ডোরাযুক্ত চক্ষুদ্বয়।[১০] আমি আবার বললাম, "মানহূসুল আকিব" অর্থ কি? তিনি বলেন, স্বল্প মাংসল জঙ্ঘা (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

(পথ চলাকালে মহানবীর জন্য জমীন সংকুচিত হয়ে যেত)।

٣٥٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ وَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِى مَشْيِهٖ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تُطْوٰى لَهُ اِنَّا لَنُجْهِدُ اَنْفُسَنَا وَاِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

৩৫৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক সুন্দর কোন জিনিস দেখিনি। যেন সূর্য তাঁর চেহারায় (মুখমণ্ডলে) বিচরণ করছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত চলতেও আর কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। যেন তাঁর জন্য যমীনকে গুটানো হত। তাঁর সাথে পথ চলতে আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা হত, আর তিনি অনায়াসে চলে যেতেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

(মূসা, ঈসা, ইবরাহীম ও জিবরীল যাদের সদৃশ)।

٣٥٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْاَنْبِيَاءُ فَاِذَا مُوْسٰى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِذَا اَقْرَبُ النَّاسِ مَنْ رَاَيْتُ بِهٖ شَبَهًا

---

১০. আশকালুল আয়ন অর্থ সাদার সাথে লাল মিশ্রিত চোখ (অনু.)।

عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهٖ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِيْ نَفْسَهُ وَرَاَيْتُ جِبْرَائِيْلَ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهٖ شَبَهًا دِحْيَةَ .

৩৫৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মিরাজের রাতে) নবীগণকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। তখন আমি মূসা আলাইহিস সাল্লামকে ছিপছিপে দীর্ঘদেহী লক্ষ্য করলাম, যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন পুরুষ। আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাহিস সালামকেও দেখেছি, তিনি আমার দেখা লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসউদ সদৃশ। আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও দেখেছি, তিনি আমার দেখা লোকের মধ্যে তোমাদের সাথীর অর্থাৎ আমার সদৃশ। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকেও দেখেছি, তিনি আমার দেখা লোকদের মধ্যে দিহ্য়া ইব্নে খলীফা আল-কালবী সদৃশ (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স এবং যে বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

٣٥٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمَّارٌ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৫৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (জন্ম ও মৃত্যুর বছর দু'টিকে স্বতন্ত্র দু'টি বছর ধরে)।

٣٥٩٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

(মহানবী তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন)।

٣٥٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً يَعْنِيْ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৫৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়াত প্রাপ্তির পর মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (বু,মু)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আনাস ইবনে মালেক ও দাগফাল ইবনে হানযালা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে দাগফালের সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শ্রবণের কথাটি যথার্থ নয়। আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং আমর ইবনে দীনারের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

(মুআবিয়া [রা] ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকালের আকাংখা করেন)।

٣٥٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُوْلُ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَاَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৫৯২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে খুতবা দানকালে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-ও। আর আমার বয়সও এখন তেষট্টি বছর।[১১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১. আমীর মুআবিয়া (রা)-ও তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকালের আকাংখা করেন, কিন্তু তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাদীসটি শামাইলে পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
(মহানবী ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন)।

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ فِىْ حَدِيْثِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ .

৩৫৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র-যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর মর্যাদা।

তার নাম আবদুল্লাহ, পিতা উসমান এবং তাঁর উপনাম আতীক।

٣٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرَأُ اِلٰى كُلِّ خَلِيْلٍ مِّنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ ابْنَ اَبِىْ قُحَافَةَ خَلِيْلاً وَاِنَّ صَاحِبَكُمْ لَخَلِيْلُ اللّٰهِ .

৩৫৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেছি। যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু কুহাফার পুত্র আবু বাক্‌র সিদ্দীককেই বন্ধু বানাতাম। তোমাদের এই সঙ্গী আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু (ই,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও ইবনুয যুবাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٥٩٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৫৯৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আমাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয় ছিলেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

٣٥٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيُّ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَتْ ثُمَّ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ فَسَكَتَتْ .

৩৫৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কে তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা)। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বলেন, উমার (রা)। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বলেন, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? শাকীক (র) বলেন, এবার তিনি নীরব রইলেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٥٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ وَالْاَعْمَشِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَهْبَانَ وَابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَكَثِيْرِ النَّوَّاءِ كُلُّهُمْ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِىْ اُفُقِ السَّمَاءِ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَاَنْعِمَا .

৩৫৯৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (বেহেশতে) সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন লোকদেরকে তাদের নীচের মর্যাদার লোকেরা অবশ্যই দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের দিগন্তে উদিত তারকা দেখতে পাও। আবু বাক্‌র ও উমার তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, বরং তার চেয়েও অধিক নিআমত ও মর্যাদার অধিকারী (ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস আতিয়্যা-আবু সাইদ (রা) সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

(এক বান্দা পার্থিব জীবনের উপর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন)।

٣٥٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيْشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيْشَ وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَرَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَبَكَى أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَلاَ تَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا الشَّيْخِ إِذْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً صَالِحًا خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَلِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بَلْ نَفْدِيْكَ بِآبَائِنَا وَأَمْوَالِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ إِلَيْنَا فِيْ صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنِ ابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِيْ قُحَافَةَ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ وُدٌّ وَإِخَاءُ إِيْمَانٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا أَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ .

৩৫৯৮। আবুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা (ভাষণ) দানকালে বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে এই এখতিয়ার দেন যে, সে যত দিন ইচ্ছা দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে এবং দুনিয়ার নিআমতরাজি যথেচ্ছা ভোগ করবে অথবা আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে। ঐ বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়াকেই এখতিয়ার করেছে। রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) আবু বাক্‌র (রা) কেঁদে ফেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলেন, তোমরা কি এ বৃদ্ধের কাণ্ড দেখে বিস্মিত হবে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র এক পুন্যবান বান্দা সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ, এ দু'টির যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছেন তখন সে বান্দা তাঁর রবের সান্নিধ্য লাভকেই এখতিয়ার করেছেন (এতে কান্নার কি আছে)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তার তাৎপর্য অনুধাবন করার ব্যাপারে আবু বাক্‌র (রা)-ই ছিলেন তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, বরং আমরা

আমাদের পিতা-মাতা ও আমাদের ধন-সম্পদ আপনার জন্য উৎসর্গ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের মধ্যে এমন কেউ নাই যে নিজের সাহচর্য ও নিজস্ব সম্পদ দ্বারা ইবনে আবু কুহাফার চাইতে অধিক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে ইবনে আবু কুহাফাকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু বড় বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ঈমানের (বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব)। এ কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বলেন। তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের সাথী (মহানবী) আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বন্ধু (আ)।

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অবশ্য এ হাদীস আবু আওয়ানা থেকে, তিনি আবদুল মালেক ইবনে উমাইর থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "আমান্না ইলাই-না", (আমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহকারী)।

৩৫৯৯- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (الْحَسَنِ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَدَيْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا قَالَ فَعَجِبْنَا فَقَالَ النَّاسُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَكَانَ (قَالَ) رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ لَا تُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلَّا خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ .

৩৫৯৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে নববীর) মিম্বারে বসে বলেনঃ আল্লাহ তাঁর এক

বান্দাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত ভোগবিলাস এ দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দান করলে ঐ বান্দা আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত ভোগবিলাসকে এখতিয়ার করে। তখন আবু বাক্র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। রাবী বলেন, আমরা (তার কথায়) অবাক হলাম এবং লোকেরা বলল, এই প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ কর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে আল্লাহ তাকে দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীও দান করতে পারেন অথবা তিনি চাইলে তাকে আল্লাহ্র কাছে রক্ষিত ভোগসামগ্রীও দান করতে পারেন। অথচ এই ব্যক্তি বলছেন, আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতাগণকে উৎসর্গ করলাম! সেই এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আবু বাক্র (রা) আমাদের সবার চাইতে তাঁর সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের মধ্যে নিজস্ব মাল ও সাহচর্য দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ (কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ) করেছেন আবু বাক্র। যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বাক্রকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই যথেষ্ট। মসজিদে আবু বাক্রের দরজা (বা জানালা) ব্যতীত আর কোন দরজা (বা জানালা) অবশিষ্ট থাকবে না (বু, মু)।[১২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

(তোমরা আবু বাক্র ও উমারের অনুসরণ করবে)।

٣٦٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيْرِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الْاَوْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيْهِ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِيْ مَالُ اَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِيْ مَالُ اَبِيْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً اَلاَ وَاِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ .

---

১২. একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মনে করেন, "আবু বাকরের দরজা ব্যতীত আর কোন দরজা অবশিষ্ট থাকবে না" বাক্য দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তিনি যে খলীফা হবেন, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

৩৬০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাক্‌র ব্যতীত আর কারো যে কোন প্রকারের অনুগ্রহ আমার উপর ছিল আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। আমার উপর তার যে অনুগ্রহ রয়েছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে তার প্রতিদান দিবেন। আর কারো সম্পদ আমাকে এতটা উপকৃত করেনি, যতটা আবু বাক্‌রের সম্পদ আমাকে উপকৃত করেছে। যদি আমি কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বাক্‌রকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ! তোমাদের এই সঙ্গী আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বন্ধু (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٦٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ هُوَ ابْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ .

৩৬০১। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা তাদের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমারের অনুসরণ করবে (আ,ই)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস সুফিয়ান সাওরী-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-রিব্‌ঈর আযাদকৃত গোলাম-রিব্‌ঈ-হুযাইফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আহ্‌মাদ ইবনে মানী প্রমুখ-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এ হাদীসে নিজ শায়খের নাম গোপন (তাদলীস) করেছেন। অতএব তিনি কখনও বর্ণনা করেছেন যায়েদা-মালেক ইবনে উমাইর সূত্রে, আবার কখনো যায়েদার নাম উল্লেখ করেননি। ইব্‌রাহীম ইবনে সাদ এ হাদীস সুফিয়ান সাওরী-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-রিব্‌ঈর আযাদকৃত গোলাম-রিব্‌ঈ-হুযাইফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَالِمٍ اَبِي الْعَلَاءِ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ

كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ لاَ اَدْرِيْ مَا بَقَائِيْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَاَشَارَ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ .

৩৬০২। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ আমি আর কত দিন তোমাদের মাঝে জীবিত থাকব তা আমার জানা নেই। অতএব আমার অবর্তমানে তোমরা আমার পরে অবশিষ্ট লোকের অনুসরণ কর এবং তিনি আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর দিকে ইংগিত করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

[আবু বাক্‌র ও উমার (রা) বয়স্কদের নেতা]।

٣٦٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ طَلَعَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ يَا عَلِيُّ لاَ تُخْبِرْهُمَا .

৩৬০৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। ইত্যবসরে আবু বাক্‌র ও উমার (রা) আবির্ভূত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরা দু'জন জান্নাতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর (সর্বকালের) পূর্ণ বয়স্কদের নেতা হবেন।[১৩] হে আলী! তাদেরকে এটা অবহিত করো না (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। আল-ওলীদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুয়াকিরী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। অবশ্য এ হাদীস আলী (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আলী ইবনে হুসাইন (র) আলী (রা) থেকে কিছু শুনেননি। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ هٰذَانِ

---

১৩. পূর্ণ বয়স্ক (কুহ্‌ল) বলতে তিরিশের পর থেকে চল্লিশ বছর বয়সের লোককে বুঝায়। কারো মতে তেত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বয়সের লোকদের বুঝায় (অনু.)।

سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ الاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لاَ تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ .

৩৬০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র ও উমার (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ এরা দু'জন নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর জান্নাতের সমস্ত বয়স্কদের নেতা হবেন। হে আলী! তাদেরকে এ সংবাদ জানিও না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٦٠٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ذَكَرَهُ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مَا خَلاَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لاَ تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ .

৩৬০৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আবু বাক্‌র ও উমার নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতবাসীর নেতা হবেন। হে আলী! তাদের উভয়কে অবহিত করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

(আবু বাক্‌র সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেন)।

٣٦٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَلَسْتُ اَحَقَّ النَّاسِ بِهَا اَلَسْتُ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ اَلَسْتُ صَاحِبُ كَذَا اَلَسْتُ صَاحِبُ كَذَا .

৩৬০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, অমুক কাজের ব্যাপারে আমি কি সমস্ত লোকের চাইতে বেশী হকদার নই? আমি কি সেই ব্যক্তি নই যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমি কি অমুক ব্যক্তি নই, আমি কি অমুক ব্যক্তি নই?

আবু ঈসা বলেন, কতক রাবী এ হাদীস শোবা-জুরায়রী-আবু নাদরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন। এটাই অধিকতর সহীহ। এটা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী-শোবা-জুরাইরী-আবু নাদরা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন .....উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এতে আবু সাঈদ (রা)-এর উল্লেখ করেননি। এটাই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

٣٦٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوْسٌ وَفِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَلاَ يَرْفَعُ اِلَيْهِ اَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ اِلاَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَاِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ اِلَيْهِ وَيَنْظُرُ اِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ اِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اِلَيْهِمَا .

৩৬০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের আবু বাক্র ও উমারসহ বসা অবস্থায় তাদের নিকট আবির্ভূত হতেন। কিন্তু আবু বাক্র ও উমার (রা) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। অথচ তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং তিনিও তাদের উভয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন এবং তিনিও তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হাকাম ইবনে আতিয়্যার সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

[মহানবী (সা) আবু বাক্র ও উমারের হাত ধরা অবস্থায় উত্থিত হবেন]।

٣٦٠٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ اَحَدُهُمَا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهٖ وَهُوَ اٰخِذٌ بِاَيْدِيْهِمَا وَقَالَ هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৬০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র ও উমার (রা)-র হাত ধরা অবস্থায় বেরিয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। তাদের একজন ছিলেন তাঁর ডান পাশে এবং অপরজন ছিলেন তাঁর বাম পাশে। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমরা এভাবে (হাত ধরা অবস্থায়) উত্থিত হব (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। সাঈদ ইবনে মাসলামা হাদীসবেত্তাদের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন। অবশ্য এ হাদীস নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রেও অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٠٩- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرٌ اَبُوْ اسْمَاعِيلَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَنْتَ صَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِيْ فِي الْغَارِ .

৩৬০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ আপনি হাওযে (কাওসারে) আমার সঙ্গী এবং (হিজরতকালেও ছাওর পর্বত) গুহায় আপনিই (ছিলেন) আমার সাথী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

[আবু বাক্‌র ও উমার (রা) কান ও চোখ সদৃশ]।

٣٦١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَقَالَ هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ .

৩৬১০। আবদুল্লাহ ইবনে হান্‌তাব (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে দেখে বলেন ঃ এরা দু'জন কান ও চোখ সম।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি মুরসাল। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে হান্‌তাব (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পাননি (অবশ্য ইবনে আবু হাতেম ও ইবনে আবদুল বার-এর মতে তিনি সাহাবী)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

[মহানবী (সা) রোগগ্রস্ত অবস্থায় আবু বাক্‌র (রা)-কে ইমামতির দায়িত্ব দেন]।

٣٦١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى اسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ هُوَ ابْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ

اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأْمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأْمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا .

৩৬১১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আবু বাক্‌রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবু বাক্‌র আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দরুন লোকদেরকে (কিরাআত) শুনাতে পারবেন না। কাজেই আপনি উমার (রা)-কে নির্দেশ দিন তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। আইশা (রা) বলেন, তিনি আবার বলেন ঃ আবু বাক্‌রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। আইশা (রা) বলেন, এবার আমি হাফ্‌সা (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, আবু বাক্‌র (রা) তাঁর জায়গায় দাঁড়ালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দরুন লোকদেরকে (তার কিরাআত) শুনাতে পারবেন না। অতএব আপনি উমার (রা)-কে বলুন তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। হাফসা (রা) তাই করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমারই তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য সমস্যা সৃষ্টিকারী সাথী (যার ফলে তিনি জেলে যেত বাধ্য হন)। আবু বাক্‌রকেই লোকদের নামায পড়ানোর নির্দেশ দাও। তখন হাফসা (রা) আইশা (রা)-কে বলেন, আমি কখনো তোমার কাছ থেকে কল্যাণ পাইনি (মা,বু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও সালেম ইবনে উবাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

[আবু বাক্‌র (রা)-ই ইমাম হওয়ার যোগ্য]।

٣٦١٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْبَغِيْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ .

৩৬১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবু বাকর উপস্থিত থাকতে তাদের ইমামতি করা অন্য কারো জন্য বাঞ্ছনীয় নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

(আবু বাকরকে জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে আহবান করা হবে)।

٣٦١٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

৩৬১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি একই মালের এক জোড়া আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে জান্নাতে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম স্থান। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি দানশীল তাকে দান-খয়রাতের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদার তাকে রোযার বিশেষ দরজা (রাইয়্যান) থেকে আহবান করা হবে। তখন আবু বাকর (রা) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! কোন ব্যক্তিকে সবগুলো দরজা দিয়ে ডাকার তো প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তিকে কি এই সবগুলো দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেনঃ হাঁ, এবং আমি আশা করি আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٦١٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ مَالاً فَقُلْتُ الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكْرٍ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا قَالَ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ وَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ فَقَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قُلْتُ لاَ اَسْبِقُهُ اِلٰى شَيْءٍ اَبَدًا .

৩৬১৪। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাবূকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) আমাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় আমার সম্পদও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি যদি কোন দিন আবু বাক্‌রকে অতিক্রম করতে পারি তাহলে আজই সেই সুযোগ। উমার (রা) বলেন, আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সম-পরিমাণ। আর আবু বাক্‌র (রা) তার সমুদয় মাল নিয়ে আসেন। তিনি বলেনঃ হে আবু বাক্‌র! তোমার পরিজনদের জন্য তুমি কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ? তিনি বলেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই রেখে এসেছি। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি কখনও কোন বিষয়ে আবু বাক্‌রকে অতিক্রম করতে পারব না (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

[আবু বাক্‌র (রা)-র খলীফা হওয়ার ইঙ্গিত]।

٣٦١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْءٍ فَاَمَرَهَا بِاَمْرٍ فَقَالَتْ اَرَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ اَجِدْكَ قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَاْتِيْ اَبَا بَكْرٍ .

৩৬১৫। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর সাথে কোন ব্যাপারে কথা বলে। তিনি তাকে কিছু করার ব্যাপারে নির্দেশ দেন। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আচ্ছা আমি (আবার এসে) যদি আপনাকে না পাই? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বাক্‌রের নিকট এসো (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্‌।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪
(আবু বাক্‌র-এর দরজাই উন্মুক্ত রাখা হল)।

٣٦١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِسَدِّ الْاَبْوَابِ الاَّ بَابَ اَبِيْ بَكْرٍ .

৩৬১৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌রের দরজা ব্যতীত আর সকল দরজা বন্ধ করে দেয়ায় নির্দেশ দেন।

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫
(আবু বাক্‌র দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত)।

٣٦١٧- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ اِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيْقًا .

৩৬১৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন ঃ আপনি জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত (আতীকুল্লাহ)। সেদিন থেকে তিনি আতীক নামে ভূষিত হন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কতক রাবী এ হাদীস মাআন থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মূসা ইবনে তালহা-আইশা (রা) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬
(আমার মন্ত্রী আবু বাক্‌র ও উমার)।

٣٦١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا تَلِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الْجَحَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ الاَّ

وَلِّيْ وَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَمَّا وَزِيْرَایَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَئِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاَمَّا وَزِيْرَایَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

৩৬১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই আসমানবাসীদের থেকে দু'জন মন্ত্রী এবং জমীনবাসীদের থেকে দু'জন মন্ত্রী ছিল। আসমানবাসীদের থেকে আমার দু'জন মন্ত্রী হলেন জিব্রাঈল ও মীকাঈল (আ) এবং জমীনবাসীদের থেকে আমার দু'জন মন্ত্রী হলেন আবু বাক্র ও উমার (রা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আর আবুল জাহ্হাফের নাম দাউদ ইবনে আবু আওফ। সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবুল জাহ্হাফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন পছন্দনীয় লোক।

٣٦١٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ بَقَرَةً اِذْ قَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا اِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمَنْتُ بِذٰلِكَ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ .

৩৬১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি একটি গরুর পিঠে আরোহিত থাকা অবস্থায় গরুটি বলল, আমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষিকাজের জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি, আবু বাক্র ও উমার বিষয়টির উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করলাম। আবু সালামা (র) বলেন, সেদিন তারা দু'জন জনতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না (বু,মু)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

আবু হাফ্স উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মর্যাদা।

٣٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِیُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِیُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ اَحَبُّهُمَا اِلَيْهِ عُمَرُ .

৩৬২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আবু জাহ্‌ল অথবা উমার ইবনুল খাত্তাব, এই দু'জনের মধ্যে যে তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তার দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর ও মর্যাদা দান কর"। ইবনে উমার (রা) বলেন, ঐ দু'জনের মধ্যে উমারই আল্লাহ্‌র প্রিয় হিসাবে আবির্ভূত হন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং ইবনে উমার (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

[উমার (রা)-র অভিমতের অনুকূলে কুরআন নাযিল হত]।

٣٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ اَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوْا فِيْهِ وَقَالَ فِيْهِ عُمَرُ اَوْ قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيْهِ شَكَّ خَارِجَةُ اِلَّا نَزَلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ عَلٰى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ .

৩৬২১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা উমারের মুখে ও অন্তরে সত্যকে স্থাপন করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, জনগণের সামনে কখনো কোন বিষয় উদ্ভূত হলে লোকেরাও তৎসম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করত এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও অভিমত ব্যক্ত করতেন। দেখা যেত, উমার (রা)-র অভিমত অনুযায়ী কুরআন নাযিল হয়েছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আল-ফাদল ইবনে আব্বাস, আবু যার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

[উমার (রা)-র ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া]।

٣٦٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ اَبِيْ عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلاَمَ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ فَاَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمَ .

৩৬২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনে হিশাম অথবা উমার ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর”। রাবী বলেন, পরের দিন সকালে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। কতক মুহাদ্দিস আন-নাদর আবু উমারের সমালোচনা করেছেন। তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

[আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র পরস্পর সম্পর্কে সুধারণা]।

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ اَبُوْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَخِيْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِاَبِيْ بَكْرٍ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَا اِنَّكَ اِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيْرٍ مِّنْ عُمَرَ .

৩৬২৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেই হে সর্বোত্তম মানুষ। আবু বাকর (রা) বলেন, আপনি আমার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করলেন! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যি বলতে শুনেছি ঃ উমারের চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তির উপর দিয়ে সূর্য উদিত হয়নি (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ হাদীসের সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়। এ অনুচ্ছেদে আবুদ

দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আবদুল্লাহ ইবনে দাঊদ-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আইউব-মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেন, যে ব্যক্তি আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে দোষারোপ করে সে নবী প্রেমিক হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না [مَا اَظُنُّ رَجُلاً يَنْتَقِصُ (يَنْقُصُ) اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

(আমার পরে কেউ নবী হলে উমারই হত)।

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

৩৬২৪। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে কেউ নবী হলে অবশ্যই উমার ইবনুল খাত্তাবই হত (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মিশরাহ ইবনে হাআন বর্ণিত হাদীস হিসাবেই এটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

[স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুধপান]।

٣٦٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ كَاَنِّيْ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَاَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمُ.

৩৬২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনা হয়েছে, আমি তা থেকে পান করলাম এবং অবশিষ্টাংশ উমার ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এর কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করেন? তিনি বলেনঃ "জ্ঞান" (বু, মু)।[১৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

---

১৪. হাদীসটি ২২২৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

٣٦٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ اَنِّيْ اَنَا هُوَ فَقُلْتُ وَمَنْ هُوَ فَقَالُوْا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

৩৬২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি মিরাজের রাতে জান্নাতে প্রবেশ করে তাতে একখানা স্বর্ণের বালাখানা দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বালাখানা কার? ফেরেশতারা বলেন, কুরাইশের এক যুবকের। আমি ভাবলাম, আমিই সেই যুবক। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে সেই যুবক? ফেরেশতারা বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

(জান্নাতে উমারের জন্য সুরম্য প্রাসাদ)।

٣٦٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَبُوْ عَمَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ بُرَيْدَةُ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِيْ اِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ فَاَتَيْتُ عَلٰى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِرَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ فَقُلْتُ اَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِرَجُلٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ اَنَا قُرَشِيٌّ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِلاَلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ اِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا اَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ اِلاَّ تَوَضَّاْتُ عِنْدَهَا وَرَاَيْتُ اَنَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمَا وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَمُعَاذٍ وَاَنَسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْجَنَّةِ قَصْرًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

৩৬২৭। বুরাইদা (রা) বলেন, এক দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে ডেকে বলেন ঃ হে বিলাল! কি কারণে তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে থাকছ? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই আমার অগ্রে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। গত রাতেও আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং আমার অগ্রে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমি স্বর্ণনির্মিত একটি বর্গাকার সুউচ্চ প্রাসাদের নিকট এসে বললাম ঃ এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতারা বলেন, এটা আরবের এক লোকের। আমি বললাম, আমি একজন আরব। সুতরাং এ প্রাসাদটি কার? তারা বলেন, কুরাইশ বংশের এক লোকের। আমি বললামঃ আমি কুরাইশ বংশীয়, অতএব এ প্রাসাদটি কার? তারা বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের এক লোকের। আমি বললাম, আমিই মুহাম্মাদ, সুতরাং এ প্রাসাদটি কার? তারা বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের। অতঃপর বিলাল (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কখনো আযান দিলেই দুই রাকআত নামায পড়ি এবং কখনো আমার উযূ ছুটে গেলেই আমি উযু করি এবং আল্লাহ্র নামে দুই রাকআত নামায পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এ দু'টি কারণেই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির, মুআয ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি বেহেশতের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত একখানা প্রসাদ দেখে বললাম, এ প্রাসাদটি কার? বলা হল, ইবনুল খাত্তাবের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "গত রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি", এর অর্থ "আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি"। কোন কোন হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবীদের স্বপ্নও ওহী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

[উমার (রা)-কে দেখলে শয়তানও ভয় পায়]।

٣٦٢٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ اِنْ رَدَّكَ اللّٰهُ سَالِمًا (صَالِحًا) اَنْ اَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَاَتَغَنّٰى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِيْ وَاِلاَّ فَلاَ فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَّهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَاَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ اِنِّيْ كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ اَنْتَ يَا عُمَرُ اَلْقَتِ الدُّفَّ .

৩৬২৮। বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক যুদ্ধাভিযানে যান। তিনি ফিরে এলে এক কৃষ্ণকায়া মেয়ে এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মান্নত করেছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিরাপদে (সুস্থাবস্থায়) ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাব এবং গান করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ যদি তুমি সত্যিই মান্নত করে থাক তাহলে দফ বাজাও, অন্যথায় বাজিও না। সে দফ (এক মুখ খোলা ঢোল) বাজাতে লাগল। এই অবস্থায় আবু বাক্র (রা) সেখানে এলেন এবং সে দফ বাজাতে থাকে, অতঃপর আলী (রা) এলেন এবং সে ওটা বাজাতে থাকে। অতঃপর উসমান (রা) এলন, তখনও সে তা বাজাতে থাকে। অতঃপর উমার (রা) এসে প্রবেশ করলে সে দফটি তার পাছার নীচে রেখে তার উপর বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে উমার! শয়তানও তোমাকে দেখলে ভয় পায়। আমি উপবিষ্ট ছিলাম আর ঐ মেয়েটি দফ বাজাচ্ছিল। পরে আবু বাকর এসে প্রবেশ করলে তখনও সে তা বাজাতে থাকে। তারপর আলী এসে প্রবেশ করলে তখনও সে তা বাজাতে থাকে। এরপর উসমান এসে প্রবেশ করলে তখনও সে তা বাজাতে থাকে। অবশেষে যখন তুমি এসে প্রবেশ করলে, হে উমার! তখন সে দফটি ফেলে দিল (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং বুরাইদার রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। এ অনুচ্ছেদে উমার ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالِىْ فَانْظُرِىْ فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَىَّ عَلٰى مَنْكِبِ (مَنْكِبَىْ) رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ اِلٰى رَاْسِهٖ فَقَالَ لِىْ اَمَا شَبِعْتِ اَمَا شَبِعْتِ قَالَتْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لاَ لِاَنْظُرَ مَنْزِلَتِىْ عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ عُمَرُ قَالَتْ فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلٰى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ قَالَتْ فَرَجَعْتُ .

৩৬২৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তখন আমরা একটা সোরগোল ও শিশুদের হৈচৈ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী নারী নেচেকুদে খেলা দেখাচ্ছে আর শিশুরা তার চতুর্দিকে ভীড় জমিয়েছে। তিনি বলেন ঃ হে আইশা! এসো এবং দেখ। অতএব আমি গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর আমার চিবুক রেখে তার খেলা উপভোগ করতে লাগলাম। আমার চিবুক ছিল তাঁর মাথা ও কাঁধের মাঝখানে। তিনি (কিছুক্ষণ পর) আমাকে বলেন ঃ তুমি কি পরিতৃপ্ত হওনি, তোমার কি পূর্ণ তৃপ্তি হয়নি? তিনি বলেন, আমি না, না বলতে থাকলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতটুকু খাতির করেন তা পর্যবেক্ষণ করা। ইত্যবসরে উমার (রা) আবির্ভূত হন এবং মুহূর্তের মধ্যে সব লোক তার নিকট থেকে সটকে পড়ে। আইশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি দেখলাম জিন ও মানবরূপী শয়তানগুলো উমারকে দেখেই ভেগে যাচ্ছে। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ফিরে এলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

[সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) হাশরে উত্থিত হবেন]।

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ اٰتِىْ أَهْلَ الْبَقِيْعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِىْ ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتّٰى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ .

৩৬৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার জন্যই সর্বপ্রথম (কবর) বিদীর্ণ করা হবে, তারপর আবু বাকরের, তারপর উমারের জন্য। অতঃপর আমি আল-বাকী'র কবরবাসীদের নিকট আসব এবং তাদেরকে আমার সাথে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। অতঃপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করব। অবশেষে হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা)-এর মধ্যবর্তী জায়গায় আমাকে উত্থিত করা হবে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমার মতে আসেম ইবনে উমার আল-উমারী হাদীসবিদদের নিকট 'হাফেজে হাদীস' নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

(উমার ইবনুল খাত্তাব এই উম্মাতের মুহাদ্দাস)।

٣٦٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَّكُ فِىْ أُمَّتِىْ أَحَدٌ (يَكُوْنُ) فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

৩৬৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবেক উম্মাতদের মধ্যে 'মুহাদ্দাস' (তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী লোক) আবির্ভূত হতেন। আমার উম্মাতের মধ্যে কেউ মুহাদ্দাস হলে তা উমার ইবনুল খাত্তাবই (মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে উয়াইনার জনৈক শাগরিদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, মুহাদ্দাসূন অর্থ 'মুফ্হামূন' (যাদেরকে আল্লাহ দীনের পূর্ণ জ্ঞান দান করেন)।[১৫]

---

১৫. মুহাদ্দাস অর্থ সত্যবাদী (কামূস)। যার অন্তরে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কথা উদিত হয় এবং যিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা সহকারে কথা বলেন, যাকে আল্লাহ এইরূপ যোগ্যতা দান করেছেন তাকে মুহাদ্দাস বলে (মাজমা বিহারিল আনওয়ার)। মতান্তরে যার সাথে ফেরেশতাগণ বাক্যালাপ করেন, যদিও তিনি নবী নন অথবা যার ধারণা বাস্তবে যথার্থ প্রতিভাত হয়, মনে হয় যেন কেউ তা অদৃশ্য থেকে বলে দিয়েছে, তাকে মুহাদ্দাস বলে (তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ১০/১৮২)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, যার মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্য ও যথার্থ কথা বের হয় তিনি হলেন মুহাদ্দাস (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭
[উমার (রা) জান্নাতী]।

٣٦٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ عُمَرُ .

৩৬৩২। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সামনে জান্নাতীদের একজন আবির্ভূত হবেন। ইত্যবসরে আবু বাক্‌র (রা) আবির্ভূত হন। তিনি আবার বলেন, তোমাদের সামনে জান্নাতীদের একজ আবির্ভূত হবেন। ইত্যবসরে উমার (রা) আবির্ভূত হন।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে মাসঊদ (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব।

٣٦٣٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَرْعٰى غَنَمًا لَهُ اِذْ جَاءَ الذِّئْبُ فَاَخَذَ شَاةً فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَقَالَ الذِّئْبُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاٰمَنْتُ بِذٰلِكَ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ .

৩৬৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি তার মেষ (বকরী) পাল চরাচ্ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে একটি বকরী ধরে ফেলে। তার মালিক এসে নেকড়ের কবল থেকে বকরীটি ছিনিয়ে নিল। নেকড়ে বলল, হিংস্র জন্তু দিবসে (যেদিন মানুষ মরে যাবে এবং হিংস্র জন্তুরা অবশিষ্ট থাকবে) তুমি কি করবে, যেদিন আমি ব্যতীত এদের কোন রাখাল থাকবে না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বয়ং এবং আবু বাক্‌র ও উমার এতে (নেকড়ের কথায়) বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

আবু সালামা (রা) বলেন, ঐ দিন সেই মজলিসে তারা দু'জন উপস্থিত ছিলেন না (বু,মু)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-সাদ ইবনে ইবরাহীম (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَعِدَ اُحُدًا وَّاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اُثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَّصِدِّيْقٌ وَّشَهِيْدَانِ .

৩৬৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-সহ উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড় তাদেরকে নিয়ে কেঁপে উঠে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পদাঘাত করে) বলেন ঃ হে উহুদ! স্থির হও। তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) ও দু'জন শহীদ রয়েছেন (আ,দা,না,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮
উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর মর্যাদা।
তার উপনাম দু'টি ঃ আবু আমর ও আবু আবদিল্লাহ।

٣٦٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى حِرَاءٍ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَّطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِهْدَاْ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ .

৩৬৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী, তালহা ও আয-যুবাইর (রা)। (তাদের পদতলের) পাথরটি নড়াচড়া করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্থির হয়ে থাক। কেননা তোমার উপর রয়েছেন একজন নবী কিংবা একজন সিদ্দীক অথবা একজন শহীদ (মু)।

এ অনুচ্ছেদে উসমান, সাঈদ ইবনে যায়েদ, ইবনে আব্বাস, সাহ্‌ল ইবনে সাদ, আনাস ইবনে মালেক ও বুরাইদা আল-আসলামী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯
(জান্নাতে উসমান আমার বন্ধু)।

٣٦٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ بَنِىْ زُهْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِىْ يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ عُثْمَانُ.

৩৬৩৬। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর একজন করে অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে। জান্নাতে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হল উসমান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদসূত্র তেমন মজবুত নয় এবং এটি মুনকাতে হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০
[উসমান (রা)-র সমাজকল্যাণমূলক কাজ]।

٣٦٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهٖ ثُمَّ قَالَ اُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ حِرَاءَ حِيْنَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُثْبُتْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِيٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ قَالُوْا نَعَم قَالَ اُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ مَنْ يُّنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مُجْهَدُوْنَ مُعْسِرُوْنَ فَجَهَّزْتُ ذٰلِكَ الْجَيْشَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رُوْمَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا اَحَدٌ اِلاَّ بِثَمَنٍ فَابْتَعْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَابْنِ السَّبِيْلِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ وَاَشْيَاءَ عَدَّهَا.

৩৬৩৭। আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন তিনি তার ঘরের উপরিতলে (ছাদে) উঠেন, অতঃপর বলেন, আজ আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, হেরা পর্বত নড়াচড়া করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ হে হেরা! স্থির হয়ে

যাও, কেননা তোমার উপর একজন নবী কিংবা একজন সিদ্দীক অথবা একজন শহীদ রয়েছেন? লোকেরা বলল, হাঁ। তিনি আবার বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র নামে শপথ করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসরা বাহিনীর (তাবূকের যুদ্ধের) জন্য বলেছিলেন ঃ কে একটা পছন্দনীয় বা কবুল হওয়ার যোগ্য (পর্যাপ্ত) খরচ দিতে প্রস্তুত আছে? লোকেরা তখন চরম আর্থিক সংকট ও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিল। অতএব আমিই সেই বাহিনীর প্রয়োজনীয় খরচ বহন করেছি। লোকেরা বলল, হাঁ। পুনরায় তিনি বলেন, আল্লাহ্র নামে শপথ করে আমি তোমাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তোমরা কি জান যে, কেউই রূমা কূপের পানি ক্রয় করা ছাড়া পান করতে পারত না? আমি সেই কূপ খরিদ করে ধনী, দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি।[১৬] লোকেরা বলল, ইয়া আল্লাহ! হাঁ (আমরা জানি)। তিনি তার আরো কতিপয় (জনহিতকর) পদক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন (বু, না, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ এবং আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী-উসমান (রা) সূত্রে গরীব।

৩৬৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ وَيُكْنٰى اَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلًى لِاٰلِ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ فَرْقَدٍ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَحُثُّ عَلٰى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَىَّ مِائَةُ بَعِيْرٍ بِاَحْلاَسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَىَّ مِائَتَا بَعِيْرٍ بِاَحْلاَسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَىَّ ثَلْثَ مِائَةِ بَعِيْرٍ بِاَحْلاَسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا عَلٰى عُثْمَانَ عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ .

---

১৬. মসজিদে যুল-কিবলাতায়ন-এর উত্তর দিকে আল-আকীক উপত্যকায় বৃহৎ রূমা কূপটি অবস্থিত। এর মালিক ছিল এক ইহূদী। সে পানির মূল্য আদায় করেই কেবল লোকদেরকে কূপ থেকে পানি নেয়ার অনুমতি দিত। এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেনঃ যে ব্যক্তি রূমার কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিবে, সে বেহেশতে যাবে। উসমান (রা) তা ক্রয় করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। বর্তমানে জনসাধারণ্যে এ কূপের নাম বিরুল জান্নাত বা বেহেশতের কূপ (তুহফা, ১০খ, পৃ. ১৯০; আরও দ্র. আশিআতুল লুমআত) (সম্পা.)।

৩৬৩৮। আবদুর রহমান ইবনে খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে জাইশুল উসরাত অর্থাৎ তাবূকের সামরিক অভিযানে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। উসমান (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সুসজ্জিত এক শত উট (গদি-পালানসহ) আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার যুদ্ধের (আর্থিক ব্যয় বহনের জন্য) লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। উসমান (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গদি-পালানসহ আমি দুই শত উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলাম। তিনি আবারও লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। উসমান (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি গদি-পালানসহ তিন শত উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলাম। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর থেকে এ কথা বলতে বলতে নামতে দেখছি ঃ আজকের পর থেকে উসমান যাই করুক তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আজকের পর থেকে উসমান যাই করুক তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকেও একই সনদসূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ وَفِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ كِتَابِيْ فِيْ كُمِّهِ حِيْنَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِيْ حِجْرِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِيْ حَجْرِهِ وَيَقُوْلُ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ .

৩৬৩৯। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) এক হাজার দীনারসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাবী আল-হাসান ইবনে ওয়াকি (র) বলেন, আমার কিতাবের (পাণ্ডুলিপির) অন্যত্র আছে, তিনি তার জামার হাতার মধ্যে করে সেগুলো নিয়ে আসেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধের সামানাদির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি মুদ্রাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঢেলে দেন। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

সেগুলো তাঁর কোলে ওলট-পালট করতে করতে বলতে দেখলাম ঃ আজকের পর থেকে উসমান যে আমলই করুক তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি কথাটি দু'বার বলেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَبَايَعَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُثْمَانَ فِىْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ فَضَرَبَ بِاِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى فَكَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ اَيْدِيْهِمْ لِاَنْفُسِهِمْ .

৩৬৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদেরকে) স্বতস্ফূর্তভাবে আনুগত্যের শপথ (বাইআতুর রিদওয়ান) করার নির্দেশ দেন তখন উসমান ইবনে আফফান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দূত হিসাবে মক্কাবাসীদের নিকট গিয়েছিলেন। আনাস (রা) বলেন, লোকেরা আনুগত্যের শপথ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনীয় কাজে গেছে। অতঃপর তিনি নিজের এক হাত অপর হাতের উপর রাখেন (উসমানের বাইআতস্বরূপ)। রাবী বলেন, উসমান (রা)-র জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতখানা লোকদের নিজেদের জন্য তাদের হাতের চাইতে অধিক উত্তম ছিল (বা)।[১৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

---

১৭. ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে উমরা পালনের জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি অবহিত হন যে, মক্কার মুশরিকরা তাঁকে সেখানে প্রবেশ করতে দিবে না এবং তারা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি উসমান (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে তাদেরকে অবহিত করেন যে, তিনি কেবল উমরা পালনের উদ্দেশ্যে এসেছেন। এদিকে উসমান (রা)-এর মক্কা থেকে ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটে যে, মুশরিকরা উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। মুসলমানগণ এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে জীবনপণ প্রতিজ্ঞা করেন, যা বাইআতুর রিদওয়ান নামে পরিচিত (দ্র. সূরা ফাত্হ, ১৮ নং আয়াত)। শপথ অনুষ্ঠানকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান (রা)-র পক্ষ থেকে তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রেখে বলেন, এটা উসমানের শপথ। এভাবে তিনি উসমান (রা)-র মর্যাদা বৃদ্ধি করেন (সম্পা.)।

٣٦٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ اَلَّبَاكُمْ عَلَيَّ قَالَ فَجِئَ بِهِمَا كَاَنَّهُمَا جَمَلاَنِ اَوْ كَاَنَّهُمَا حِمَارَانِ قَالَ فَاَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرُ بِئْرِ رُوْمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّشْتَرِىْ بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ فَاَنْتُمْ تَمْنَعُوْنِىْ اَنْ اَشْرَبَ مِنْهَا حَتّٰى اَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِاَهْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّشْتَرِىْ بُقْعَةَ اٰلِ فُلاَنٍ فَيَزِيْدَهَا فِى الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ وَاَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِىْ اَنْ اُصَلِّىَ فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِىْ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى ثَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَاَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتّٰى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيْضِ قَالَ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اسْكُنْ ثَبِيْرُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَّصِدِّيْقٌ وَّشَهِيْدَانِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ شَهِدُوْا لِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِنِّىْ شَهِيْدٌ ثَلاَثًا .

৩৬৪১। সুমামা ইবনে হাযন আল-কুশাইরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন (তার) ঘরের ছাদে উঠেন (বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য) তখন আমি সেই ঘরে ছিলাম। তিনি বলেন, তোমাদের যে দুই সহোযোগী তোমাদেরকে

আমার বিরুদ্ধে সমবেত করেছে তাদেরকে আমার সামনে হাযির কর। রাবী বলেন, তাদেরকে আনা হল, যেন দু'টি উট কিংবা দু'টি গাধা (অর্থাৎ মোটাতাজা)। রাবী বলেন, উসমান (রা) উপর থেকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং দীন ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং এখানে রূমার কূপ ব্যতীত অন্য কোথায়ও মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিল না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রূমার কূপটি খরিদ করে মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবে সে জান্নাতে তার চেয়ে অধিক উত্তম প্রতিদান পাবে। অতঃপর আমি আমার মূল সম্পত্তি দ্বারা তা খরিদ করি (এবং ওয়াক্‌ফ করে দেই)। অথচ আজ তোমরা আমাকে সেই কূপের পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ, এমনকি আজ আমি সমুদ্রের (লোনা) পানি পান করছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হাঁ, সত্য। তিনি আবার বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং দীন ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, মসজিদে নববী মুসল্লীদের জন্য নেহায়েত সংকীর্ণ ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অমুক গোত্রের জমিখণ্ড খরিদ করে মসজিদের সাথে যোগ করবে, তার বিনিময়ে সে জান্নাতের মধ্যে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে। আমি আমার মূল সম্পত্তি দ্বারা তা খরিদ করি (এবং মসজিদে দান করি)। অথচ আজ তোমরা আমাকে উক্ত মসজিদে দুই রাক্‌আত নামায পড়তে বাধা দিচ্ছ। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ, হাঁ সত্য। এরপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও দীন ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের কি মনে আছে আমি আমার মূল সম্পত্তি দ্বারা জাইশে উসরাত (তাবূকের যুদ্ধের সৈন্যদের) যুদ্ধ সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছি? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ সাক্ষী, হাঁ, সত্য। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও দীন ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সাবীর পর্বতের উপর ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বাক্‌র, উমার ও আমি? পর্বত (আনন্দে) নড়াচড়া করে, ফলে তা থেকে পাথরও খসে নীচে পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়কে পদাঘাত করে বলেন ঃ হে সাবীর! শান্ত ও স্থির হয়ে যাও। কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) ও দু'জন শহীদ অবস্থানরত। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হাঁ সত্য। রাবী বলেন, উসমান (রা) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বলেন, কাবার প্রভুর শপথ! তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছ। আমি নিশ্চিত শহীদ। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন (কু, না)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস উসমান (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّ خُطَبَاءَ قَامَتْ بِالشَّامِ وَفِيْهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ لَوْ لاَ حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا قُمْتُ وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِيْ ثَوْبٍ فَقَالَ هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ .

৩৬৪২। আবুল আশআস আস-সানআনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উসমান (রা) শহীদ হলে) সিরিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বক্তা (ঐ বিষয়ে) বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবীও ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে সর্বশেষে মুর্‌রা ইবনে কাব (রা) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস না শুনে থাকলে আমি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াতাম না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলহ-বিবাদের কথা উল্লেখ করেন এবং অচিরেই তার প্রাদুর্ভাব হবে বলে ইংগিত করেন। রাবী বলেন, তখন এক ব্যক্তি কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করে সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকে ইঙ্গিত করে) বলেন ঃ ঐ সময় এ লোকটি সৎপথে অবিচল থাকবে। রাবী বলেন, আমি উঠে তার কাছে গিয়ে দেখি, তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা)। অতঃপর আমি তাকেসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ইনিই কি সেই (সৎপথপ্রাপ্ত) ব্যক্তি? তিনি বলেন ঃ হাঁ (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা ও কাব ইবনে উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

(উসমানকে আল্লাহ একটি জামা পরাবেন)।

٣٦٤٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا عُثْمَانُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ أَرَادُوْكَ عَلٰى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

৩৬৪৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উসমান! আল্লাহ তাআলা হয়ত তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন (খিলাফত দান করবেন)। লোকেরা তা তোমার থেকে খুলে নিতে চাইলে তুমি তাদের দাবিতে তা খুলবে না। এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

(উসমান গণ্যমান্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত)।

٣٦٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّ نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ .

৩৬৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আবূ বাক্র, উমার ও উসমান (রা)-কে গণ্যমান্য লোক বলতাম (বু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমারের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস গরীব গণ্য হয়েছে। উক্ত হাদীস ইবনে উমার (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

٣٦٤٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ الْاَسْوَدُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فِيْهَا مَظْلُوْمًا اَيْ عُثْمَانَ .

৩৬৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কলহের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ সে অর্থাৎ উসমান ইবনে আফ্ফান সেই কলহে অন্যায়ভাবে নিহত হবে (আ)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সনদসূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

(উসমান-বিদ্বেষী এক ব্যক্তির কতিপয় প্রশ্ন)।

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاٰى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ

مَنْ هٰؤُلاَءِ قَالُوْا قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنْ هٰذَا الشَّيْخُ قَالُوْا بْنُ عُمَرَ فَاَتَاهُ فَقَالَ انِّىْ سَائِلُكَ عَنْ شَئٍ فَحَدِّثْنِىْ اَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْبَيْتِ اَتَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ حَتّٰى اُبَيِّنَ لَكَ مَا سَاَلْتَ عَنْهُ اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ عُفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ اَوْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ اَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَانَ عُثْمَانَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلٰى مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ وَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ وَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ قَالَ لَهُ اذْهَبْ بِهٰذَا الْاٰنَ مَعَكَ .

৩৬৪৬। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব (র) থেকে বর্ণিত। এক মিসরবাসী বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ আদায় করে। সে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে বলে, এরা কারা? লোকেরা বলল, এরা কুরাইশ বংশীয়। সে আবার বলে, এই প্রবীণ (শায়খ) লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইবনে উমার (রা)। তখন সে তার কাছে এসে বলল, আমি আপনাকে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞেস করব। অতএব আপনি আমাকে (তা) বলুন। আমি আপনাকে এ বাইতুল্লাহ্‌র মর্যাদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন, উসমান (রা) উহুদ যুদ্ধের দিন (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। সে আবার বলল, আপনি কি জানেন, তিনি (হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত) বাইআতুর রিদওয়ানে অনুপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। সে পুনরায় বলল, আপনি কি জানেন তিনি বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে উপস্থিত হননি? তিনি বলেন, হাঁ। সে বলল, আল্লাহু আকবার। অতঃপর ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, এবার এসো! যেসব বিষয়ে তুমি জিজ্ঞেস করেছ তা আমি তোমাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেই। উহুদের দিন তার পলায়নের ব্যাপার

সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার ঐ ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন, সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন। তারপর বদরের যুদ্ধে তার অনুপস্থিতির কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (রুকাইয়া) তার স্ত্রী ছিলেন (এবং তখন মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে যে ব্যক্তি যোগদান করেছে তার সমপরিমাণ সওয়াব ও গানীমাত তুমি পাবে। আর বাইআতে রিদওয়ানে তার অনুপস্থিতির কারণ এই যে, মক্কাবাসীদের নিকট উসমান (রা)-র চাইতে অধিক সম্মানিত কোন মুসলিম ব্যক্তি (হুদায়বিয়ায়) উপস্থিত থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার পরিবর্তে) তাকেই পাঠাতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান (রা)-কেই (মক্কায়) পাঠান। আর উসমান (রা)-র মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর বাইআতুর রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। রাবী বলেন, (বাইআত অনুষ্ঠানকাল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তাঁর অপর হাতের উপর স্থাপন করে বলেন ঃ এটি উসমানের (বাইআত)। অতঃপর ইবনে উমার (রা) লোকটিকে বলেন, এবার তুমি এ বিবরণ সাথে নিয়ে যাও (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

[রাসূলুল্লাহ (সা) এক উসমান-বিদ্বেষীর জানাযা পড়েননি]।

٣٦٤٧- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ الْبَغْدَادِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَاَيْنَاكَ تَرَكْتَ الصَّلٰوةَ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلَ هٰذَا قَالَ اِنَّهُ كَانَ يَبْغُضُ عُثْمَانَ فَاَبْغَضَهُ اللّٰهُ .

৩৬৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির লাশ তার জানাযার নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন না। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এই ব্যক্তির পূর্বে আপনাকে আর কারো জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকতে দেখেনি। তিনি বলেন ঃ এ লোকটি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, তাই আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি। এই মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ হলেন মায়মূন ইবনে মিহরানের শাগরিদ এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে অত্যধিক দুর্বল। আর মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ, যিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর শাগরিদ, বসরার অধিবাসী, নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তার উপনাম আবুল হারিস।। আর মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আল-আলহানী হলেন আবু উমামা (রা)-র শাগরিদ, তিনিও নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং তার উপনাম আবু সুফিয়ান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫
(আবু বাক্‌র, উমার ও উসমানকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও)।

٣٦٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ حَائِطًا لِّلْاَنْصَارِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا مُوْسٰى اَمْلِكْ عَلَى الْبَابِ فَلاَ يَدْخُلَنَّ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلاَّ بِاِذْنٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا عُمَرُ يَسْتَاْذِنُ قَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ وَدَخَلَ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا عُثْمَانُ يَسْتَاْذِنُ قَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ .

৩৬৪৮। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারেন, অতঃপর আমাকে বলেন ঃ হে আবু মূসা! ফটকে অবস্থান কর, যাতে বিনা অনুমতিতে কেউ আমার কাছে প্রবেশ করতে না পারে। এক ব্যক্তি এসে ফটকে আঘাত করলে আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি আবু বাক্‌র। তখন আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! এই যে আবু বাক্‌র অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বলেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতএব তিনি প্রবেশ করলেন এবং আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে ফটকে আঘাত করলে আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বলেন, উমার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে উমার আপনার অনুমতি চায়। তিনি বলেন ঃ তাকে ফটক খুলে দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতএব আমি ফটক খুলে দিলে তিনি প্রবেশ করেন এবং আমি তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটকে আঘাত করলে আমি বললাম, আপকি কে? তিনি বলেন, উসমান। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই যে উসমান অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বলেন ঃ তাকে ফটক খুলে দাও এবং তার উপর কঠিন বিপদ আসবে এ কথা বলে তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও (আ,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ হাদীস আবু উসমান আন-নাহ্‌দী থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَيَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَهْلَةَ قَالَ قَالَ لِىْ عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْدًا فَاَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ .

৩৬৪৯। আবু সাহ্‌লা (র) বলেন, উসমান (রা) স্বগৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি ওয়াদা (উপদেশ) দিয়েছেন। সুতরাং আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করব (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আমরা কেবল ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র মর্যাদা।

কথিত আছে যে, তাঁর দু'টি উপনাম ঃ আবু তুরাব ও আবুল হাসান।

٣٦٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِىُّ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ جَيْشًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَمَضٰى فِى السَّرِيَّةِ فَاَصَابَ
جَارِيَةً فَاَنْكَرُوْا عَلَيْهِ وَتَعَاقَدَ اَرْبَعَةٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِذَا
لَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِىٌّ وَّكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِذَا رَجَعُوْا مِنْ
سَفَرٍ بَدَؤُا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا اِلٰى رِحَالِهِمْ فَلَمَّا
قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اَحَدُ الْاَرْبَعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلَمْ تَرَ اِلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
ثُمَّ قَامَ الثَّانِيْ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ
مَقَالَتِهِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوْا فَاَقْبَلَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِيٍّ مَا تُرِيْدُوْنَ
مِنْ عَلِيٍّ مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِيٍّ اِنَّ عَلِيًّا مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ
مِّنْ بَعْدِيْ .

৩৬৫০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সামরিক বাহিনী প্রেরণকালে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি সেনাদলের একটি খণ্ডাংশের (সারিয়্যা) পরিদর্শনে যান এবং এক যুদ্ধবন্দিনীর সাথে মিলিত হন। কিন্তু তার সঙ্গীরা তার এ কাজ অপছন্দ করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারজন সাহাবী প্রতিজ্ঞা করে বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পাব, তখন তাঁকে আলীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করব। মুসলমানদের রীতি ছিল যে, তারা কোন সফর বা অভিযানশেষে ফিরে এসে প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করে তাঁকে সালাম করতেন, অতঃপর নিজ নিজ আবাসে ফিরে যেতেন। সুতরাং উক্ত সেনাদল প্রত্যাবর্তন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানায় এবং চার সাহাবীর একজন দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লক্ষ্য করুন, আলী ইবনে আবু তালিব এই করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার তৃতীয়জন দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তজনের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন। অবশেষে চতুর্থজন দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তদের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে তাদের দিকে মনোনিবেশ করে বলেন ঃ তোমরা আলী সম্পর্কে কি বলতে চাও? আলী সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও? আলী সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও? (বংশ, বৈবাহিক সম্পর্ক, অগ্রগণ্যতা, ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়ে) আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে। আমার পরে সে-ই হবে সকল মুমিনের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক (আ)।[১৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল জাফর ইবনে সুলাইমানের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٦٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ سَرِيْحَةَ اَوْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ شَكَّ شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ .

৩৬৫১। আবু সারীহা অথবা যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক, আলীও তার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক (আ,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শোবা এ হাদীস আবু আবদুল্লাহ মায়মূন থেকে, তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

---

১৮. এ হাদীসের ভিত্তিতে শীআ সম্প্রদায় দাবি করে যে, আলী (রা) মর্যাদায় সকল সাহাবীর শীর্ষে। তারা বলে যে, "আলী আমার (সত্তা) থেকে এবং আমি আলী থেকে" এরূপ মন্তব্য তিনি আর কারো সম্পর্কে করেননি। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য মোটেই যথার্থ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কতক সাহাবী সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আবু বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন ঃ কেউ নিখোঁজ আছে কি না। সাহাবীগণ বলেন, অমুক, অমুক ও অমুক নিখোঁজ আছে। ... তিনি বলেন ঃ আমি জুলাইবিবকে নিখোঁজ দেখছি। অতএব তোমরা তার সন্ধান কর। তারা অনুসন্ধান করে তাকে সাতজন নিহতের পাশে পেলেন যাদের তিনি হত্যা করার পর নিহত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ সে শত্রুপক্ষের এই সাতজনকে হত্যা করার পর তারা তাকে হত্যা করেছে। "সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে" (হাযা মিন্নী ওয়া আনা মিনহু; মুসলিম)। অনুরূপভাবে আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, আশআরী গোত্রের প্রশংসা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফাহুম মিন্নী ওয়া আনা মিনহুম" অর্থাৎ তারা আমার থেকে এবং আমি তাদের থেকে (মুসলিম)। সাদ (রা) বর্ণিত হাদীসে নাজিয়া গোত্র সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মন্তব্য করেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু সারীহা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হুযাইফা ইবনে আসীদ (রা)।

٣٦٥٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِيْ ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِيْ اِلٰى دَارِ الْهِجْرَةِ وَاَعْتَقَ بِلاَلاً مِّنْ مَالِهِ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيْقٌ رَحِمَ اللّٰهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيْهِ الْمَلاَئِكَةُ رَحِمَ اللّٰهُ عَلِيًّا اَللّٰهُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ .

৩৬৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আবু বাক্‌রের কল্যাণ করুন। তিনি তার কন্যাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছেন, আমাকে দারুল হিজরাতে (মদীনায়) নিয়ে আসেন এবং নিজের সম্পদ দ্বারা বিলালকে দাসত্বমুক্ত করেন। আল্লাহ উমারকে দয়া করুন। তিক্ত হলেও তিনি হক (সত্য) কথা বলেন। তার সত্য ভাষণই তাকে বন্ধুহীন করেছে। আল্লাহ উসমানের প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে এত অধিক লাজুক যে, ফেরেশতারা পর্যন্ত তাকে সমীহ করেন। আল্লাহ আলীকে অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! সে যেখানেই থাকুক, সত্যকে তার নিত্যসংগী করুন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٦٥٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَّةِ خَرَجَ اِلَيْنَا نَاسٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَاُنَاسٌ مِّنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجَ اِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ اَبْنَاءِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَرِقَّائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ وَاِنَّمَا خَرَجُوْا فِرَارًا مِّنْ اَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدْهُمْ اِلَيْنَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ سَنُفَقِّهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنْتَهُنَّ اَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّيْنِ قَدْ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ عَلَى الاِيْمَانِ قَالُوْا مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ وَكَانَ اَعْطٰى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৬৫৩। রিবঈ ইবনে হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) কূফার মুক্তাঙ্গনে (আর-রাহ্‌বা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার দিন মুশরিকদের ক'জন লোক আমাদের কাছে আসে। তাদের মধ্যে সুহাইল ইবনে আমরসহ আরো ক'জন নেতৃস্থানীয় পৌত্তলিক ছিল। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের সন্তান-সন্তুতি, ভাই ও ক্রীতদাসসহ কিছু সংখ্যক লোক আপনার নিকট চলে এসেছে। ধর্ম সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এবং তারা আমাদের ভূসম্পত্তি ও ক্ষেত-খামার থেকে পালিয়ে এসেছে। অতএব আপনি তাদেরকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করুন। যদিও তাদের ধর্মের ব্যাপারে তেমন কোন জ্ঞান নাই, তাই আমরা তাদেরকে বুঝাব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা এহেন তৎপরতা থেকে বিরত হও। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোকদের পাঠাবেন, যারা তোমাদের ঘাড়ে দীনের তরবারি দ্বারা আঘাত হানবে। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরগুলোকে ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তখন মুসলমানরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? আবু বাক্‌র (রা)-ও বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সেই ব্যক্তি? উমার (রা)-ও বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই লোক? তিনি বলেনঃ সে একজন জুতা সেলাইকারী! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে তাঁর জুতাটা সেলাই করতে দিয়েছিলেন। রাবী বলেন, আলী (রা) আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল আলী (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

(মোনাফিকরা আলীর প্রতি বিদ্বেষী)।

٣٦٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنَّ كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ .

৩৬৫৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসার সম্প্রদায় মোনাফিকদের অবশ্যই চিনি। তারা আলী (রা)-র প্রতি বিদ্বেষী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শোবা (র) আবু হারূন আল-আবদীর সমালোচনা করেছেন। এ হাদীস আমাশ-আবু সালেহ-আবু সাঈদ (রা) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

(একই বিষয়)।

٣٦٥٥- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبِىْ نَصْرٍ عَنِ الْمُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَّلاَ يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ .

৩৬৫৫। আল-মুসাবির আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ কোন মোনাফিক আলীকে মহব্বত করতে পারে না এবং কোন মুমিন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

(চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন)।

٣٦٥٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِّهِمْ لَنَا قَالَ عَلِىٌّ مِّنْهُمْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثًا وَاَبُوْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ وَاَمَرَنِىْ بِحُبِّهِمْ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ .

৩৬৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে এও অবহিত

করেছেন যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে তাদের নামগুলো বলুন। তিনি বলেন ঃ আলীও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। (অবশিষ্ট তিনজন হলেন) আবু যার, মিকদাদ ও সালমান (রা)। তাদেরকে ভালোবাসতে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে এও অবহিত করেছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল শারীকের রিওয়ায়াত হিসাবেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

(আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে)।

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىٌّ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْ عَلِىٍّ وَلاَ يُؤَدِّىْ عَنِّىْ اِلاَّ اَنَا اَوْ عَلِىٌّ .

৩৬৫৭। হুবশী ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে। আমার কোন কর্তব্য হয় আমি নিজেই সম্পন্ন করি অথবা আমার পক্ষ থেকে তা আলীই সম্পন্ন করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

(আলী দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই)।

٣٦٥٨- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَمِيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِه فَجَاءَ عَلِىٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰخَيْتَ بَيْنَ اَصْحَابِكَ وَلَمْ تُوَاخِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَحَدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ اَخِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

৩৬৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন। অতঃপর আলী (রা) অশ্রুসিক্ত নয়নে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার সাহাবীদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, অথচ আমাকে কারো সাথে ভ্রাতৃত্বের

বন্ধনে আবদ্ধ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমারই ভাই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২
(আলী আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয়)।

٣٦٥٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عِيْسٰى بْنِ عُمَرَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ائْتِنِيْ بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ يَاْكُلُ مَعِيْ هٰذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَاَكَلَ مَعَهُ .

৩৬৫৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাখির ভুনা গোশত উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিকে আমার সাথে এই পাখির গোশত খাওয়ার জন্য উপস্থিত করে দাও। ইত্যবসরে আলী (রা) এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর সাথে আহার করেন (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে আস-সুদ্দীর রিওয়ায়াত থেকে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ হাদীস অন্যভাবেও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আস-সুদ্দীর নাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা)-কে দেখেছেন।

٣٦٦٠- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ اَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيُّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ اِذَا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَانِيْ وَاِذَا سَكَتُّ ابْتَدَانِيْ .

৩৬৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিন্দ আল-জামালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চেয়েছি তখনই তিনি আমাকে দিয়েছেন এবং যখন নীরব রয়েছি তখনও আমাকে দিয়েছেন (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩
(আমি বিদ্যালয় এবং আলী তার দ্বার)।

٣٦٦١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرُّوْمِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا .

৩৬৬১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি বিদ্যালয় এবং আলী তার দ্বার।[১৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও মুনকার। কতক রাবী এ হাদীস শারীক থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তারা এর সনদে 'আস-সুনাবিহী থেকে' উল্লেখ করেননি। অনন্তর আমরা উক্ত হাদীস একমাত্র শারীক ব্যতীত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে অবগত নই। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১৯. এ হাদীসের ভিত্তিতে শীআ সম্প্রদায় বলে যে, কেবল আলী (রা) ও আহ্‌লে বাইতের নিকট থেকেই দীনী এলেম অর্জন করতে হবে। দীনী জ্ঞান লাভের একমাত্র ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হল আলী (রা)-র ব্যক্তিসত্তা। এ ছাড়া যে সমস্ত পথ ও উপায় অবলম্বিত হয়েছে সবই ত্রুটিপূর্ণ।

সিহাহ সিত্তার গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র ইমাম তিরমিযী (র) এ হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিরমিযীর পর এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীসগুলির সমগ্র ভিত্তি হাকেম নিশাপূরীর মুসতাদরাক গ্রন্থের উপর স্থাপিত। 'মুসতাদরাক'-কে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয় না। এতে তিনি ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে দু'টি রিওয়ায়াত বিভিন্ন শব্দ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا (আমি জ্ঞানের শহর ও আলী তার দরজা)। فَمَنْ اَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ (কাজেই যে ব্যক্তি ঐ শহরে ঢুকতে চায় তাকে দরজায় আসতে হবে)। আর জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষ বাক্যটি হচ্ছে ঃ فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ (যে ব্যক্তি এলেম লাভ করতে চায় তাকে দরজায় আসতে হবে)।

হাকেম (র) এ দু'টি হাদীসের নির্ভুলতার দাবিদার। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় সমালোচকদের মতে কেবল এ হাদীস দু'টিই নয়, বরং এই মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদীসই অনির্ভরযোগ্য বিধায় অগ্রহণযোগ্য। ইবনে আব্বাসের বর্ণনা হিসাবে কথিত হাদীসটি সম্পর্কে হাফেয যাহাবী (র) বলেন, এ হাদীস সহীহ হওয়া তো দূরের কথা, এটি আসলে একটি মওযূ (বানোয়াট) হাদীস। আর জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হিসাবে কথিত হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে ঃ "হাকেমের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, কেমন দুঃসাহসিকতার সাথে তিনি এ হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য বাতিল

হাদীসগুলোকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন! আর এই আহমাদ (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-হাররানী, যার সনদের মাধ্যমে হাকেম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন) তো দাজ্জাল ও ডাহা মিথ্যাবাদী।"

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন এ হাদীসের ব্যাপারে বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই। ইমাম বুখারীর মতে এটি মুনকার হাদীস এবং এর বর্ণনার কোন একটি পদ্ধতিও সহীহ নয়। ইমাম নববী ও আল্লামা জাযারী একে মওযূ (বানোয়াট) বলেছেন। ইবনে দাকীকুল ঈদের মতেও এ হাদীস সঠিক বলে প্রমাণিত নয়। ইবনুল জাওযী বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, "আমি জ্ঞানের শহর" সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস যত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট।

আসল চিন্তার বিষয় এই যে, সনদের দিক থেকে যে হাদীসটির এমনি দুরবস্থা, তার উপর এত বড় সিদ্ধান্তের ভিত্তি রেখে দেয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ হতে পারে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের যাবতীয় বিধিবিধান কেবলমাত্র আলী (রা)-র মাধ্যমেই গ্রহণ করব এবং অন্য সাহাবীদেরকে এলেম (দীনের জ্ঞান) হাসিল করার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করব না? কুরআন মজীদের পর আমাদের কাছে যদি হেদায়াতের আর কোন উৎস থেকে থাকে তবে সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা। আর সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন তার একমাত্র বাহক, যাদের সহায়তায় আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সমস্যায় কি পথনির্দেশ দিয়েছেন। এখন যদি আমরা উক্ত হাদীসের উপর ভরসা করে এই জ্ঞানের জন্য একমাত্র আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র উপর নির্ভর করি তাহলে আমাদেরকে অনিবার্যভাবে জ্ঞানের সেই বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে যা অন্য সাহাবীদের মাধ্যমে উদ্ধৃত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবীকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠান, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় তাদেরকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন, নামায পড়াবার দায়িত্ব অনেকের উপর সোপর্দ করেন, শিক্ষাদান ও ইসলাম প্রচারের জন্য অসংখ্য সাহাবীকে নানা স্থানে পাঠান। এগুলো ঐতিহাসিক সত্য। এগুলো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দায়িত্ব কি দীনের জ্ঞান ছাড়াই সম্পাদন করা হত? অথবা এসব সাহাবী কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়, বরং আলী (রা)-র ছাত্র ছিলেন? যদি এ দু'টি কথাই মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে সত্য কথা এই একটি মাত্রই হতে পারে যে, ঐ সাহাবীগণ "মাদীনাতুল ইল্‌ম" অথবা "দারুল হিকমাত"-এর কাছ থেকেই সরাসরি এলেম ও হিকমাত লাভ করেছিলেন এবং এরা সবাই আলী (রা)-র মতই এলেমের শহর ও দারুল হিকমাতের দরজা ছিলেন।

এছাড়াও যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত অধ্যয়ন করেছেন তারা জানেন, নবুয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি দীনের শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। আর যারাই দীন সম্পর্কে কিছু জানতে বা জিজ্ঞেস করতে চাইতেন তারা কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর কাছ থেকেই জবাব জেনে নিতেন। কখনো কি এমন দেখা গেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন পয়গাম পেয়েছেন আর তা কেবল আলীকেই জানিয়েছেন এবং তা দুনিয়াবাসীকে জানাবার দায়িত্ব একমাত্র আলীই সম্পাদন করেছেন? অথবা কোন ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দীনের

কোন কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছে আর তিনি জবাবে বলেছেন ঃ যাও আলীকে জিজ্ঞেস কর অথবা আলীর মাধ্যমে আমার কাছে এসো? মহানবীর ২৩ বছরের নবুয়্যাতী জীবনে যদি কখনো এমনটি না হয়ে থাকে তাহলে "জ্ঞানের শহরের একটিমাত্র দরজা আর সে দরজাটি হচ্ছেন আলী" এ বক্তব্যটির অর্থ কি?

হাকেম অত্যন্ত জোরের সাথে এ হাদীসের নির্ভুলতার দাবি করেছেন। অথচ তিনি নিজেই ঐ একই গ্রন্থ আল-মুসতাদরাকে অন্য সাহাবীদের থেকেও হাজার হাজার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে এমন অসংখ্য হাদীস রয়েছে যেগুলোর সমর্থক কোন হাদীস আলী (রা)-র মাধ্যমে তার এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, হাকেমের মতে যদি এ হাদীস নির্ভুল হয়ে থাকে এবং যদি 'ইলমের শহর' পর্যন্ত পৌঁছার দরজা একটাই হয়ে থাকে তাহলে সেখানে এই আরো বহু দরজা জন্ম নিল কোথা থেকে এবং তিনি কেনই বা এইসব দরজায় গেলেন'?

আলী (রা) নিজেও এ দাবি করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন কোন ইল্‌ম দিয়েছিলেন, যা আর কাউকে দেননি। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে নির্ভুল সনদ সহকারে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, আলী (রা) বারবার প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যারা এ ধরনের চিন্তা পোষণ করে। তিনি নিজের তরবারির কোষ থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে লোকদেরকে দেখিয়ে বলেন, এটা ছাড়া আর এমন কোন বিশেষ জিনিস আমার কাছে নেই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনে আমি সংরক্ষিত করে রেখেছি। সেই কাগজের টুকরাটিতে মাত্র চার-পাঁচটি ফিক্‌হের বিধান ছিল। মুসনাদে আহমাদে ১৩টি বিভিন্ন সনদ পরম্পরায় আলী (রা)-র এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে। এইসব রিওয়ায়াতকে একত্র করার পর জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জামাতাকে গোপনে দীনের কিছু গভীর তত্ত্ব শিখিয়ে গিয়েছিলেন যা আর কাউকে শেখাননি, সাধারণ মানুষের এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিকে আলী (রা) নিজেই দূর করে দিয়েছিলেন। বহু লোক তার নিজমুখে এ বাতিল ধারণার প্রতিবাদ শুনেছেন এবং এ প্রতিবাদ বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণের কাছে পৌঁছে গেছে। এর ফলে আজ এর নির্ভুলতায় সন্দেহ করার অবকাশ মাত্রই নেই (এজন্য দেখুন মুসনাদে আহমাদ, দারুল মাআরিফ, মিসর থেকে প্রকাশিত, হাদীস নম্বর ৫১৯, ৬১৫, ৭৮২, ৭৯৮, ৮৫৮, ৮৭৪, ৯৫৪, ৯৫৯, ৯৬২, ৯৯৩, ১০৩৭, ১২৯৭ ও ১৩০৬)।

এরপর যখন আমরা অন্যান্য অসংখ্য সহীহ হাদীস দেখি, যা অন্য সাহাবীদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন এ হাদীসটি ঐ অসংখ্য হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী প্রতীয়মান হয়। মুসনাদে আহমাদ ও অত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে মীরাস সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে তিনিই সবচাইতে পারদর্শী। মুআয ইবনে জাবাল (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন। উবাই ইবনে কাব সম্পর্কে বলেছেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। মুসনাদে আহমাদে আলী (রা)-র নিজের রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্য থেকে বিনা পরামর্শে যদি কাউকে আমীর বানাবার প্রয়োজন হত তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদকে আমি আমীর বানাতাম"।

ইমাম তিরমিযী আবু যুহাইফা (রা)-র একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁতে বলা হয়েছে ঃ "জানি না আমি কতদিন তোমাদের মধ্যে থাকব। আমার পর তোমরা আবু বাক্‌র ও উমার এ

দু'জনের অনুসরণ কর।" বুখারী-মুসলিমে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! সেই সত্তার কসম, যাঁর মুঠিতে নিবদ্ধ আমার প্রাণ! যে পথেই শয়তান তোমার মুখোমুখি হয় সে পথ ছেড়ে সে অন্য পথে চলে যায়, যেখানে তুমি তার মুখোমুখি হবে না।"

আবু দাঊদ আবু যার গিফারী (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত করেছেনঃ "আল্লাহ সত্যকে রেখে দিয়েছেন উমারের কণ্ঠে। সে অনুযায়ী সে কথা বলে।"

বুখারী ও মুসলিম আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম লোকদেরকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে এবং তারা ছোট বড় জামা পরে রয়েছে। কারোর জামা বুক পর্যন্ত, কারোর বেশী নীচে পর্যন্ত। উমারকে আমার সামনে পেশ করা হল। তার জামা মাটির উপর ঘসে ঘসে চলছিল।" উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বপ্নের তাবীর করে বলেন ঃ জামা অর্থ হচ্ছে দীন।

বুখারীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী আলী (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া বলেন, "আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিলেন, আবু বাক্‌র (রা)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? জবাব দিলেন, উমার (রা)। আমি এই ভয়ে আর জিজ্ঞেস করলাম না যে, আবার এই প্রশ্ন করলে হয়ত বলবেন, উসমান (রা)। তাই আমি বললাম, তারপর কি আপনি? জবাব দিলেন, "আমি মুসলমানদের একজন ছাড়া আর কিছু নই।"

আলী (রা) থেকে সহীহ সনদের মাধ্যমে মুসনাদে আহমদ, বাযযার ও তাবারানীতে আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার পরে কে আমীর হবেন? তিনি জবাব দেন ঃ

"যদি তোমরা আবু বাক্‌রকে আমীর বানাও তাহলে তাকে পাবে আমানতদার, দুনিয়ার ব্যাপারে নির্লোভ ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। যদি তোমরা উমারকে আমীর বানাও তাহলে তাকে পাবে শক্তিশালী আমানতদার। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সে কোন দুর্নাম রটনাকারীর দুর্নামের পরোয়া করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে আমীর বানাও, তবে আমার মনে হয় তোমরা তা করবে না, তাহলে তোমরা তাকে পাবে পথপ্রদর্শনকারী ও পথপ্রাপ্ত যে তোমাদেরকে সোজা পথে চালাবে" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নম্বর ৮৫৯)।

এই মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ২৬টি নির্ভুল সনদের মাধ্যমে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, আলী (রা) তাঁর এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বাক্‌র (রা) এবং তাঁর পরে উমার (রা)। এই রিওয়ায়াতগুলির অধিকাংশের সমস্ত বর্ণনাকারী সিকাহ্ অর্থাৎ পুরোপুরি সৎ, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য এবং এদের কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। হাদীস শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী ২৩টি রিওয়ায়াত 'সহীহ' ও ২টি 'হাসান'। কেবলমাত্র একটি রিওয়ায়াত 'যঈফ'। এর মধ্যে ১২টি হাদীসের রাবী হচ্ছেন আবু জুহাইফা সাহাবী। আলী (রা)-র খেলাফত আমলে তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগ ও বায়তুল মালের প্রধান। তিনি বলেন, আলী (রা) তার বক্তৃতার মাঝখানে প্রশ্ন করলেন, তোমরা জানো কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনিই সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি জবাব দিলেন, না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বাক্‌র এবং তার পরে উমার (রা)।

(আলীকে গালমন্দ করতে কিসে তোমায় বাধা দিল)।

٣٦٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسُبَّ اَبَا تُرَابٍ قَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَنْ اَسُبَّهُ لاَنْ تَكُوْنَ لِىْ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِعَلِىٍّ وَخَلَّفَهُ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَخْلُفُنِىْ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلاَّ اَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِىْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ اُدْعُوْا لِىْ عَلِيًّا قَالَ فَاَتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ فَبَصَقَ فِىْ عَيْنِهِ فَدَفَعَ الرَّايَةَ اِلَيْهِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَاءَكُمْ الْاٰيَةَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَّفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ اَهْلِىْ .

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস (রা)-র এ রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে ঃ উমার (রা)-র ইন্তিকালের পর তাঁকে গোসল দেয়ার জন্য খাটিয়ায় এনে রাখা হল। চারদিক থেকে লোকেরা উঠে দাঁড়ায় এবং তার জন্য দোয়া করতে থাকে। এমন সময় এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার কাঁধে কনুইয়ের ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলেন এবং বলতে লাগলেন, "আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তুমি ছাড়া আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সম্পর্কে আমি মনের গভীরে এ আকাংখা পোষণ করি যে, তার মত আমলনামা নিয়ে যেন আমি আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হতে পারি। আমি আশা করি, আল্লাহ তোমাকে তোমার দুই সাথীর [রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা)] কাছেই রাখবেন। কারণ আমি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম ঃ অমুক জায়গায় ছিলাম আমি, আবু বাক্‌র ও উমার; অমুক কাজটি করেছিলাম আমি, আবু বাক্‌র ও উমার; অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম আমি, আবু বাক্‌র ও উমার; অমুক জায়গা থেকে বের হলাম আমি, আবু বাক্‌র ও উমার"। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি পেছনে ফিরে দেখলাম, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) কথাগুলো বলছেন (এ রিওয়ায়াতগুলোর জন্য দেখুন মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নম্বর ৮২৩ থেকে ৮৩৭, ৮৭১, ৮৭৮ থেকে ৮৮৩, ৯০৯, ৯২২, ৯৩২ থেকে ৯৩৪, ১০৩০ থেকে ১০৩২, ১০৪০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৯, ১০৬০) (সম্পা.)।

৩৬৬২। আমের ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) সাদ (রা)-কে (গালমন্দ করার) নির্দেশ দিয়ে বলেন, আবু তুরাবকে গালি দিতে তোমায় কিসে বাধা দিল? সাদ (রা) বলেন, যতক্ষণ আমি তিনটি কথা স্মরণ রাখব, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ আমি তাকে গালমন্দ করব না। ঐগুলোর একটি কথাও আমার কাছে লাল রংয়ের উট প্রাপ্তির চাইতেও অধিক প্রিয়। (এক) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী (রা)-র উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে শুনেছি, যখন তিনি তাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে কোন এক যুদ্ধাভিযানে যান। তখন আলী (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের সাথে রেখে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার স্থান আমার কাছে মূসা আলাইহিস সাল্লামের কাছে হারূন আলাইহিস সালামের অনুরূপ? কিন্তু (পার্থক্য এই যে,) আমার পরে কোন নবী নেই। (দুই) আমি খাইবারের (যুদ্ধাভিযানের) দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। রাবী বলেন, সকলে তা পাওয়ার অপেক্ষা (আশা) করতে থাকে। তিনি বলেন ঃ তোমরা আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। রাবী বলেন, তিনি তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হন, তখন তার চোখ উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই চোখে নিজের মুখ নিঃসৃত লালা লাগিয়ে দেন এবং তার হাতে পতাকা অর্পণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয়ী করলেন। (তিন) যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) ঃ আমরা আহ্‌বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে...." (৩ ঃ ৬১), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকেন (এবং তাদেরকে নিয়ে উন্মুক্ত ময়দানে গিয়ে) বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! এরা সবাই আমার পরিবার-পরিজন (আ,মু)।[২০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব এবং উপরোক্ত সূত্রে সহীহ।

---

২০. হাদীসের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে হয়ত মুআবিয়া (রা) সাদ (রা)-কে আলী (রা)-কে গালমন্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ নির্দেশ পালন না করলে তিনি তার কৈফিয়ত তলব করে বলেন, "আবু তুরাবকে গালমন্দ করতে তোমায় কিসে বাধা দিল"? অথবা তিনি তাকে গালমন্দ করতে বলেননি, বরং উক্ত শব্দ ব্যবহার করে তিনি আলী (রা)-র ইজতিহাদ প্রসূত ভুলের

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪
(আলীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন)।

٣٦٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ جَيْشَيْنِ وَاَمَّرَ عَلٰى اَحَدِهِمَا عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَلَى الْاٰخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَقَالَ اِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِىٌّ قَالَ فَافْتَتَحَ عَلِىٌّ حِصْنًا فَاَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِىْ خَالِدٌ كِتَابًا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَشِىْ بِهِ قَالَ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَرَاَ الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرٰى فِىْ رَجُلٍ يُّحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ قُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُوْلِهِ وَاِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ فَسَكَتَ .

৩৬৬৩। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি সামরিক বাহিনী পাঠান এবং একদলের সেনাপতি নিযুক্ত

সমালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন (দ্র. তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, ১০খ, পৃ. ২২৮)। মুসনাদে আবু ইয়ালায় বর্ণিত আছে, "সাদ (রা) বলেন, আমার মাথার সিঁথায় কড়াত স্থাপন করেও যদি আমাকে আলী (রা)-কে গালমন্দ করতে বলা হয় তবুও আমি কখনও তাকে গালমন্দ (মা আসুব্বুহু) করব না" (ফাত্হুল বারী, মানাকিব আলী)।

কিন্তু উক্ত হাদীসে সাদ (রা) আলী (রা)-র যে তিনটি মর্যাদার উল্লেখ করেছেন তাতে শব্দটি ইজতিহাদী ভুলের সমালোচনা অর্থে নয়, বরং "গালমন্দ" অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ঐ সময় তাদের দু'জনের মধ্যে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সেই অবস্থায় এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে গালি দেয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও সংঘটিত হয়, যাতে বহু প্রবীণ সাহাবী নিহত হন এবং যার ফলে ইসলামী খেলাফত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আলী (রা)-র শাহাদাত লাভের কিছু কাল পর মুসলিম উম্মাহ খেলাফতের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে বংশগত রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই তুলনায় গালি দেওয়ার বিষয়টি আপত্তিকর কিছুই ছিল না। তাছাড়া সুন্নী ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়্যা রাজতন্ত্রের শাসকগণ আলী (রা)-সহ আহ্লে বায়তকে প্রকাশ্য জনসভায়, এমনকি জুমুআর খোতবায় পর্যন্ত গালমন্দ করত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) নিজেকে খলীফা ঘোষণার ও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয় এবং তিনি জুমুআর খোতবায় আহ্লে বায়তকে গালমন্দ করার স্থানে কুরআন মজীদের এ আয়াত স্থাপন করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (সূরা আন-নাহল ঃ ৯০) (সম্পা.)।

করেন আলী (রা)-কে এবং অপর দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-কে। তিনি আরো বলেন ঃ যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন আলীই হবে (সমগ্র বাহিনীর) প্রধান সেনাপতি। রাবী বলেন, আলী (রা) একটি দুর্গ জয় করেন এবং তথা থেকে একটি যুদ্ধবন্দিনী নিয়ে নেন। এ সম্পর্কে খালিদ (রা) এক পত্র লিখে আমার মারফত তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। রাবী বলেন, আমি চিঠি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি চিঠি পড়ার পর তাঁর (মুখমণ্ডলের) রং বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি এমন লোক সম্পর্কে কি ভাবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও যাকে ভালোবাসেন? রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র অসন্তোষ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। আমি একজন বার্তাবাহক মাত্র। (এ কথায়) তিনি নীরব হন।২১

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

(চুপিসারে আলীর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাক্যালাপ)।

٣٦٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا انْتَجَيْتُهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاهُ .

৩৬৬৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফ অভিযানের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে কাছে ডেকে তার সাথে চুপিসারে আলাপ করেন। লোকেরা বলল, তিনি তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ চুপিসারে কথাবার্তা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তার সাথে চুপিসারে কথা বলিনি, বরং আল্লাহ্ই তার সাথে চুপিসারে কথা বলেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আল-আজলাহ -এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। ইবনুল ফুদাইল ছাড়াও অপর রাবী আল-আজলাহ্ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহ্ই চুপিসারে তার সাথে কথা বলেছেন" বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তার সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য আল্লাহ্ই আমাকে আদেশ করেছেন।

২১. হাদীসটি ১৬৪৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

(নাপাক অবস্থায় আমি ও আলী মসজিদ অতিক্রম করতে পারব)।

٣٦٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يُجْنِبَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَغَيْرَكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ مَا مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِيْ وَغَيْرَكَ .

৩৬৬৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আলী! তুমি ও আমি ব্যতীত নাপাক অবস্থায় আর কারো জন্য এ মসজিদ অতিক্রম করা বৈধ নয়। আলী ইবনুল মুনযির বলেন, আমি দিরার ইবনে সুরাদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীসের তাৎপর্য কি? তিনি বলেন, তুমি ও আমি ছাড়া নাপাক অবস্থায় এ মসজিদের মধ্য দিয়ে চলাচল করা অন্য কারো জন্য বৈধ নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (ইমাম বুখারী) এ হাদীস আমার নিকট শুনেছেন এবং তিনি এটিকে গরীব বলে মন্তব্য করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

[নবী (সা) সোমবার নবূয়াতপ্রাপ্ত হন]।

٣٦٦٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلاَئِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَصَلّٰى وَعَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ .

৩৬৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়াতপ্রাপ্ত হন সোমবার এবং তিনি ও আলী (রা) নামায পড়েন মঙ্গলবার।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মুসলিম আল-আওয়ারের সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আর মুসলিম আল-আওয়ার হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন। উক্ত হাদীস মুসলিম-হাব্বাহ-আলী (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى .

৩৬৬৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন ঃ তুমি আমার কাছে মর্যাদায় মূসা আলাইহিস সালামের জন্য হারূন স্থানীয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস সাদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারীর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসকে গরীব বলা হয়েছে।

٣٦٦٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلاَّ اَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ .

৩৬৬৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন ঃ তুমি আমার কাছে মর্যাদায় মূসা আলাইহিস সাল্লামের জন্য হারূন স্থানীয়। তবে আমার পরে কোন নবী নেই।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে সাদ, যায়েদ ইবনে আরকাম, আবু হুরায়রা ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

(মসজিদে কেবল আলীর দরজাই খোলা থাকবে)।

٣٦٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِسَدِّ الْاَبْوَابِ اِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ .

৩৬৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) আলী (রা)-র দরজা ব্যতীত সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল শোবা থেকে উক্ত সূত্রে এভাবেই এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

٣٦٧٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَخِيْ مُوْسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَّحُسَيْنٍ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاَحَبَّ هٰذَيْنِ وَاَبَاهُمَا وَاُمَّهُمَا كَانَ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৬৭০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের হাত ধরে বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে এবং এ দু'জন ও তাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে একই মর্যাদায় অবস্থান করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল জাফর ইবনে মুহাম্মাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস এভাবে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯
(সর্বপ্রথম আবু বাক্‌র, আলী ও খাদীজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন)।

٣٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ .

৩৬৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইসলাম গ্রহণ করে) আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম নামায পড়েন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আমরা কেবল শোবা-আবু বাল্‌জ সূত্রে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। আবু বাল্‌জের নাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু মুসলিম। কতক বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)। আলী (রা) আট বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রা)।

٣٦٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ عَلِيٌّ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ فَاَنْكَرَهُ وَقَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ .

৩৬৭২। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি এ কথাটি ইবরাহীম নাখঈর নিকট উল্লেখ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আবু বাক্র (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হামযার নাম তালহা ইবনে ইয়াযীদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

(মোনাফিকরাই আলীর প্রতি বিদ্বেষী)।

٣٦٧٣- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ اَخِيْ يَحْيَ بْنِ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ عَهِدَ الَيَّ النَّبِيُّ ﷺ اَلنَّبِيُّ الْاُمِّيُّ اَنَّهُ لاَ يُحِبُّكَ الاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُكَ الاَّ مُنَافِقٌ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ اَنَا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْنَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ .

৩৬৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মী নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ ওসিয়াত করেন যে, মুমিনরাই তোমাকে মহব্বত করবে এবং মোনাফিকরাই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। আদী ইবনে সাবিত (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগের জন্য দোয়া করেছেন, আমি সে যুগের অন্তর্ভুক্ত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٦٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ صَبِيْحٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ شَرَاحِيْلَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْنِىْ حَتّٰى تُرِيَنِىْ عَلِيًّا .

৩৬৭৪। উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী পাঠান, তাদের সাথে আলী (রা)-ও ছিলেন। রাবী বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই হাত উপরে তুলে বলতে শুনলাম ঃ ইয়া আল্লাহ! আমায় আলীকে না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দান করো না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

আবু মুহাম্মাদ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-র মর্যাদা।

٣٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ ٠

৩৬৭৫। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। (যুদ্ধে আহত হওয়ার পর) তিনি একটি পাথরের উপর উঠতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি তালহা (রা)-কে তাঁর নীচে বসিয়ে তার কাঁধে চড়ে পাথরের উপর উঠে আসীন হন। রাবী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তালহা (তার জন্য জান্নাত) অবধারিত করে নিয়েছে।[২২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى شَهِيْدٍ يَّمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

৩৬৭৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কেউ পৃথিবীর বুকে বিচরণরত কোন শহীদ ব্যক্তিকে দেখে খুশী হতে চায়, তবে সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌র প্রতি তাকায় (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আস-সাল্‌ত ইবনে দীনানের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। কতক হাদীসবিদ আস-সাল্‌ত ইবনে

২২. হাদীসটি ১৬৩৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

দীনারের সমালোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন। তারা সালেহ ইবনে মূসারও সমালোচনা করেছেন।

٣٦٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ سَمِعَتْ اُذُنِيْ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَاىَ فِى الْجَنَّةِ .

৩৬৭৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমার কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে বলতে শুনেছে ঃ তালহা ও যুবাইর দু'জনই বেহেশতে আমার প্রতিবেশী (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস সর্ম্পকে জানতে পেরেছি।

٣٦٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اَلاَ اُبَشِّرُكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ •

৩৬৭৮। মূসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে তালহা তাদের অন্তর্ভুক্ত।[২৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা মুআবিয়া (রা)-র এ হাদীস আমরা কেবল উপরোক্তভাবে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

(তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ তার মানত পূর্ণ করেছেন)।

٣٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ مُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنَىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِمَا طَلْحَةَ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لِاَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ سَلْهُ عَمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ وَكَانُوْا لاَ يَجْتَرِئُوْنَ عَلٰى مَسْاَلَتِهِ يُوَقِّرُوْنَهُ وَيَهَابُوْنَهُ فَسَاَلَهُ الْاَعْرَابِىُّ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ

২৩. হাদীসটি ৩১৪০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

سَالَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِد وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ فَلَمَّا رَاٰنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذَا مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ .

৩৬৭৯। তালাহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এক মূর্খ বেদুইনকে বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র নবীকে জিজ্ঞেস কর, যে ব্যক্তি নিজের মানত পূর্ণ করেছেন তিনি কে? সাহাবীগণ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে দুঃসাহস করতেন না। তারা তাঁকে সমীহ করতেন এবং তাঁর মর্যাদাবোধে তারা প্রভাবিত ছিলেন। অতএব বেদুইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারও জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। (তালহা বলেন) অতঃপর আমি সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মসজিদের দরজা দিয়ে আবির্ভূত হলাম। আমাকে দেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি তার মান্নত পূরণ করেছে" এই প্রশ্নকারী কোথায়? বেদুইন বলল, এই যে আমি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত।[২৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবু কুরাইব-ইউনুস ইবনে বুকাইর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। একাধিক শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদ এ হাদীস আবু কুরাইবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে এ হাদীস আবু কুরাইবের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি এবং তিনি তার কিতাবুল ফাওয়াইদ শীর্ষক গ্রন্থে এ হাদীস সংকলন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-র মর্যাদা।

٣٦٨٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ .

৩৬৮০। আয-যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরাইযার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উদ্দেশ্যে একত্রে তাঁর

২৪. হাদীসটি ৩১৪১ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

পিতা-মাতার উল্লেখ করে বলেন ঃ আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

(আমার হাওয়ারী আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম)।

٣٦٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ .

৩৬৮১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী) ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হল আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 'হাওয়ারী' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বলে কথিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

(একই বিষয়)।

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَضَرِىُّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ وَزَادَ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِيْهِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا .

৩৬৮২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (একনিষ্ঠ সাহায্যকারী) ছিল। আর আমার হাওয়ারী হল আয-যুবাইর। আবু নুআইমের বর্ণনায় আরো আছে ঃ (এ কথা তিনি) আহ্যাবের দিন (খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেন)। তিনি বলেন ঃ কে আমাকে কুরাইশদের (কাফেরদের) খবর সংগ্রহ করে দিতে পারে? আয-যুবাইর (রা) বলেন, আমি। উক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেন এবং আয-যুবাইর (রা)-ও (তিনবারই) বলেন, আমি (বু,মু,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬
(আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তার প্রতিটি অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে)।

٣٦٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللّٰهِ صَبِيْحَةَ الْجَمَلِ فَقَالَ مَا مِنِّيْ عُضْوٌ إِلاَّ وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى ذٰلِكَ إِلَى فَرْجِهِ .

৩৬৮৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয-যুবাইর (রা) উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন সকালে নিজ পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে ওসিয়াত করে বলেন, বৎস! আমার শরীরে এমন কোন অঙ্গ নেই, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (জিহাদে) ক্ষত-বিক্ষত হয়নি, এমনকি আমার লজ্জাস্থানও (ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭
আবদুর রহমান ইবনে আওফ ইবনে আবদে আওফ আয-যুহ্‌রী (রা)-এর মর্যাদা।

٣٦٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ .

৩৬৮৪। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাক্‌র বেহেশতী, উমার বেহেশতী, উসমান বেহেশতী, আলী বেহেশতী, তালহা বেহেশতী, যুবাইর বেহেশতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ বেহেশতী, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস বেহেশতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ বেহেশতী এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বেহেশতী।[২৫]

২৫. এই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবী তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। তাই তাদেরকে আশারা মুবাশশারা (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয় (সম্পা.)।

আবু মুসআব-আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ-আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদ-তার পিতা-সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র উল্লেখ নাই। এ হাদীস আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদ-তার পিতা-সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

٣٦٨٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِىْ نَفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَشَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ وَّعُثْمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ فَعَدَّ هٰؤُلاَءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا اَبَا الاَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ نَشَدْتُمُوْنِىْ بِاللّٰهِ اَبُوْ الاَعْوَرِ فِى الْجَنَّةِ .

৩৬৮৫। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দশ ব্যক্তি বেহেশতী। (তারা হলেন) আবু বাক্‌র বেহেশতী, উমার বেহেশতী এবং আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান, আবু উবাইদা ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস (রা)। রাবী বলেন, তারা উক্ত নয়জনকে গণনা করেন এবং দশম ব্যক্তি সম্পর্কে নীরব থাকেন। তখন লোকেরা বলল, হে আবুল আওয়ার! আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি, দশম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছ। আবুল আওয়ার বেহেশতী।

আবু ঈসা বলেন, আবুল আওয়ার হলেন সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা)। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮
(আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) নবী-পরিবারের জন্য চার লক্ষ দীনার ব্যয় করেন)।

٣٦٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُهِمُّنِىْ بَعْدِىْ وَلَنْ يَّصْبِرَ عَلَيْكُنَّ اِلاَّ الصَّابِرُوْنَ قَالَ ثُمَّ تَقُوْلُ عَائِشَةُ فَسَقَى اللّٰهُ اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ تُرِيْدُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَقَدْ كَانَ وَصَلَ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَالٍ بِيْعَتْ بِاَرْبَعِيْنَ اَلْفًا .

৩৬৮৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রীদের) বলতেন ঃ আমার (মৃত্যুর) পরে তোমাদের অবস্থা (ভরণপোষণের ব্যবস্থা) যে কি হবে তৎসম্পর্কে আমি চিন্তিত (কারণ তোমাদের জন্য কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব রেখে যাইনি)। ধৈর্য ধারণকারী ও সহিষ্ণুতা অনুরাগী লোক ব্যতীত কেউ তোমাদের অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। আবু সালামা (র) বলেন, পরবর্তী কালে আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ যেন তোমার পিতাকে অর্থাৎ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে জান্নাতের সালসাবীল নামক প্রস্রবণের পানি পান করান।[২৬] কেননা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন তার চল্লিশ হাজার (দীনার) মূল্যের সম্পত্তি তাদের সেবায় নিয়োজিত করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اَوْصٰى بِحَدِيْقَةٍ لِاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِيْعَتْ بِاَرْبَعِ مِائَةِ اَلْفٍ .

৩৬৮৭। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তার চার লক্ষ দিরহাম মূল্যের একটি বাগান উম্মুহাতুল মুমিনীনের জন্য ওসিয়াত করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

---

২৬. সালসাবীল জান্নাতের একটি ঝরনার নাম (দ্র. সূরা আদ-দাহ্র ঃ ১৮) (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

আবু ইসহাক সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মর্যাদা।

আবু ওয়াক্কাস (রা)-র নাম মালেক ইবনে উহাইব।

٣٦٨٨- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَذْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ اِذَا دَعَاكَ .

৩৬৮৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সাদ আপনার দরবারে দোয়া করলে তা কবুল করুন" (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস ইসমাঈল-কায়েস (র) সূত্রেও বর্ণিত আছে। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সাদ আপনার নিকট দোয়া করলে তা কবুল করুন"। এ বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

(সাদ আমার মামা)।

٣٦٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا خَالِيْ فَلْيُرِنِيْ امْرُءٌ خَالَهُ .

৩৬৮৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা) এসে উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইনি আমার মামা। কেউ দেখাক তো তার মামাকে (যে আমার মামার সমকক্ষ হতে পারে)!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুজালিদের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। সাদ (রা) ছিলেন বনূ যুহ্‌রার লোক এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মাও ছিলেন বনূ যুহ্‌রার সদস্যা। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইনি আমার মামা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

(আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক)।

٣٦٩٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ عَلِيٌّ مَا جَمَعَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَاهُ وَاُمَّهُ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِسَعْدٍ قَالَ لَهُ يَوْمَ اُحُدٍ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ اِرْمِ اَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ .

৩৬৯০। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিজের পিতা-মাতাকে একত্র করেননি। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন তাকে বলেন ঃ আমার আব্বা-আম্মা তোমার জন্য কোরবান হোক। হে নওজোয়ান! (শত্রুর প্রতি) তীর নিক্ষেপ কর।[২৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী এ হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-সাদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ .

৩৬৯১। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উৎসর্গ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٦٩٢- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْدِىْ اَحَدًا بِاَبَوَيْهِ اِلاَّ لِسَعْدٍ فَاِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَوْمَ اُحُدٍ يَقُوْلُ اِرْمِ سَعْدُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ .

৩৬৯২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ব্যতীত আর কারো উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উৎসর্গ করতে শুনিনি। উহুদের যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ তীর নিক্ষেপ কর হে সাদ! তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

২৭. হাদীসটি ২৭৬ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২
[সাদ (রা) মহানবী (সা)-কে পাহারা দেন]।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا يَحْرُسُنِيْ اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السِّلاَحِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ خَوْفٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ اَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ.

৩৬৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন যুদ্ধাভিযান থেকে) মদীনায় ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন যেন রাতে ঘুমাতে পারলেন না। তিনি বলেন ঃ আহা! কোন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি যদি আজকের রাতটুকু আমাকে পাহারা দিত। আইশা (রা) বলেন, আমরা এই চিন্তায় ছিলাম, ইত্যবসরে অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কে? তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কেন এসেছ? সাদ (রা) বলেন, আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা সম্পর্কে শংকা জাগ্রত হওয়ায় আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করেন, অতঃপর ঘুমিয়ে যান (বু,মু)।[২৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩
আবুল আওয়ার (রা)-র মর্যাদা।
তাঁর নাম সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা)।

٣٦٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ

---

২৮. "আল্লাহ তোমায় মানুষ থেকে রক্ষা করবেন" (৫ ঃ ৬) আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রহরা ব্যবস্থা তুলে দেন (সম্পা.)।

أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آثَمْ قِيْلَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحِرَاءٍ فَقَالَ أُثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ قِيْلَ وَمَنْ هُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَّطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قِيْلَ فَمَنِ الْعَاشِرُ قَالَ أَنَا .

৩৬৯৪। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নয়জন লোক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা বেহেশতী। আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও সাক্ষ্য দেই তবে তাতেও আমি গুনাহগার হব না। জিজ্ঞেস করা হল, তা কিরূপে? তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হেরা পর্বতের উপর ছিলাম। (হেরা কেঁপে উঠলে) তিনি বলেনঃ হেরা! স্থির হও। অবশ্যই তোমার উপরে আছেন একজন নবী অথবা একজন সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) অথবা একজন শহীদ। বলা হল, তারা কারা? তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, দশম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আমি (আ,ই,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে মানী-হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ-শোবা-আল-হুর ইবনুস সাব্বাহ-আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস-সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ শেষোক্ত সূত্রের হাদীসটি হাসান (আ,দা,না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

আবু উবাইদা আমের ইবনুল জাররাহ (রা)-র মর্যাদা।

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالاَ ابْعَثْ مَعَنَا أَمِيْنَكَ قَالَ فَإِنِّيْ سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ أَمِيْنًا حَقَّ

أَمِيْنٍ فَاَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ اِسْحَاقَ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ صِلَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً .

৩৬৯৫। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সম্প্রদায়ের (নাজরানের খৃস্টানদের) এক নেতা ও তার প্রতিনিধি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাদের সাথে আপনার একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে একজন পূর্ণ বিশ্বস্ত লোক পাঠাব। সাহাবীগণ এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার আকাংখা পোষণ করতে থাকলেন। অতঃপর তিনি আবু উবাইদা (রা)-কে প্রেরণ করেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আবু ইসহাক যখনই (তার উসতাদ) সিলাহ্-এর বরাতে এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, আমি এ হাদীস তার নিকট ষাট বছর পূর্বে শুনেছি (বু,মু)।[২৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। ইবনে উমার ও আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ "প্রত্যেক উম্মাতের একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ"। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-সালম ইবনে কুতাইবা-আবু দাউদ-শোবা-আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা (রা) বলেছেন, সিলাহ ইবনে যুফার হলেন একজন সোনার মানুষ।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيُّ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ قَالَتْ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَتْ ثُمَّ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَتْ ثُمَّ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ فَسَكَتَتْ .

৩৬৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বাক্র (রা)। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বলেন, উমার (রা)। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বলেন, তারপর আবু উবাইদা ইবনুল

২৯. হাদীসটি ৩৭৩৩ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

জাররাহ (রা)। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? এবার তিনি নীরব রইলেন।৩০

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

৩৬৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আবু বাক্র অতি উত্তম লোক, উমার অতি চমৎকার লোক এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহও অতি চমৎকার লোক (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল সুহাইলের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবুল ফাদল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র মর্যাদা।

٣٦٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ اِذَا تَلاَقَوْا بَيْنَهُمْ تَلاَقَوْا بِوُجُوْهٍ مُبْشَرَةٍ وَاِذَا لَقُوْنَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يُحِبَّكُمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ اٰذٰى عَمِّىْ فَقَدْ اٰذَانِىْ فَاِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ .

৩৬৯৮। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (র) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করেন। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কিসে আপনাকে ক্ষুব্ধ করেছে? তিনি

---

৩০. মানাকিবে আবু বাক্র এ পুনরুক্ত।

বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সাথে কুরাইশদের কি হল? তারা নিজেরা যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন উজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হয়। কিন্তু তারা আমাদের (হাশিমীদের) সাথে এর বিপরীত অবস্থায় মিলিত হয়। রাবী বলেন, (এ কথায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই ক্ষুব্ধ হন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না, যাবত না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য আপনাদেরকে ভালোবাসে। এরপর তিনি বলেন ঃ হে লোকেরা! যে কেউ আমার চাচাকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। কেননা কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতৃস্থানীয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

(চাচা পিতৃস্থানীয়)।

٣٦٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ اَوْ مِنْ صِنْوِ اَبِيْهِ .

৩৬৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল-আব্বাস হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। আর চাচা হল পিতৃস্থানীয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবুয যিনাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস উপরোক্তভাবে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

[আল-আব্বাস (রা) ও তার সন্তানদের জন্য দোয়া]।

٣٧٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ فِى الْعَبَّاسِ اِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ وَكَانَ عُمَرُ كَلَّمَهُ فِىْ صَدَقَتِهِ .

৩৭০০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আব্বাস (রা) সম্পর্কে উমার (রা)-কে বলেন ঃ কোন ব্যক্তির চাচা তার

পিতৃস্থানীয়। আল-আব্বাস (রা)-র যাকাত প্রদান সম্পর্কে উমার (রা) কিছু বলেছিলেন (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٧٠١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ اِذَا كَانَ غَدَاةَ الْاِثْنَيْنِ فَأْتِنِيْ اَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتّٰى اَدْعُوْ لَهُمْ بِدَعْوَةٍ يَّنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ فَأَلْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لاَ تُغَادِرُ ذَنْبًا اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وَلَدِهِ .

৩৭০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আব্বাস (রা)-কে বললেন : আগামী সোমবার সকালে আপনি আমার কাছে আসবেন এবং আপনার সন্তানদেরকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমি আপনার জন্য এবং আপনার সন্তানদের জন্য একটি দোয়া করব, যার বদৌলতে আল্লাহ্ আপনাকেও উপকৃত করবেন এবং আপনার সন্তানদেরও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সকালে তিনি গেলেন এবং আমরাও তার সাথে গেলাম। তিনি আমাদের গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে দিলেন, অতঃপর বললেনঃ "হে আল্লাহ! আল-আব্বাস ও তার সন্তানদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক এমনভাবে মাফ করে দিন যার পর তাদের আর কোন অপরাধ অবশিষ্ট না থাকে। হে আল্লাহ্! তাকে তার সন্তানদের অধিকার পূরণের তৌফীক দিন"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

(আল-আব্বাস আমার থেকে এবং আমি তার থেকে)।

٣٧٠٢- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَبَّاسُ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ .

৩৭০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল-আব্বাস আমার থেকে এবং আমি তার থেকে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল ইসরাঈলের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি (কোন কোন নোসখায় এ হাদীস অনুপস্থিত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

জাফর ইবনে আবু তালিব (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ .

৩৭০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি (স্বপ্নে) জাফরকে বেহেশতের মধ্যে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াতে দেখেছি (হা)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে যঈফ বলেছেন। তিনি আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

(জাফর দৈহিক গঠনে ও স্বভাব-চরিত্রে আমার সদৃশ)।

٣٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلاَ انْتَعَلَ وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَ رَكِبَ الْكُوْرَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرٍ .

৩৭০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর জাফর (রা)-র চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি জুতা পরিধান করেনি, জন্তুযানে আরোহণ করেনি, উটের পালানে উঠেনি (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ .

৩৭০৫। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বলেনঃ তুমি দৈহিক কাঠামোয় ও স্বভাব-চরিত্রে আমার সদৃশ। এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْ يَحْيَى التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنْ كُنْتُ لَاَسْاَلُ الرَّجُلَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْاٰيَاتِ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَنَا اَعْلَمُ بِهَا مِنْهُ مَا اَسْاَلُهُ اِلاَّ لِيُطْعِمَنِيْ شَيْئًا فَكُنْتُ اِذَا سَاَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ لَمْ يُجِبْنِيْ حَتّٰى يَذْهَبَ بِيْ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَيَقُوْلَ لِاِمْرَاَتِهِ يَا اَسْمَاءُ اَطْعِمِيْنَا فَاِذَا اَطْعَمَتْنَا اَجَابَنِيْ وَكَانَ جَعْفَرُ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ اِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَنِّيْهِ بِاَبِي الْمَسَاكِيْنِ .

৩৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অপরের চেয়ে উত্তমরূপে কুরআনের আয়াতের মর্ম আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন সাহাবীর নিকট তার মর্ম জিজ্ঞেস করতাম এ উদ্দেশ্যে যাতে তিনি আমাকে (তার বাড়িতে নিয়ে) কিছু আহার করান। আমি জাফর ইবনে আবু তালিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেই তিনি আমাকে জবাব না দিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যেতেন, অতঃপর তার স্ত্রীকে বলতেন, হে আসমা! আমাদেরকে আহার করাও। তার স্ত্রী আমাদেরকে আহার করানোর পর তিনি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। জাফর (রা) ছিলেন দরিদ্র্য বৎসল এবং তিনি তাদের সাথে উঠা-বসা করতেন, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তারাও তার সাথে কথাবার্তা বলত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবুল মাসাকীন (দরিদ্রদের পিতা) উপনামে আখ্যায়িত করেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবু ইসহাক আল-মাখযূমী হলেন ইবরাহীম ইবনুল ফাদল আল-মাদীনী। কোন কোন হাদীসবিদ তার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১
আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আলী এবং আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحُفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

৩৭০৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল-হাসান ও আল-হুসাইন উভয়ে জান্নাতী যুবকদের নেতা (আ)।[৩১]

সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী-জারীর ও ইবনে ফুদাইল-ইয়াযীদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ ও হাসান। ইবনে আবু নুম হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম আল-বাজালী, কূফার অধিবাসী।

٣٧٠٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ النَّبَّالُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ قَالَ طَرَقْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِىْ بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلٰى شَىْءٍ لاَ اَدْرِىْ مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِىْ قُلْتُ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ فَاِذَا حَسَنٌ وَّحُسَيْنٌ عَلٰى وَرِكَيْهِ فَقَالَ هٰذَانِ ابْنَاىَ وَابْنَا ابْنَتِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُمَا .

৩৭০৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমার কোন প্রয়োজনে এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় বাইরে এলেন যে, একটা কিছু তাঁর পিঠে জড়ানো ছিল যা আমি জ্ঞাত ছিলাম না। আমি আমার প্রয়োজন সেরে অবসর হয়ে

---

৩১. উক্ত হাদীস বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই আল্লামা সুয়ূত্বী (র) এটিকে মুতাওয়াতির হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন (সম্পা.)।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দেহের সাথে জড়ানো এটা কি? তিনি পরিধেয় উন্মুক্ত করলে দেখা গেল তাঁর দুই কোলে হাসান ও হুসাইন (রা)। তিনি বলেন ঃ এরা দু'জন আমার পুত্র (নাতি) এবং আমার কন্যার পুত্র।[৩২] হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাদেরকে ভালোবাস এবং যে ব্যক্তি এদেরকে ভালোবাসবে, তুমি তাদেরকেও ভালোবাস (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٧٠٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ نُعْمٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَسْاَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا.

৩৭০৯। আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম (র) থেকে বর্ণিত। এক ইরাকবাসী মাছির রক্ত কাপড়ে লাগলে তার বিধান সম্পর্কে ইবনে উমার (রা)-র নিকট জানতে চায়। ইবনে উমার (রা) বলেন, তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য কর, সে মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রকে (নাতি) হত্যা করেছে।[৩৩] আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল-হাসান ও আল-হুসাইন দু'জন এই পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধময় ফুল (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। শোবা (র) এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়াকূবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু নুম হলেন আবদুর রহমান ইবনে নুম আল-বাজালী।

---

৩২. আরবরা তাদের বাকরীতিতে কখনো অধঃস্তন নারী-পুরুষকে পুত্র-কন্যা বলেন। যেমন হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি সত্য নবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি (দাদা) আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (অনু.)।

৩৩. ইরাকবাসী শীআদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই ইমাম হুসাইন (রা) কারবালা প্রান্তরে আহ্‌লে বাইতের সদস্যদেরসহ ইয়াযীদের সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। সুতরাং যারা রাসূলের বংশের রক্ত দিয়ে গোসল করেছে, আজ তারা কোন্ মুখে মাছির রক্তের বিধান জানতে চায় (সম্পা.)।

٣٧١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ حَدَّثَنَا رَزِيْنٌ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ سَلْمٰى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَعْنِيْ فِى الْمَنَامِ وَعَلٰى رَاْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ اٰنِفًا .

৩৭১০। সালমা আল-বাকরিয়া (র) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গেলাম, তখন তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তাঁর মাথায় ও দাড়িতে ধুলা লেগে আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কি হয়েছে? তিনি বলেন ঃ আমি এইমাত্র হুসাইনের নিহত হওয়ার স্থানে উপস্থিত হয়েছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣٧١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ اَهْلِ بَيْتِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَاطِمَةَ اُدْعِيْ لِيْ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا اِلَيْهِ .

৩৭১১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার আহলে বাইত-এর সদস্যগণের মধ্যে কে আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ আল-হাসান ও আল-হুসাইন। তিনি ফাতিমা (রা)-কে বলতেন ঃ আমার দুই সন্তানকে আমার কাছে ডাক। তিনি তাদেরকে শুঁকতেন এবং নিজের কলিজার সাথে লাগাতেন।

আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

(আল-হাসান দুই বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করবে)।

٣٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ .

৩৭১২। আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে নববীর) মিম্বারে উঠে বলেনঃ আমার এ পুত্র (হাসান) নেতা হবে এবং আল্লাহ তার দ্বারা (মুসলমানদের) দু'টি বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন (বু,দা,না)।[৩৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। "এই পুত্র" দ্বারা আল-হাসান ইবনে আলী (রা)-কে বুঝানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩
(হাসান-হুসাইনের প্রতি মহানবীর ভালোবাসা)।

٣٧١٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا اِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثِرَانِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ (اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ) نَظَرْتُ اِلٰى هٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثِرَانِ فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قَطَعْتُ حَدِيْثِىْ وَرَفَعْتُهُمَا .

৩৭১৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা বুরাইদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হাসান ও হুসাইন (রা) লাল বর্ণের জামা পরিহিত অবস্থায় (শিশু হওয়ার কারণে) আছাড়-পাছাড় খেয়ে হেটে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে তাদের দু'জনকে তুলে এনে নিজের সামনে বসান, অতঃপর বলেন ঃ মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ" (৬৪ ঃ১৫)। আমি তাকিয়ে দেখলাম এই শিশুদ্বয় আছাড়া-পাছাড় খেয়ে হেটে আসছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, এমনকি আমার বক্তৃতা বন্ধ করে তাদেরকে তুলে নিতে বাধ্য হলাম (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল হাসান ইবনে ওয়াকিদ-এর হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

---

৩৪. আলী (রা)-র ইনতিকালের পর তার সমর্থকরা আল-হাসান (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। অপরদিকে মুআবিয়া (রা)-ও খলীফা হওয়ার দাবি তোলেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হয়। হাসান (রা) খলীফা পদের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উম্মাতকে ফেতনা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মুআবিয়ার পক্ষে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে সংঘর্ষ এড়িয়ে আপোষে মীমাংসা করে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন (অনু.)।

٣٧١٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِّنَ الْاَسْبَاطِ .

৩৭১৪। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। নাতিগণের মধ্যে একজন হল হুসাইন (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٧١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَشْبَهَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ .

৩৭১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের মধ্যে দৈহিক কাঠামোয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল-হাসান ইবনে আলীর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিল না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ .

৩৭১৬। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। আল-হাসান ইবনে আলী ছিলেন (দৈহিক কাঠামোয়) তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (আ,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক, ইবনে আব্বাস ও ইবনুয যুবাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧١٧- حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ اَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيْءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ بِقَضِيْبٍ فِيْ أَنْفِهِ وَيَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا حُسْنًا لِمَ يُذْكَرُ قَالَ قُلْتُ اَمَا اِنَّهُ كَانَ مِنْ اَشْبَهِهِمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৭১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি ইবনে যিয়াদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আল-হুসাইন (রা)-র (পবিত্র শির কারবালা থেকে) এনে উপস্থিত করা হল। সে তার নাকে ছড়ি মারতে মারতে (ব্যঙ্গোক্তি করে) বলতে লাগল, এর মত সুন্দর আমি কাউকে তো দেখিনি! কেন একে সুন্দর বলা হত (অথচ সে তো সুন্দর নয়)? রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, সাবধান! লোকদের মধ্যে (দৈহিক কাঠামোয়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল-হুসাইন ইবনে আলীর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিল না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٧١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْحَسَنُ اَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ اِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

৩৭১৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক থেকে মাথা পর্যন্ত অংশের সাথে আল-হাসানের দৈহিক মিল ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক থেকে পা পর্যন্ত নীচের অংশের সাথে আল-হুসাইনের দৈহিক মিল ছিল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٧١٩- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَمَّا جِيْئَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ وَاَصْحَابِهِ نُضِدَتْ فِى الْمَسْجِدِ فِى الرَّحْبَةِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَائَتْ فَاِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَت تُخَلِّلُ الرُّؤُوْسَ حَتّٰى دَخَلَتْ فِيْ مِنْخَرَيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتّٰى تَغَيَّبَتْ ثُمَّ قَالُوْا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا .

৩৭১৯। উমারা ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তার সঙ্গীদের ছিন্ন মস্তক এনে কূফার আর-রাহ্বা নামক স্থানের মসজিদে স্তূপিকৃত করা হলে আমি সেখানে গেলাম।[৩৫] তখন লোকেরা এসে গেছে, এসে গেছে বলে চীৎকার করতে লাগল। দেখা গেল একটি সাপ এসে ঐসব মাথাগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ছিল। এমনকি সাপটি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করল, অতঃপর বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকেরা পুনরায় চীৎকার করে বলতে লাগলো, এসে গেছে এসে গেছে। এভাবে সাপটি দু'বার অথবা তিনবার এসে তার নাকের ছিদ্রে ঢুকে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বের হয়ে যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

(হাসান-হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা)।

٣٧٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَاَلَتْنِىْ اُمِّىْ مَتٰى عَهْدُكَ تَعْنِىْ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ مَا لِىْ بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مِنِّىْ فَقُلْتُ لَهَا دَعِيْنِىْ اٰتِى النَّبِىَّ ﷺ فَاُصَلِّىْ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَاَسْاَلُهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لِىْ وَلَكِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلّٰى حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِىْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَلِاُمِّكَ قَالَ اِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْاَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اِسْتَاْذَنَ رَبَّهُ اَنْ يُسَلِّمَ

---

৩৫. হিজরী ৬৬ সালের রবীউল আওয়াল মাসে মোখতার সাকাফী হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কূফাকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসে এবং হুসাইনের হত্যাকারীদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে থাকে। সে সীমারের মাথা কেটে কুকুরের সামনে ফেলে দেয়। এরপর ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে ইবরাহীম ইবনে মালেক আল-আশতার আন্-নাখাঈর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠানো হয়। মাওসিল নামক স্থানে উভয় দলের যুদ্ধ হলে শেষ পরিণতিতে ইবনে যিয়াদের ও তার সঙ্গীদের মাথা কেটে মোখতারের সামনে মসজিদের চত্বরে রাখা হয় এবং তাদের দেহকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা হয় (অনু.)।

عَلَىَّ وَبَشَّرَنِى بِاَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

৩৭২০। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কত দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কখন গিয়ে থাক? আমি বললাম, এত দিন থেকে আমি তাঁর খেদমতে হাযির হইনি। এতে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন। আমি তাকে বললাম, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়তে ছেড়ে দিন। তাহলে আমি তাঁর নিকট আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করব। অতএব আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে মাগরিবের নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি নফল নামায পড়তে থাকলেন, অবশেষে তিনি এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন এবং আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি, হুযাইফা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তোমার কি প্রয়োজন, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাকে মাফ করুন। তিনি বলেন ঃ ইনি একজন ফেরেশতা যিনি আজকের এ রাতের পূর্বে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুসংবাদ বয়ে আনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি চেয়েছেন ঃ ফাতিমা বেহেশতের নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আমরা কেবল ইসরাঈলের রিওয়ায়াত হিসাবেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

٣٧٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْصَرَ حَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ أُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا .

৩৭২১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে দেখে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ حَامِلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ .

৩৭২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী-তনয় হাসানকে নিজের কাঁধে বহন করছিলেন। এক ব্যক্তি বলেন, হে বালক! কতই না উত্তম সওয়ারীতে তুমি আরোহণ করেছ! (তার মন্তব্য শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে কতই না উত্তম আরোহী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। হাদীসের কতক বিশেষজ্ঞ আলেম যাম্‌আ ইবনে সালেহ্‌কে তার স্মরণশক্তির কারণে যঈফ বলেছেন।

٣٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ .

৩৭২৩। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী-তনয় হাসানকে তাঁর কাঁধে তুলে নিয়ে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালোবাস (বু,মু,না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

আহ্‌লে বাইত-এর মর্যাদা।

٣٧٢٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَنْ (مَا) اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ اَهْلَ بَيْتِيْ .

৩৭২৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বিদায় হজ্জে আরাফাতের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি এবং তাঁকে

বলতে শুনেছি ঃ হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা তা ধারণ বা অনুসরণ করলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব (আল-কুরআন) এবং আমার ইতরাত অর্থাৎ আমার আহ্‌লে বাইত।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু যার, আবু সাঈদ, যায়েদ ইবনে আরকাম ও হুযাইফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। যায়েদ ইবনুল হাসান থেকে সাঈদ ইবনে সুলাইমান প্রমুখ বিশেষজ্ঞ আলেম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا) فِىْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِىٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْتِ عَلٰى مَكَانِكِ وَاَنْتِ عَلٰى خَيْرٍ.

৩৭২৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোষ্য উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে" (৩৩ ঃ ৩৩)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে একখানা চাদরে ঢেকে নেন। আলী (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি তাঁকেও চাদরে ঢেকে নেন, অতঃপর বলেনঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। অতএব তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র কর"। তখন উম্মু সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেনঃ তুমি স্বস্থানে আছ এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ।৩৬

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা, মাকিল ইবনে ইয়াসার, আবুল হামরা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

---

৩৬. হাদীসটি ৩১৪৩ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

٣٧٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَّا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِيْ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْاٰخَرِ كِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ مِّنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَعِتْرَتِيْ اَهْلُ بَيْتِيْ وَلَمْ (لَنْ) يَتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِيْ فِيْهِمَا .

৩৭২৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম যা তোমরা মজবুতভাবে ধারণ (অনুসরণ) করলে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি অপরটির চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত এবং আমার পরিবার অর্থাৎ আমার আহ্‌লে বাইত। এ দু'টি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না কাওসার নামক ঝর্ণায় আমার সাথে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব তোমরা লক্ষ্য কর আমার পরে এতদুভয়ের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ কর (মু)।[৩৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

---

৩৭. শীআ সম্প্রদায় এ হাদীসের ভিত্তিতে বলে যে, কুরআনের পর কেবল আহ্‌লে বাইতকেই অনুসরণ করতে হবে, অন্যদের নয়। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখানে উক্ত মর্মের আরো একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-র মাধ্যমে সহীহ মুসলিমে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটির সনদ সবচাইতে শক্তিশালী এবং তা অধিকতর বিস্তারিতও। সেই হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাদীরে খুম নামক স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা! আমি একজন মানুষ। আল্লাহ্‌র প্রেরিত জন (মৃত্যুর পয়গাম নিয়ে) হয়ত খুব শিগগির এসে যেতে পারেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও আলো। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তাকে মযবুত করে ধর। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদেরকে কিতাবুল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন, অতঃপর বলেন ঃ আর দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে আমার আহ্‌লে বাইত। নিজের আহ্‌লে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" এ হাদীসের কোথাও এমন কোন ইংগিত দেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের পর আছে কেবলমাত্র আহ্‌লে বাইত, তাদের কাছ থেকেই তোমাদেরকে দীন শিখতে হবে এবং একমাত্র তাদেরই আনুগত্য করতে হবে। বরং এ হাদীস থেকে জানা যায়, ঐ দু'টি জিনিসকে "দু'টি ভারী জিনিস" বলা হয়েছে দু'টি পৃথক অর্থে। আল্লাহ্‌র কিতাবের ভারী হওয়ার কারণ, এটি হচ্ছে হেদায়াতের উৎস এবং তাকে

বাদ দেয়া বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আহলে বাইতকে ভারী বলার কারণ এই যে, এ দুনিয়ায় প্রায়ই মানব জাতির নেতৃস্থানীয়দের আহলে বাইত (পরিবারবর্গ) তাদের অনুসারীদের জন্য মহাপরীক্ষা প্রমাণিত হয়েছে। কোথাও তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের ব্যাপারে এত বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে উপাস্যে পরিণত করা হয়েছে। আবার কোথাও এত বেশী কড়াকড়ি করা হয়েছে যার ফলে তাদেরকে যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এভাবে নিজেদের নেতা ও নবীর পরিবারবর্গের প্রতি যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাকে জোর করে দাবিয়ে রাখাই হয় মূল উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষাপটেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করা থেকে বিরত থাক।

দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে যদি মেনেই নেয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইতরাত বা আহলে বাইতের (দু'টি শব্দই হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে) কাছ থেকে দীন শেখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে এ শব্দগুলো বলতে কেবল আলী (রা)-র আওলাদ বুঝানো হবে কেন? কুরআনের দৃষ্টিতে এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত হবেন। এর মধ্যে জাফর (রা), আকীল (রা)ও আব্বাস (রা)-র আওলাদ এবং সমগ্র বনী হাশিমও অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যাকাত) গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেন।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ বলেননি, তিনি এও বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ.

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আকড়ে ধর"। তিনি এও বলেছেন ঃ

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রমণ্ডলীর মত। তাদের মধ্য থেকে তোমরা যাকে অনুসরণ করবে, হেদায়াত লাভ করবে"। তাহলে রাসূলের একটি বাণী গ্রহণ করা হবে আর অন্য সবগুলো বাদ দেয়া হবে এর কারণ কি? কেনই বা আহলে বাইতের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবী থেকে ইলম হাসিল করা হবে না?

চতুর্থত, সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে শত শত হাজার হাজার লোকের সাথে মিশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহান কাজ আনজাম দিয়েছেন এবং লাখো লাখো লোক নিজেদের চোখে যে কাজগুলি দেখেছেন, সে ব্যাপারে জানার ও তথ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র তাঁর পরিবারের লোকদের উপর নির্ভর করা হবে আর যে বিপুল সংখ্যক লোক এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন এবং এগুলো দেখেছেন, তাদেরকে একেবারেই উপেক্ষা করা হবে, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিও কোনক্রমেই এ কথা মেনে নিতে পারে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের মধ্যে মেয়েরা কেবল তাঁর পারিবারিক ও সংসার জীবন দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আর পুরুষদের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রা) ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই যিনি দীর্ঘ সময় তার সাহচর্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন আবু বাকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্যান্য বহু সাহাবীর মত। তাহলে একমাত্র আহলে বাইতের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে কি?

এই শীআরা বিশ্বাস করে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সকল সাহাবীই ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) মোনাফিক। কিন্তু এ কথা একমাত্র সেই গর্দভ বলতে পারে, যে বিদ্বেষে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে,

٣٧٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَثِيْرِ النَّوَّاءِ عَنْ اَبِىْ ادْرِيْسَ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ انَّ كُلَّ نَبِىٍّ أُعْطِىَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءَ اَوْ قَالَ رُقَبَاءَ وَاُعْطِيْتُ اَنَا اَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمْ قَالَ اَنَا وَابْنَاىَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْزَةُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلاَلٌ وَّسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَّالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ .

৩৭২৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীকে সাতজন করে মুখপাত্র দান করা হয়েছে এবং আমাকে দান করা হয়েছে চৌদ্দজন। আমরা বললাম, তারা কারা? তিনি বলেন ঃ আমি (আলী), আমার দুই পুত্র (হাসান ও হুসাইন), জাফর, হামযা, আবু বাক্‌র,

---

যে ইতিহাস ও ইতিহাস বিশ্লেষণের কোন পরোয়াই করে না, ইতিহাস কিভাবে তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে, সেদিকে যার কোন দৃষ্টিই নেই। এই বক্তব্যে রাসূল ও রাসূলের মিশন কিভাবে নিন্দিত হচ্ছে, সে ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই। কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, ২৩ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যেসব সাক্ষীর উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন এবং যাদের সহযোগিতায় আরবের এত বড় সংস্কারের দায়িত্ব সম্পাদন করলেন, তারা সবাই মোনাফিক ছিলেন? তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাদের মোনাফিকী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন? এ কথা সত্য হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানুষ চেনার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা সংশয়দুষ্ট হয়ে পড়ে। আর যদি এটা মিথ্যা হয় এবং নিঃসন্দেহে মিথ্যা, তাহলে দীনের এলেম হাসিল করার ব্যাপারে এদের সবার তথ্য ও অনুসন্ধান নির্ভরযোগ্য হবে না কেন?

শীআদের আরেকটি অপপ্রচার হল সুন্নী ইমামগণ দীনী মাসায়েলের অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আহ্‌লে বাইতের দ্বারস্থ হননি। তারা আহ্‌লে বাইতের কাছে কোন বিষয় জিজ্ঞেসই করেননি। তাদের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি। বরং বলতে গেলে এ ধরনের ভুল শীআ ইমামগণই করেছেন। তারা একতরফা এলেম হাসিল করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটিমাত্র মাধ্যমের (অর্থাৎ আহলে বাইত, যাদেরকে তারা আহলে বাইত বলে বিশ্বাস করেন) উপর নির্ভর করেছেন, অন্য সব মাধ্যম সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাতের ইমামগণ এ ভুলটি করেননি। তারা আহলে বাইতের কাছে যে এলেম ছিল তা নিয়েছেন আবার অন্য সাহাবীদের কাছে যে এলেম ছিল তাও সংগ্রহ করেছেন। এরপর তারা যাচাই-বাছাই করে নিজেদের অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুযায়ী কোন্ বিষয়ে কোন পদ্ধতি বেশী নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করেছেন।

যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) যেখানে একদিকে অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈদের থেকে এলেম হাসিল করেন, সেখানে অন্যদিকে ইমাম বাকের (র), ইমাম জাফর সাদিক (র), ইমাম যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা (র) থেকেও এলেম হাসিল করেন। অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও এই একই পথে চলেন। হাদীসের এমন কোন গ্রন্থ নেই যেখানে আহলে বাইতের নেতৃস্থানীয়দের রিওয়ায়াত নেই (সম্পা.)।

উমার, মুসআব ইবনে উমাইর, বিলাল, সালমান, আম্মার, আল মিকদাদ, হুযাইফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ হাদীস আলী (রা) থেকে মওকূফরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحِبُّوْا اللّٰهَ لِمَا يَغْذُوْكُم مِنْ نِعَمِهِ وَاَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوْا اَهْلَ بَيْتِيْ بِحُبِّيْ .

৩৭২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস। কেননা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নেয়ামতরাজি আহার করাচ্ছেন। আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় তোমরা আমাকেও ভালোবাস এবং আমার ভালোবাসায় আমার আহ্লে বাইতকেও ভালোবাস (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬

মুআয ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবিত, উবাই ইবনে কাব ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٢٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ دَاوُدَ الْعَطَّارِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَقْرَءُهُمْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

৩৭২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আবু বাক্র আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু। আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগে উমার তাদের মধ্যে

সর্বাধিক কঠোর। তাদের মধ্যে উসমান ইবনে আফ্ফান সর্বাধিক লাজুক। তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে মুআয ইবনে জাবাল সর্বাধিক ওয়াকিফহাল। তাদের মধ্যে ফারায়েয (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান) সম্বন্ধে যায়েদ ইবনে সাবিত সর্বাধিক অভিজ্ঞ। তাদের মধ্যে কুরআন মজীদ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত উবাই ইবনে কাব। আর প্রত্যেক উম্মাতের একজন সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মাতের সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই কাতাদার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আবু কিলাবা এ হাদীস আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) قَالَ وَسَمَّانِىْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى .

৩৭৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাব (রা)-কে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে "লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ" সূরাটি পড়ে শুনাই। উবাই (রা) বলেন, তিনি কি আমার নামোল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। এতে উবাই (রা) কেঁদে ফেলেন (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস উবাই ইবনে কাব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٧٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِىْ .

৩৭৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় চারজন লোক কুরআন সংকলন করেন, তাদের সকলে ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ঃ উবাই ইবনে কাব, মুআয ইবনে

জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবু যায়েদ (রা)। আমি (কাতাদা) আনাস (রা)-কে বললাম, আবু যায়েদ কে? তিনি বলেন, আমার একজন চাচা (বু,মু,না)।[৩৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ .

৩৭৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাক্‌র কতই না উত্তম, উমার কতই না উত্তম, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ কতই না উত্তম, উসাইদ ইবনে হুদাইর কতই না উত্তম, সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্‌মাস কতই না উত্তম, মুআয ইবনে জাবাল কতই না উত্তম এবং মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহ কতই না উত্তম (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল সুহাইলের হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

٣٧٣٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالاَ ابْعَثْ مَعَنَا اَمِيْنَكَ قَالَ فَاِنِّىْ سَاَبْعَثُ مَعَكُمْ اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ اِسْحَاقَ اِذَا حَدَّثَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ صِلَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً .

৩৭৩৩। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজরানবাসীদের নেতা ও তার নায়েব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলে, আমাদের সাথে আপনার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠান। তিনি বলেনঃ

---

৩৮. আবু যায়েদ (রা)-র নামে মতভেদ আছে। মতান্তরে তার নাম আওস, সাবিত ইবনে যায়েদ, কায়েস ইবনুস সাকান আল-আনসারী ইত্যাদি (সম্পা.)।

আমি অচিরেই তোমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেই পাঠাব যে বিশ্বস্ততার দাবি উত্তমরূপে পূর্ণ করবে। লোকেরা এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার আকাংখা করতে থাকে। তিনি আবু উবাইদা (রা)-কে পাঠান। অধঃস্তন রাবী আবু ইসহাক যখনই সিলাহ্ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, আমি এ হাদীস 'সিলাহ্' থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে শুনেছি।[৩৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস উমার ও আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ "প্রত্যেক উম্মাতেরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭
সালমান ফারসী (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٣٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ رَبِيْعَةَ الْاِيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ اِلٰى ثَلاَثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ .

৩৭৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশত তিনজন লোকের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ঃ আলী, আম্মার ও সালমান (রা)।[৪০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এ হাদীস কেবল হাসান ইবনে সালেহ্-এর সূত্রেই জানতে পেরেছি।

---

৩৯. হাদীসটি ৩৬৯৫ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৪০. সালমান ফারসী (রা) প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অগ্নিপূজক। সত্যের সন্ধানে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান এবং বিভিন্ন পাদ্রীর কাছে কিছু কাল কাটান। অবশেষে জনৈক পাদ্রীর কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের খবর জানতে পেরে এক সময় এক আরব ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে তিনি হিজাজের পথে রওয়ানা হন। উক্ত কাফেলা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে এনে মক্কার বাজারে দাস হিসাবে বিক্রয় করে। এরপর থেকে তিনি দশজনেরও অধিক মালিকের অধীনে হাত বদল হতে থাকেন। অবশেষে এক ইহূদী তাকে খরিদ করে মদীনায় নিয়ে আসে। কিছু দিন পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮
আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র মর্যাদা।
তার উপনাম আবুল ইয়াকযান।

٣٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ .

৩৭৩৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। স্বাগতম পবিত্র সত্তা ও পবিত্র স্বভাবের লোকটিকে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٣٦- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَرْشَدَهُمَا (اَشَدَّهُمَا) .

৩৭৩৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই আম্মারকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখন সে উভয়টির মধ্যে সর্বোত্তমটিকে (অপেক্ষাকৃত মজবুতটিকে) এখতিয়ার করেছে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেননা আবদুল আযীয ইবনে সিয়াহ্-এর বর্ণনা ব্যতীত আমরা এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত নই। তিনি হলেন কূফার শায়খ। লোকেরা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। তার এক ছেলে ছিল, যিনি ইয়াযীদ ইবনে আবদুল আযীয নামে কথিত এবং যিনি সিকাহ রাবী ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٣٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلٰى لِرِبْعِيٍّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ لاَ اَدْرِيْ مَا قَدْرُ بَقَائِيْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا

بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَاَشَارَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدْىِ عَمَّارٍ وَّمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوْهُ .

৩৭৩৭। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আমার জানা নেই, আমি আর কত দিন তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকব। সুতরাং তোমরা আমার পরের লোকের অনুসরণ কর এবং তিনি আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। আর তোমরা আম্মারের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন কর এবং ইবনে মাসঊদ তোমাদের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করে তা বিশ্বাস কর (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবরাহীম ইবনে সাদ এ হাদীস সুফিয়ান সাওরী-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-বিরঈর মুক্তদাস হিলাল-রিবঈ-হুযাইফা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সালেম আল-মুরাদী আল-কূফী এ হাদীস আমর ইবনে হায্‌ম-রিবঈ ইবনে হিরাশ-হুযাইফা (রা)- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرْ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ .

৩৭৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আম্মার! সুসংবাদ গ্রহণ কর, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে।[৪১]

৪১. "হে আম্মার! বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে" শীর্ষক হাদীসটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ কাতাদা ইবনুন নোমান, উম্মু সালামা (সহীহ মুসলিমে), আবদুল্লাহ ইবনে আমর (নাসাঈ), উসমান ইবনে আফ্‌ফান, হুযাইফা, আবু আইউব, আবু রাফে, খুযাইমা ইবনে সাবিত, মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস, আবুল ইউস্‌র ও আম্মার (সকলের বর্ণনা তাবারানীতে) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এখানে বিদ্রোহী দলটি বলতে আমীর মুআবিয়া (রা) ও তার দলবলকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা বৈধ ইমামের বিরোধিতা করেন এবং ভ্রান্ত বক্তব্যের আশ্রয় নিয়ে তার আনুগত্য পরিহার করেন। সহীহ্ বুখারীতে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত মসজিদে নববীর নির্মাণ সম্পর্কিত হাদীসে আছে ঃ "আমরা একটি করে ইট বহন করে নিয়ে যেতাম, আর আম্মার দু'টি করে ইট বহন করে নিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে আম্মার (রা)-র চেহারা থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছেন আর বলছেন ঃ হায় আম্মার! বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে। সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা তাকে দোযখের দিকে ডাকবে।" উল্লেখ্য যে, আম্মার (রা) সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে আমীর মুআবিয়ার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, ১০খ, পৃ.৩০১)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবুল ইউস্‌র ও হুযাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং আলা ইবনে আবদুর রহ্‌মানের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯

আবু যার আল-গিফারী (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٣٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ هُوَ اَبُوْ الْيَقْظَانِ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ اَصْدَقَ مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ .

৩৭৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আবু যার থেকে অধিক সত্যবাদী কাউকে আসমান ছায়া দান করেনি এবং যমীন তার বুকে বহন করেনি (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٣٧٤٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِىْ لَهْجَةٍ اَصْدَقَ وَلاَ اَوْفٰى مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ شِبْهِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَتَعْرِفُ (اَفَتَعْرَفُ) ذٰلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَاعْرِفُوْهُ .

৩৭৪০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ বাচনিক সত্যবাদিতায় ও সত্য প্রকাশে আবু যারের তুলনায় উত্তম কাউকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে বহন করেনি। সে ঈসা ইবনে মরিয় (আ) সদৃশ। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির ন্যায় বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি এটা তাকে অবহিত করবেন? (তাকে অবহিত করা হবে)? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমরা তাকে অবহিত কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। কতক রাবী এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ اَبُوْ ذَرٍّ يَمْشِىْ فِى الْاَرْضِ بِزُهْدِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ "বৈরাগ্য সাধনায় ধরাপৃষ্ঠে বিচরণকারী আবু যার হলেন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সদৃশ"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَيَّاةَ يَحْيَ بْنُ يَعْلٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَخِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ لَمَّا أُرِيْدَ قَتْلُ عُثْمَانَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ فِىْ نُصْرَتِكَ قَالَ اخْرُجْ اِلَى النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّىْ فَاِنَّكَ خَارِجًا خَيْرٌ لِّىْ مِنْكَ دَاخِلاً فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ كَانَ اسْمِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فُلاَنٌ فَسَمَّانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ وَنَزَلَتْ فِىَّ اٰيَاتٌ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ نَزَلَتْ فِىَّ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ) وَنَزَلَ (قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) اِنَّ لِلّٰهِ سَيْفًا مَغْمُوْدًا عَنْكُمْ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا الَّذِىْ نَزَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ اَنْ تَقْتُلُوْهُ فَوَاللّٰهِ اِنْ قَتَلْتُمُوْهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيْرَانُكُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفُ اللّٰهِ الْمَغْمُوْدُ عَنْكُمْ فَلاَ يُغْمَدُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ قَالُوا اقْتُلُوا الْيَهُوْدِىَّ وَاقْتُلُوْا عُثْمَانَ .

৩৭৪১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা)-কে যখন হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয় তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তাঁর নিকট তার প্রতিরক্ষার জন্য আসেন। উসমান (রা) তাকে বলেন, আপনি কেন এসেছেন? তিনি বলেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। উসমান (রা) বলেন, তাহলে আপনি বাইরে বিদ্রোহীদের নিকট যান এবং তাদেরকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে দিন। আপনার বাড়ির ভেতরে অবস্থানের চেয়ে বাইরে

অবস্থানই আমার জন্য উপকারী। অতএব আবদুল্লাহ (রা) বাইরে লোকদের নিকট গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে লোকেরা! জাহিলী যুগে আমার অমুক নাম ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আমার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবে কয়েকটি আয়াতও নাযিল হয়। আমার সম্পর্কে নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "এবং বনী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে ঈমান এনেছে, অথচ তোমরা অহংকার করছ। নিশ্চয় আল্লাহ যালেমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (আল-আহ্‌কাফ ঃ ১০)। আরো নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য এবং যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তার সাক্ষ্যই যথেষ্ট" (রাদ ঃ ৪৩)। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র একখানা কোষবদ্ধ তরবারি আছে। আর তোমাদের এই যে শহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) আগমন করেন, এখানের ফেরেশতারা তোমাদের প্রতিবেশী। অতএব তোমরা এই ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা তাকে হত্যা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিবেশী ফেরেশতারা তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে এবং আল্লাহ্‌র যে তরবারি তোমাদের থেকে কোষবদ্ধ আছে তা কোষমুক্ত হলে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোষবদ্ধ হবে না। বিদ্রোহীরা বলল, তোমরা এই ইহূদীকেও হত্যা কর এবং উসমানকেও হত্যা কর।[৪২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা কেবল আবদুল মালেক ইবনে উমাইরের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। শুআইব ইবনে সাফওয়ান এ হাদীস আবদুল মালেক ইবনে উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে।

٣٧٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْمَوْتُ قِيْلَ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَوْصِنَا قَالَ اَجْلِسُوْنِيْ فَقَالَ اِنَّ الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ مَكَانَهُمَا مَنْ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَالْتَمِسُوْا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةِ رَهْطٍ عِنْدَ عُوَيْمِرٍ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ

---

৪২. হাদীসটি ৩১৯৪ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ الَّذِىْ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِى الْجَنَّةِ .

৩৭৪২। ইয়াযীদ ইবনে উমাইরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র মৃত্যু উপস্থিত হলে তাকে বলা হল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে বসাও। তিনি বলেন, এলেম ও ঈমান স্বস্থানেই বিদ্যমান আছে, যে তা অন্বেষণ করবে সে তা পেয়ে যাবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। তোমরা চার ব্যক্তির কাছে এলেম অন্বেষণ কর ঃ উআইমির আবুদ দারদা (রা)-র কাছে, সালমান ফারসী (রা)-র কাছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-র কাছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র কাছে। শেষোক্তজন প্রথমে ইহূদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বেহেশতের দশজনের মধ্যে দশম ব্যক্তি (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ يَحْىَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِى الزَّعْرَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ اَصْحَابِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدْىِ عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوْا بِهَدْىِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

৩৭৪৩। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা আমার সাহাবীদের মধ্যে আবু বাক্‌র, উমার ও আম্মারের অনুসরণ কর এবং ইবনে মাসঊদের উপদেশ শক্তভাবে ধারণ কর।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে ইবনে মাসঊদের হাদীস হিসাবে এটি গরীব। কেননা আমরা কেবল ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সালামা ইবনে কুহাইলের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস অবহিত হয়েছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সালামা হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবুয যারাআ নামে দুই ব্যক্তি রয়েছেন। তাদের একজনের নাম আবদুল্লাহ ইবনে হানী

এবং অপরজন যার থেকে শোবা, সাওরী ও ইবনে উয়াইনা হাদীস বর্ণনা করেন, তার নাম আমর ইবনে আমর। তিনি ইবনে মাসঊদ (রা)-র শাগরিদ এবং আবুল আহওয়াসের ভ্রাতুষ্পুত্র।

٣٧٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ لَقَدْ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ وَمَا نَرٰى حِيْنًا اِلاَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ اُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭৪৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, আমি ও আমার ভাই ইয়ামান থেকে (মদীনায়) আসামাত্র আমরা মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের একজন সদস্য। কেননা আমরা তাকে ও তার মাকে প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাতায়াত করতে দেখতাম (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান সাওরীও হাদীসটি আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَتَيْنَا حُذَيْفَةَ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا بِاَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدْيًا وَّدَلاًّ فَنَاْخُذُ عَنْهُ وَنَسْمَعُ مِنْهُ قَالَ كَانَ اَقْرَبُ النَّاسِ هَدْيًا وَّدَلاًّ وَسَمْتًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ابْنَ مَسْعُوْدٍ حَتّٰى يَتَوَارٰى مِنَّا فِيْ بَيْتِهِ وَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوْظُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ هُوَ مِنْ اَقْرَبِهِمْ اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا .

৩৭৪৫। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা (রা)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি আমাদেরকে এমন একজন লোকের সন্ধান দিন, যিনি আচার-আচরণে অন্যদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক নিকটতর, যাতে আমরা তার কাছে দীন শিখতে পারি এবং হাদীস শুনতে পারি। হুযাইফা (রা) বলেন, আচার-আচরণে ও চাল-চলনে লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকতর নিকটবর্তী

হলেন ইবনে মাসঊদ (রা)। তিনি তাঁর ঘরের খবর আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বস্ত সাহাবীগণ উত্তমরূপে জানতেন যে, ইবনে উম্মে আব্‌দ (আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ) তাদের সকলের চাইতে অধিক আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভকারী (বু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا اَحَدًا مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَمَّرْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ .

৩৭৪৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যদি তাদের কাউকে পরামর্শ ব্যতিরেকে আমীর নিয়োগ করতাম, তাহলে ইবনে উম্মে আব্‌দকে আমীর নিয়োগ করতাম।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল হারিস-আলী (রা) সূত্রে এ হাদীস অবহিত হয়েছি।

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَمَّرْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ .

৩৭৪৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি পরামর্শ ব্যতীত কাউকে নেতৃপদ দান করলে ইবনে উম্মে আব্‌দকেই নেতৃপদ দান করতাম (আ,ই,হা)।

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ .

৩৭৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে

কুরআন শিক্ষা কর ঃ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, মুআয ইবনে জাবাল ও হুযাইফার মুক্তদাস সালেম থেকে (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ اَبِيْ سَبْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَسَاَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّسَرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَ لِيْ اَبَا هُرَيْرَةَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّيْ سَاَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّسَرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَوُفِّقْتَ لِيْ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ جِئْتُ اَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَاَطْلُبُهُ فَقَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ مُجَابُ الدَّعْوَةِ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ صَاحِبُ طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَمَّارٌ اَلَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ قَالَ قَتَادَةُ وَالْكِتَابَانِ الْاِنْجِيْلُ وَالْقُرْاٰنُ .

৩৭৪৯। খাইসামা ইবনে আবু সাব্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সাথী জুটিয়ে দেন। অতএব তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিলেন। তার পাশে বসে আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সাথী মিলিয়ে দেন। অতএব আপনি আমার জন্য সহজলভ্য হয়েছেন। তিনি (আমাকে) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? আমি বললাম, আমি কূফার অধিবাসী। আমি কল্যাণের অন্বেষণে এসেছি এবং তাই তালাশ করছি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে কি সাদ ইবনে মালেক (রা), যার দোয়া কবুল হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূর পানি ও জুতা বহনকারী ইবনে মাসউদ (রা), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্যের খাজাঞ্চী হুযাইফা (রা), আম্মার (রা) যাকে আল্লাহ তাঁর নবীর ভাষায় শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজত করেছেন এবং দুই কিতাবধারী সালমান (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ বিদ্যমান নেই? কাতাদা (র) বলেন, দুই কিতাব হল ইনজীল ও কুরআন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। খাইসামা হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবু সাবরার পুত্র। তাকে তার দাদার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ اِنْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوْهُ عُذِّبْتُمْ وَلٰكِنْ مَّا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوْهُ وَمَا اَقْرَءَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَاقْرَؤُهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قُلْتُ لاِسْحَاقَ بْنِ عِيْسٰى يَقُوْلُوْنَ هٰذَا عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ لاَ عَنْ زَاذَانَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

৩৭৫০। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি কাউকে খলীফা (স্থলাভিসিক্ত) নিযুক্ত করে যেতেন। তিনি বলেন ঃ আমি কাউকে তোমাদের খলীফা নিয়োগ করে গেলে এবং তোমরা তার অবাধ্যাচারী হলে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অতএব হুযাইফা তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করে তাকে সত্য বলে গ্রহণ কর এবং ইবনে মাসঊদ তোমাদেরকে যা কিছু পড়ায় তা পড়ে নাও। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি ইসহাক ইবনে ঈসাকে বললাম, লোকেরা বলে, এ হাদীস আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, না, বরং তা ইনশা আল্লাহ যাযান থেকে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এটি শারীকের বর্ণিত হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩

যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٥١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ فَرَضَ لِاُسَامَةَ فِىْ ثَلاَثَةِ اٰلاَفٍ وَّخَمْسِمِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ ثَلاَثَةِ اٰلاَفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِاَبِيْهِ لِمَ فَضَّلْتَ اُسَامَةَ عَلَىَّ فَوَاللّٰهِ مَا سَبَقَنِىْ اِلٰى مَشْهَدٍ قَالَ لِاَنَّ زَيْدًا كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَبِيْكَ وَكَانَ اُسَامَةُ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكَ فَاٰثَرْتُ حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حِبِّىْ .

৩৭৫১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা (রা)-র বেতন ধার্য করলেন তিন হাজার পাঁচ শত দিরহাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র বেতন ধার্য

করলেন তিন হাজার। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) তার পিতাকে বলেন, আপনি উসামাকে কেন আমার উপর মর্যাদা দিলেন? আল্লাহ্র কসম! সে কোন যুদ্ধে আমাকে অতিক্রম করতে পারেনি। উমার (রা) বলেন, তোমার পিতার চাইতে (তার বাপ) যায়েদ (রা) ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয়পাত্র। আর তোমার চেয়ে উসামা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয়পাত্র। তাই আমি আমার প্রিয়পাত্রের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٧٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا كُنَّا نَدْعُوْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ اِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَتْ (اُدْعُوْهُمْ لاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) .

৩৭৫২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যায়েদ (রা)-কে যায়েদ ইবনে হারিসা না বলে বরং যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (সা) বলে ডাকতাম। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো, এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সংগত" (৩৩ ঃ ৫)।[৪৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٧٥٣- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّوْمِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْعَثْ مَعِيْ اَخِيْ زَيْدًا قَالَ هُوَ ذَا فَاِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ اَمْنَعْهُ قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لاَ اَخْتَارُ عَلَيْكَ اَحَدًا قَالَ فَرَاَيْتُ رَاْىَ اَخِيْ اَفْضَلَ مِنْ رَاْيِيْ .

৩৭৫৩। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-র ভাই জাবালা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে

৪৩. হাদীসটি ৩১৪৭ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ভাই যায়েদকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। তিনি বলেন, এই তো সে উপস্থিত। যদি সে তোমার সাথে চলে যেতে চায়, তাকে আমি বাধা দিব না। যায়েদ (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করব না। রাবী বলেন, আমি দেখলাম আমার সিদ্ধান্তের চেয়ে আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্তই অধিক উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা হাদীসটি কেবল ইবনুর রুমী-আলী ইবনে মুসহির সূত্রেই জানতে পেরেছি।

٣٧٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِيْ اِمْرَتِهِ فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اَنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاَنْ كَانَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهُ .

৩৭৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধাভিযানে একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে তাদের সেনাপতি মনোনীত করেন। কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। তখন তিনি বলেন ঃ আজ যদি তোমরা উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে থাক, তবে ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের অধিক যোগ্য ছিল এবং সকল লোকের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় ছিল। আর তার পরে তার পুত্রও আমার কাছে সবার চেয়ে অধিক প্রিয় (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মালেক ইবনে আনাস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪

উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ

لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ أُصْمِتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَىَّ وَيَرْفَعُهُمَا فَاَعْرِفُ اَنَّهُ يَدْعُوْ لِيْ .

৩৭৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে উসামা ইবনে যায়েদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি ও আরো কতিপয় লোক মদীনায় গেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন বাকরুদ্ধ এবং কোন কথা বলেননি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দু'খানা আমার দেহের উপর রাখতেন এবং তুলে নিতেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٧٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنَحِّىَ مُخَاطَ أُسَامَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَعْنِىْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِىْ اَفْعَلُ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَحِبِّيْهِ فَاِنِّىْ أُحِبُّهُ .

৩৭৫৬। উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামার নাকের শ্লেষ্মা মুছে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। আইশা (রা) বলেন, আমাকে অনুমতি দিন আমিই তা মুছে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আইশা! তুমি তাকে ভালোবাসবে, কেননা আমি তাকে ভালোবাসি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٧٥٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِذْ جَاءَ عَلِىٌّ وَّعَبَّاسٌ يَسْتَاذِنَانِ فَقَالاَ يَا أُسَامَةُ اسْتَاذِنْ لَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِىٌّ وَّالْعَبَّاسُ يَسْتَاذِنَانِ قَالَ اَتَدْرِىْ مَا جَاءَ بِهِمَا قُلْتُ لاَ فَقَالَ لٰكِنِّىْ اَدْرِىْ اِئْذَنْ لَهُمَا

فَدَخَلاَ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ اَىُّ اَهْلِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ قَالاَ مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ اَهْلِكَ قَالَ اَحَبُّ اَهْلِىْ اِلَىَّ مَنْ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالاَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ اٰخِرَهُمْ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ .

৩৭৫৭। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি বসে থাকা অবস্থায় আলী ও আব্বাস (রা) উপস্থিত হয়ে অনুমতি চেয়ে বলেন, হে উসামা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমাদের প্রবেশানুমতি চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আলী ও আব্বাস (রা) প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বলেন ঃ তুমি কি জান, তারা কেন এসেছে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, কিন্তু আমি জানি। তাদেরকে অনুমতি দাও। তারা উভয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে, আপনার পরিজনদের মধ্যে কে আপনার অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ। তারা বলেন, আমরা আপনার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তিনি বলেন, আমার পরিজনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার অধিক প্রিয় যার প্রতি আল্লাহও অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করেছি অর্থাৎ উসামা ইবনে যায়েদ। তারা আবার জিজ্ঞেস করেন, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তারপর আলী ইবনে আবু তালিব। আব্বাস (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আপনার চাচাকে সকলের শেষ স্তরে রাখলেন? তিনি বলেন ঃ হিজরতের দরুন আলী আপনাকে অতিক্রম করে গেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা (র) উমার ইবনে আবু সালামাকে দুর্বল বলতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ ضَحِكَ .

৩৭৫৮। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কখনো তাঁর কাছে প্রবেশে বাধা প্রদান করেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন হেসে দিয়েছেন (বু,মু,ই,না)।

٣٧٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ زَائِدَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ تَبَسَّمَ .

৩৭৫৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে কখনো বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন হেসে দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٦٠- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِىْ جَهْضَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَاٰى جِبْرَائِيْلَ مَرَّتَيْنِ وَدَعَا لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ .

৩৭৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দু'বার দেখেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'বার দোয়া করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। আবু জাহ্দাম (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র সাক্ষাত পাননি এবং তার নাম মূসা ইবনে সালেম।

٣٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَعَا لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُؤْتِيَنِى الْحُكْمَ مَرَّتَيْنِ .

৩৭৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছে আমার উদ্দেশ্যে দুইবার দোয়া করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আতার রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে গরীব। হাদীসটি ইকরিমাও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন (না)।

٣٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِيْ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ .

৩৭৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বুকে চেপে ধরে বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করুন (বু, মু, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٦٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّمَا بِيَدِيْ قِطْعَةُ اِسْتَبْرَقٍ وَلاَ اُشِيْرُ بِهَا اِلٰى مَوْضِعٍ مِّنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ بِيْ اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَوْ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ .

৩৭৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার হাতে একখণ্ড রেশমী কাপড়। আমি বেহেশতের যে দিকেই ইঙ্গিত করি সেটি আমাকে সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি ঘটনাটি হাফসা (রা)-র নিকট বর্ণনা করি। হাফসা (রা) তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই তোমার ভাই একজন সৎলোক অথবা নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ একজন সৎলোক (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى فِىْ بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا اُرٰى اَسْمَاءَ اِلاَّ قَدْ نَفِسَتْ فَلاَ تُسَمُّوْهُ حَتّٰى اُسَمِّيَهُ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ .

৩৭৬৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রা)-র ঘরে প্রদীপ জ্বলতে দেখে বলেন ঃ হে আইশা! আমার মনে হয় আসমা সন্তান প্রসব করেছে। তোমরা তার নাম রেখ না, আমিই তার নাম রাখব। অতএব তিনি তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ এবং একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯

আনাস ইবনে মালেক (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَتْ اُمِّىْ اُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ فَقَالَتْ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُنَيْسُ قَالَ فَدَعَا لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ دَعْوَاتٍ قَدْ رَاَيْتُ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَرْجُو الثَّالِثَةَ فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৭৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের এখান দিয়ে) যাচ্ছিলেন এবং আমার মা উম্মু সুলাইম (রা) তাঁর আওয়ায শুনতে পেয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, এই যে (আমার ছেলে) উনাইস। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তিনটি দোয়া করেন। অবশ্য এর মধ্যে দু'টি আমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছি এবং তৃতীয়টি আখেরাতে পাওয়ার আশা করি (মু)।[৪৪]

---

৪৪. একটি ধন-দৌলতের প্রাচুর্য এবং অপরটি সন্তানের আধিক্য (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। অবশ্য এ হাদীস আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ خَادِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৩৭৫৩। উম্মু সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনাস ইবনে মালেক আপনার খাদেম, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আনাসের ধন-মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং যা কিছু তুমি তাকে দিয়েছ তাতে বরকত দাও (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٦٧- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْ نَصْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَنَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ اَجْتَنِيْهَا .

৩৭৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শাকের নামানুসারে আমার উপনাম রাখেন, যে শাক আমি পছন্দ করতাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল জাবির আল-জুফী-আবু নাসর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আবু নাসর হলেন খাইসামা ইবনে আবু খাইসামা আল-বাসরী, তিনি আনাস (রা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٦٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مَيْمُوْنُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ قَالَ لِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَا ثَابِتُ خُذْ عَنِّيْ فَانَّكَ لَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحَدٍ اَوْثَقَ مِنِّيْ اِنِّيْ اَخَذْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ جِبْرَائِيْلَ وَاَخَذَهُ جِبْرَائِيْلُ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৭৬৮। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে বললেন, হে সাবিত! আমার থেকে (হাদীস) সংগ্রহ কর। কেননা আমার তুলনায়

অধিক নির্ভরযোগ্য কারো নিকট থেকে কিছু (হাদীস) সংগ্রহ করতে পারবে না।[৪৫] কারণ আমি তা সংগ্রহ করেছি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংগ্রহ করেছেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেকে এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তা সংগ্রহ করেছেন মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।

আবু কুরাইব-যায়েদ ইবনুল হুবাব-মাইমূন আবু আবদুল্লাহ-সাবিত-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে এ কথার উল্লেখ নাই وَاَخَذَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرَئِيْلَ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেকে তা গ্রহণ করেছেন"। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল যায়েদ ইবনুল হুবাবের হাদীস থেকে এটি জানতে পেরেছি।

٣٧٦٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رُبَّمَا قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ذَا الْاُذُنَيْنِ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ يَعْنِىْ يُمَازِحُهُ .

৩৭৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলতেনঃ হে দুই কানের অধিকারী। আবু উসামা বলেন, অর্থাৎ তিনি (এ কথা বলে) তার সাথে রসিকতা করতেন।[৪৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٧٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ خَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِى الْعَالِيَةِ سَمِعَ اَنَسٌ مِّنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَدَعَا لَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِى السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيْهَا رَيْحَانٌ يَجِدُ (يَجِئُ) مِنْهُ رِيْحَ الْمِسْكِ .

---

৪৫. যে তিনজনকে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী সাহাবী বলা হয়, আনাস (রা) ছিলেন তাদের একজন, অপর দু'জন হলেন আবুত তুফাইল ইবনে আমের ও সাহ্‌ল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা)। এ কারণেই তিনি বলেছেন, আমার পরে তুমি আর কাউকে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী পাবে না। কারণ তার পরের জন হবেন একজন তাবিঈ (অনু.)।

৪৬. হাদীসটি ১৯৪১ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৩৭৭০। আবু খালদা (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (র)-কে বললাম, আনাস (রা) কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন? আবুল আলিয়া (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বল্লেন, তিনি তো এক নাগারে দশ বছর তাঁর খেদমত করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল যাতে বছরে দু'বার ফল ধরত। উক্ত বাগানে একটি ফুলগাছ ছিল যা থেকে তিনি কস্তুরির ঘ্রাণ পেতেন (ঘ্রাণ আসত)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু খালদার নাম ওলীদ ইবনে দীনার এবং তিনি হাদীসবিদদের মতে নির্ভরযোগ্য। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেন এবং তার থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০

আবু হুরায়রা (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْمَعُ مِنْكَ اَشْيَاءَ فَلاَ اَحْفَظُهَا قَالَ اُبْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ فَحَدَّثَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا حَدَّثَنِىْ بِهِ .

৩৭৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনি তা স্মৃতিশক্তিতে ধরে রাখতে পারি না। তিনি বলেন ঃ তোমার চাদরখানা বিছাও। অতএব আমি তা বিছালাম। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেন যা আমি কখনো ভুলিনি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাদীসটি অন্যভাবেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اَبِى الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَسَطْتُ ثَوْبِىْ عِنْدَهُ ثُمَّ اَخَذَهُ فَجَمَعَهُ عَلٰى قَلْبِىْ قَالَ فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَهُ .

৩৭৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর সামনে আমার কাপড় (চাদরখানা) বিছিয়ে

দিলাম। অতঃপর তিনি কাপড়খানা তুলে জড়ো করে আমার বক্ষের উপর রাখেন। এরপর থেকে আমি আর কোন কিছুই ভুলিনি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এ ধারাবাহিকতায় গরীব।

٣٧٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَي بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْتَ كُنْتَ اَلْزَمَنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَحْفَظَنَا لِحَدِيْثِه .

৩৭৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি আমাদের চেয়ে অধিক কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং আমাদের চাইতে তাঁর অধিক হাদীস মুখস্ত করেছেন (আ)।

٣٧٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَرَّانِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِيْ عَامِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَرَاَيْتَ هٰذَا الْيَمَانِيَّ يَعْنِيْ اَبَا هُرَيْرَةَ اَهُوَ اَعْلَمُ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ نَسْمَعُ مِنْهُ مَالاَ نَسْمَعُ مِنْكُمْ اَوْ يَقُوْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ قَالَ اَمَّا اَنْ يَّكُوْنَ سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ وَذٰلِكَ اَنَّهُ كَانَ مِسْكِيْنًا لاَ شَيْءَ لَهُ ضَيْفًا لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ مَعَ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا نَحْنُ اَهْلَ بُيُوْتَاتٍ وَغِنًى وَكُنَّا نَاْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ لاَ اَشُكُّ اِلاَّ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ وَلاَ تَجِدُ اَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ يَقُوْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ .

৩৭৭৪। মালেক ইবনে আবু আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবু মুহাম্মাদ! ঐ ইয়ামানী লোকটি অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি কি আপনাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধিক বেশি জ্ঞাত? তার নিকট আমরা এমন কিছু হাদীস শুনি যা আপনাদের নিকট শুনতে পাই

না। অথবা তিনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এমন কথা বলেন যা প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেননি? তালহা (রা) বলেন, বস্তুত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এত হাদীস শুনেছেন যা আমরা শুনতে পারিনি। তার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ব্যক্তি, তার কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। তার হাত থাকত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের সাথে (অর্থাৎ সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন)। আর আমরা ছিলাম বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজনসহ সম্পদশালী। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হওয়ার সুযোগ পেতাম দিনের দুই প্রান্তে (সকাল ও সন্ধ্যায়)। তাই নিঃসন্দেহে তিনি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুনেছেন, যা আমরা শুনতে পাইনি। আর তুমি এমন একজন সৎ লোকও খুঁজে পাবে না যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এমন কথা বলবেন, যা প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেননি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রেই এ হাদীস অবহিত হয়েছি। অবশ্য ইউসুফ ইবনে বুকাইর প্রমুখ এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٧٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ ابْنَةِ اَزْهَرِ السَّمَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَنَّ فِىْ دَوْسٍ اَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ .

৩৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কোন্ গোত্রের লোক? আমি বললাম, দাওস গোত্রীয়। তিনি বলেন ঃ আমি জানতাম না যে, দাওস গোত্রে কোন ভালো লোক আছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও সহীহ। আবু খালদার নাম খালিদ ইবনে দীনার এবং আবুল আলিয়ার নাম রাফী।

٣٧٧٦- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِىْ

فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِيْ خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِيْ مِزْوَدِكَ هٰذَا اَوْ فِيْ هٰذَا الْمِزْوَدِ كُلَّمَا اَرَدْتَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادْخُلْ يَدَكَ فِيْهِ فَخُذْهُ وَلاَ تَنْثُرْهُ نَثْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذٰلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُنَّا نَاْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لاَ يُفَارِقُ حِقْوِيْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ قُتِلَ عُثْمَانُ فَانَّهُ انْقَطَعَ .

৩৭৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কয়েকটি খেজুরসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ খেজুরগুলোতে বরকত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। তিনি খেজুরগুলো একত্র করেন, অতঃপর আমার জন্য খেজুরগুলোয় বরকত হওয়ার দোয়া করেন, অতঃপর আমাকে বলেনঃ এগুলো লও এবং তোমার এই থলেতে রেখে দাও। আর যখনই তুমি তা থেকে কিছু খেজুর নিতে চাও, তখন থলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিবে এবং কখনও থলেটি ঝেড়ে ফেল না। এরপর আমি উক্ত থলে থেকে এত এত ওয়াসাক খেজুর আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছি। আর আমরা নিজেরাও এ থেকে খেয়েছি এবং অন্যকেও খাইয়েছি। থলেটি আমার কোমড় থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। অবশেষে যে দিন উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন সেদিন থলেটি আমার (কোমড়) থেকে পড়ে যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব। হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمُرَابِطِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ لِمَ كُنِّيْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَا تَفْرَقُ مِنِّيْ قُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ انِّيْ لَاَهَابُكَ قَالَ كُنْتُ اَرْعٰى غَنَمَ اَهْلِيْ وَكَانَتْ لِيْ هُرَيْرَةٌ صَغِيْرَةٌ فَكُنْتُ اَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِيْ شَجَرَةٍ فَاِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِيْ فَلَعِبْتُ بِهَا فَكَنَّوْنِيْ اَبَا هُرَيْرَةَ .

৩৭৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আবু হুরায়রা (বিড়ালের বাপ) ডাকনাম হল কেন? তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে ভয় পাও? আমি বললাম, হাঁ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি অবশ্যই আপনাকে ভয় করি। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবারের মেষপাল চড়াতাম এবং আমার একটি ছোট বিড়াল ছিল। রাতের বেলা

এটিকে আমি একটি গাছে বসিয়ে রাখতাম। আর দিন হলে আমি এটাকে আমার সাথে নিয়ে যেতাম এবং এর সঙ্গে খেলা করতাম। তাই লোকেরা আমাকে আবু হুরায়রা ডাকনাম দেয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٧٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ اَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ اِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَانَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ اَكْتُبُ .

৩৭৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ব্যতীত আর কেউ আমার চেয়ে অধিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেনি। কেননা তিনি (হাদীস) লিখে রাখতেন কিন্তু আমি লিখতাম না।[৪৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ১২১

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا وَّاهْدِ بِهِ .

৩৭৭৯। আবদুর রহমান ইবনে আবু উমাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআবিয়া (রা)-র জন্য দোয়া করেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে পথপ্রদর্শক ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও এবং তার দ্বারা (মানুষকে) সৎপথ প্রদর্শন কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

---

৪৭. সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা আট। তাদেরকে "মুকাসসিরীনা মিনাস সাহাবা" বলে। আবু হুরায়রা (রা) ৫৩৭৪টি, আইশা (রা) ২২১০টি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ১৬৬০টি, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ১৬৩০টি, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ১৫৪০টি, আনাস ইবনে মালেক (রা) ১২৮৬টি, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) ১১৭০টি এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন (সম্পা.)।

٣٧٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جَلْبَسٍ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ حِمْصَ وَلِيَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ النَّاسُ عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلِيَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُمَيْرٌ لاَ تَذْكُرُوْا مُعَاوِيَةَ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اهْدِ بِهِ .

৩৭৮০। আবু ইদরীস আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উমাইর ইবনে সাদ (রা)-কে পদচ্যুত করে তদস্থলে মুআবিয়া (রা)-কে হিমসের গভর্নর নিয়োগ করলে লোকেরা বলল, তিনি উমাইরকে পদচ্যুত করে তদস্থলে মুআবিয়াকে শাসক নিয়োগ করেছেন। উমাইর (রা) বলেন, তোমরা মুআবিয়াকে উত্তমরূপে স্মরণ কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার দ্বারা (লোকদের) পথপ্রদর্শন কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২
আমর ইবনুল আস (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمَ النَّاسُ وَاٰمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ .

৩৭৮১। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে আর আমর ইবনুল আস ঈমান গ্রহণ করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এ হাদীস আমরা কেবল ইবনে লাহীআ-মিশরাহ সূত্রে অবহিত হয়েছি। এর সনদসূত্র তেমন নির্ভরযোগ্য নয়।

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ صَالِحِيْ قُرَيْشٍ .

৩৭৮২। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমর ইবনুল আস কুরাইশদের উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীস কেবল নাফে ইবনে উমার আল-জুমাহীর বর্ণনা থেকেই অবহিত হয়েছি। নাফে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু হাদীসটির

সনদসূত্র মুত্তাসিল (সংযুক্ত) নয়। ইবনে আবু মুলাইকা (র) তালহা (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّوْنَ فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَاَقُوْلُ فُلاَنٌ فَيَقُوْلُ نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا وَيَقُوْلُ مَنْ هٰذَا فَاَقُوْلُ فُلاَنٌ فَيَقُوْلُ بِئْسَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا حَتّٰى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ .

৩৭৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মনযিলে যাত্রাবিরতি করলাম। লোকেরা আমাদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করতে থাকলেন ঃ হে আবু হুরায়রা! ইনি কে? আমি বলতাম, অমুক। তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র এ বান্দা খুব ভালো লোক। আবার এক ব্যক্তি গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ ইনি কে? আমি বলতাম, অমুক। তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র এ বান্দা খুব খারাপ লোক। অবশেষে সেখান দিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ অতিক্রম করলে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এ লোকটি কে? আমি বললাম, ইনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র এ বান্দা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ খুব উত্তম লোক। ইনি আল্লাহ্‌র তরবারিসমূহের মধ্যকার একখানা তরবারি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবু হুরায়রা (রা) থেকে যায়েদ ইবনে আসলাম হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪

সাদ ইবনে মুআয (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٨٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِه

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا .

৩৭৮৪। আল-বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একখানা রেশমী কাপড় উপঢৌকন দেয়া হয়। সাহাবীগণ তার কোমলতায় বিস্মিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা বিস্মিত হচ্ছ। অথচ জান্নাতে সাদ ইবনে মুআযের রুমাল এর চেয়েও অধিক উত্তম হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٨٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ .

৩৭৮৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদ ইবনে মুআযের লাশ সামনে রেখে বলতে শুনেছি ঃ তার জন্য দয়াময় রহমানের আরশ নড়ে উঠেছে। (বু, মু)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উসাইদ ইবনে হুদাইর, আবু সাঈদ ও রুমাইসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُوْنَ مَا اَخَفَّ جَنَازَتَهُ وَذٰلِكَ لِحُكْمِهِ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ .

৩৭৮৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সাদ ইবনে মুআযের জানাযা (লাশ) বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মোনাফিকরা বলে, কতই না হালকা এ মৃতদেহটি। তাদের এরূপ মন্তব্যের কারণ ছিল বনূ কুরাইযা সম্পর্কে তার রায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই ফেরেশতারা তার জানাযা (লাশ) বহন করেছিলেন (তাই হালকা অনুভূত হয়)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫

কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-র মর্যদা।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِّنَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْاَمِيْرِ قَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَعْنِىْ مِمَّا يَلِى مِنْ اُمُوْرِه .

৩৭৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়েস ইবনে সাদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শাসকের দেহরক্ষীবৎ ছিলেন। (অধঃস্তন রাবী) মুহাম্মাদ ইবনে আবু আবদুল্লাহ আল-আনসারী বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু কাজ আঞ্জাম দিতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আনসারীর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আনসারীর বক্তব্য উল্লেখ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ .

৩৭৮৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট খচ্চরে কিংবা তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নয় (বরং পদব্রজে) আসেন (বু,দা,না,ই)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَغْفَرَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً .

৩৭৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাতে আমার জন্য পঁচিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। উটের রাত সম্পর্কে জাবির (রা) থেকে কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত আছে যে, এক সফরে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্তে তার উটটি বিক্রয় করেন যে, তিনি এতে সওয়ার হয়ে মদীনায় পৌছবেন। জাবির (রা) প্রায়ই বলতেন, যে রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উটটি বিক্রয় করি, সে রাতে তিনি আমার জন্য পঁচিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জাবির (রা)-র পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা) উহুদের দিন শহীদ হন এবং ক'জন ছোট ছোট কন্যা সন্তান রেখে যান। জাবির তাদের লালন-পালন করতেন এবং তাদের জন্য অর্থব্যয় করতেন। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সদয় ব্যবহার করতেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। জাবির (রা)-র সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে অনুরূপ বক্তব্য বিবৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭

মুসআব ইবনে উমাইর (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٩٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا وَاِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ اِلاَّ ثَوْبًا كَانُوْا اِذَا غَطَّوْا بِهِ رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّوْا بِهِ رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَاْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَطُّوْا رَاْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ الْاِذْخِرَ .

৩৭৯০। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করি। সুতরাং এর পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকটেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে কেউ এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যে, তিনি তার পুরস্কার কিছুই (দুনিয়াতে) ভোগ করতে

পারেননি। আবার আমাদের মধ্যে কারো ফল পেকেছে এবং তিনি তা (দুনিয়াতে) ভোগ করছেন। আর মুসআব ইবনে উমাইর (রা) মাত্র একখানা কাপড় ব্যতীত আর কোন সম্পদই রেখে যাননি। (তার মৃত্যুর পর) লোকেরা উক্ত কাপড়খানা দিয়ে তার মাথা আবৃত করলে তার পা দু'টি বের হয়ে যেত, আবার তা দিয়ে তার পা দু'টি ঢেকে দিলে তার মাথাটি অনাবৃত হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা কাপড়টি দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও এবং তার পায়ের উপর ইয্‌খির ঘাস বিছিয়ে দাও (বু,মু,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হান্নাদ-ইবনে ইদরীস-আমাশ-আবু ওয়াইল-খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮

আল-বারাআ ইবনে মালেক (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِّنْ اَشْعَثَ اَغْبَرَ ذِىْ طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ .

৩৭৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাথায় উস্কুখুস্কু চুল ও ধুলিমলিন দেহে দু'খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এমন লোক আছে যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করে না, অথচ সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অঙ্গীকার করলে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন। আল-বারাআ ইবনে মালেক তাদের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯

আবু মূসা আল আশআরী (রা)-র মর্যাদা।

٣٧٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْىَ الْحِمَّانِىُّ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِّنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاؤُدَ .

৩৭৯২। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু মূসা! তোমাকে দাঊদ আলাইহিস সালামের পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বরগুলোর মধ্যকার একটি সুর দান করা হয়েছে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব, হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০

সাহ্ল ইবনে সাদ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٧٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ فَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ :

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ + فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

৩৭৯৩। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পরিখা খনন করছিলেন, আর আমরা মাটি সরাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতেন আর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আখেরাতের ভোগবিলাসই আসল (স্থায়ী)। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও" (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। আবু হাযেমের নাম সালামা ইবনে দীনার আল-আরাজ আয-যাহিদ।

٣٧٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ :

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ + فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ .

৩৭৯৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পরিখা খননকালে ছন্দাকারে) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আখেরাতের সুখ শান্তিই হচ্ছে প্রকৃত সুখ-শান্তি। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মর্যাদা দান কর" (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আনাস (রা) থেকে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন তার মর্যাদা।

٣٧٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ ابْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِيْ اَوْ رَاٰى مَنْ رَاٰنِيْ قَالَ طَلْحَةُ فَقَدْ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ مُوْسٰى وَقَدْ رَاَيْتُ طَلْحَةَ قَالَ يَحْيٰ وَقَالَ لِيْ مُوْسٰى وَقَدْ رَاَيْتَنِيْ وَنَحْنُ نَرْجُو اللّٰهَ .

৩৭৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জাহান্নামের আগুন এমন ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না যে আমাকে দেখেছে অথবা আমার দর্শনলাভকারীকে দেখেছে।[৪৮] তালহা ইবনে খিরাশ বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখেছি। মূসা ইবনে ইবরাহীম বলেন, আমি তালহা ইবনে খিরাশকে দেখেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব বলেন, মূসা ইবনে ইবরাহীম আমাকে বলেছেন, 'তুমি অবশ্যই আমাকে দেখেছ (আমার সাহচর্য লাভ করেছ)। সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তির আশা রাখি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মূসা ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারীর সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ মূসা ইবনে ইবরাহীমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٩٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ هُوَ السَّلْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَاْتِيْ قَوْمٌ بَعْدَ ذٰلِكَ تَسْبِقُ اَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ اَوْ شَهَادَاتُهُمْ اَيْمَانَهُمْ .

৩৭৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার যুগের লোকেরাই উত্তম। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ। এরপর এমন সব লোক আসবে, যারা সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে শপথ করবে অথবা শপথের পূর্বে সাক্ষ্য দিবে (বু,মু,না)।

---

৪৮. যে মুসলিম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর কোন সাহাবীকে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, এখানে তার কথা বলা হয়েছে (সম্পা.)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার, ইমরান ইবনে হুসাইন ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২

যারা গাছের নীচে বাইআত গ্রহণ করেছেন তাদের মর্যাদা।

٣٧٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِّمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

৩৭৯৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব লোক (হুদাইবিয়ার প্রান্তরে) গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছে তাদের কেউই দোযখে যাবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দেয়।

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ .

৩৭৯৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান-খয়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান-খয়রাতের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে না (আ,ই,দা,না,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 'নাসীফাহু' শব্দের অর্থ অর্ধ মুদ্দ। আল-হাসান ইবনে আলী-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু সালেহ-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ اَبِىْ رَائِطَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَد اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهُ .

৩৭৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে (গালি ও তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানিও না। কেননা যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষবশেই তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করল। যে ব্যক্তি তাদেরকে যাতনা দিল, সে আমাকেই যাতনা দিল। যে আমাকে যাতনা দিল, সে আল্লাহ্‌কেই যাতনা দিল। আর যে আল্লাহ্‌কে যাতনা দিল, অচিরেই আল্লাহ তাকে গ্রেপ্তার করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

٣٨٠٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ .

৩৮০০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি (হুদাইবিয়ায়) গাছের নীচে বাইয়াত (রিদওয়ান) করেছে, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু লাল বর্ণের উটের মালিক ব্যতীত।[৪৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٣٨٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَشْكُوْ حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فَاِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَّالْحُدَيْبِيَةَ .

---

৪৯. 'লাল উটের মালিক' বলতে জাদ ইবনে কায়েসকে বুঝানো হয়েছে। সে ছিল মোনাফিক। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআত করেন, তখন সে তার হারানো উটের তালাশে ব্যস্ত ছিল। অনুরোধ সত্ত্বেও সে বাইআতে অংশগ্রহণ করেনি (অনু.)।

৩৮০১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রা)-র এক ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিশ্চয় জাহান্নামে যাবে। তিনি বলেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ, সে কখনও জাহান্নামে যাবে না। কেননা সে বদরের যুদ্ধে এবং হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَبِىْ طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ يَمُوْتُ بِاَرْضٍ اِلاَّ بُعِثَ قَاعِدًا وَّنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের মধ্যে কেউ যে এলাকায়ই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামতের দিন সেখানকার জনগণের নেতা ও নূর (জ্যোতি) হয়ে উত্থিত হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম-আবু তাইবা-ইবনে বুরাইদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অধিকতর সহীহ।

٣٨٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ .

৩৮০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আমার সাহাবীদের গালি দেয় তাদের দেখলে তোমরা বলবে, তোদের দুষ্কর্মের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।[৫০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আমরা এটি উবাইদুল্লাহ ইবনে উমারের রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোনভাবে অবহিত নই।

---

৫০. সাহাবীদের গালি দেয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৪

ফাতিমা (রা)-র মর্যাদা।

٣٨٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ بَنِيْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْنِيْ فِيْ اَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَلاَ اٰذَنُ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ اِلاَّ اَنْ يُّرِيْدَ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَنْ يُّطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَانَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّيْ يُرِيْبُنِيْ مَا رَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا .

৩৮০৪। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ হিশাম ইবনুল মুগীরা গোত্রের লোকেরা আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে তাদের মেয়ে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না, অনুমতি দিব না, অনুমতি দিব না। তবে আলী ইবনে আবু তালিব ইচ্ছা করলে আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়ে বিবাহ করতে পারে। ফাতিমা হচ্ছে আমার শরীরের টুকরা। তার নিকট যা খারাপ লাগে আমার কাছেও তা খারাপ লাগে, তার জন্য যা কষ্টদায়ক, আমার জন্যও তা কষ্টদায়ক (বু,মু,দা,না,আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٠٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْاَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ اَحَبُّ النِّسَاءِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ .

৩৮০৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের মধ্যে ফাতিমা (রা) এবং পুরুষদের মধ্যে আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। ইবরাহীম (র) বলেন, অর্থাৎ তাঁর পরিবারস্থ লোকদের মধ্যে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّىْ يُؤْذِيْنِىْ مَا اٰذَاهَا وَيُنْصِبُنِىْ مَا اَنْصَبَهَا .

৩৮০৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার আলোচনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবগত হয়ে বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে ফাতিমা আমার দেহের একটি টুকরা। তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তা কষ্ট দেয়, তার যা মনোকষ্টের কারণ হয় তা আমারও মনোকষ্টের কারণ হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অনুরূপ বলেছেন আইউব-ইবনে আবু মুলাইকা-ইবনুয যুবাইর (রা) সূত্রে। একাধিক রাবী ইবনে আবু মুলাইকা-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত ইবনে আবু মুলাইকা তাদের উভয়ের (ইবনুয যুবাইর ও মিসওয়ার) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আমর ইবনে দীনার (র) ইবনে আবু মুলাইকা-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) সূত্রে লাইসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِىُّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَّفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسَلْمٌ لِّمَنْ سَالَمْتُمْ .

৩৮০৭। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং তোমরা যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবে আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা এ হাদীস কেবল উপরোক্ত সূত্রে জানতে পেরেছি। উম্মু সালামা (রা)-র মুক্তদাস সুবাইহ তেমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নন।

٣٨٠٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَّلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَّفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ اَهْلُ بَيْتِىْ وَحَامَّتِىْ اَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ .

৩৮০৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান, হুসাইন, আলী ও ফাতিমা (রা)-কে একখানা চাদরে আবৃত করে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার একান্ত আপনজন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূরে সরিয়ে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র কর"। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমিও তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণের মধ্যে আছ (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের মধ্যে এটাই সবচেয়ে উত্তম। এ অনুচ্ছেদে আনাস, উমার ইবনে আবু সালামা ও আবুল হামরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهُ سَمْتًا وَّدَلاًّ وَّهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قِيَامِهَا وَقُعُوْدِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَامَ اِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِىْ مَجْلِسِهَا فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِىُّ ﷺ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَاَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَاْسَهَا فَبَكَتْ ثُمَّ اَكَبَّتْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَاْسَهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ اِنْ كُنْتُ لَاَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ مِنْ اَعْقَلِ نِسَائِنَا فَاِذَا هِىَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْتُ لَهَا اَرَاَيْتِ حِيْنَ

اَكْبَبْتَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ ثُمَّ اَكْبَبْتِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَضَحِكْتِ مَا حَمَلَكِ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَتْ اِنِّىْ اِذَنْ لَبَذِرَةٌ اَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ مَيِّتٌ مِّنْ وَجْعِهِ هٰذَا فَبَكَيْتُ ثُمَّ اَخْبَرَنِىْ اَنِّىْ اَسْرَعُ اَهْلِهِ لُحُوْقًا بِهِ فَذَاكَ (وَذٰلِكَ) حِيْنَ ضَحِكْتُ .

৩৮০৯। উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঠা-বসা, আচার-অভ্যাস ও চালচলনের সাথে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-র চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আইশা (রা) আরও বলেন, ফাতিমা (রা) যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন তখনই তিনি তার কাছে উঠে যেতেন, তাকে চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে গেলে তিনিও নিজের জায়গা থেকে উঠে তাঁকে (পিতাকে) চুমা দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃত্যুশয্যায়) অসুস্থ হয়ে পড়লে ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে চুমু দেন, অতঃপর মাথা তুলে কাঁদেন। পুনরায় তিনি তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন, অতঃপর মাথা তুলে হাসেন। আমি (আইশা) বললাম, আমি অবশ্যই জানি যে, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের নারীদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমতী, কিন্তু (তার হাসি দেখে ভাবলাম) অন্যান্য নারীর মত সে একজন নারীই। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার! আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন, অতঃপর মাথা তুলে কাঁদলেন, আবার ঝুঁকে পড়লেন, অতঃপর মাথা তুলে হাসলেন। কি কারণে আপনি এরূপ করলেন? ফাতিমা (রা) বলেন, তাঁর জীবদ্দশায় আমি কথাটি গোপন রেখেছি (কারণ তিনি ভেদের কথা প্রকাশ করা সংগত মনে করতেন না)। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি এই অসুখেই ইন্তিকাল করবেন, তাই আমি কেঁদেছি। অতঃপর তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তাঁর পরিবারস্থ লোকদের মধ্যে সকলের আগে আমিই তাঁর সাথে মিলিত হব। তাই আমি এজন্য হেসেছি (দা,না,হা)।[৫১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। হাদীসটি অন্যভাবেও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

---

৫১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের ছয় মাস পর ফাতিমা (রা) ইন্তিকাল করেন (অনু.)।

٣٨١٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِى الْجَحَّافِ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِيْ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَئَلَتْ اَيُّ النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُهَا اِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا .

৩৮১০। জুমায়্যি ইবনে উমাইর আত-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুর সাথে আইশা (রা)-র কাছে গেলাম। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোন লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেন, ফাতিমা (রা)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, তার স্বামী এবং তিনি ছিলেন অধিক পরিমাণে রোযা পালনকারী এবং অধিক পরিমাণে (রাতে) নামায পাঠকারী।

আবু ঈসা বলে, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৫

আইশা (রা)-র মর্যাদা।

٣٨١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبَاتِيْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَاِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُ عَائِشَةُ فَقُوْلِيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرَ النَّاسَ يَهْدُوْنَ اِلَيْهِ اَيْنَ مَا كَانَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ فَاَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَ اِلَيْهَا فَاَعَادَتِ الْكَلاَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَوَاحِبَاتِيْ قَدْ ذَكَرَتْ اَنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاْمُرِ النَّاسَ يَهْدُوْنَ اَيْنَمَا كُنْتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَتْ ذٰلِكَ قَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِيْنِيْ فِيْ عَائِشَةَ فَاِنَّهُ مَا اُنْزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَاَنَا فِيْ لِحَافِ امْرَاَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِهَا .

৩৮১১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের উপঢৌকন প্রদানের জন্য আইশা (রা)-র পালার দিনের অপেক্ষায় থাকত (যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে থাকেন)। আইশা (রা) বলেন, আমার

সতীনেরা উম্মু সালামা (রা)-র নিকট একত্র হয়ে বলেন, হে উম্মু সালামা! লোকেরা তাদের উপহার সামগ্রী আইশার পালার দিনে পেশ করার অপেক্ষায় থাকে। অথচ আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাংখা আছে, যেমন আইশার আছে। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন তারা যেন তাদের উপহার সামগ্রী সেখানে পাঠিয়ে দেয়। উম্মু সালামা (রা) বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি (তার পালার দিন) বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সতীনেরা আলোচনা করেছে যে, লোকেরা তাদের উপহার সামগ্রী আইশার জন্য নির্দিষ্ট দিনে আপনার কাছে প্রেরণ করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদেরকে আদেশ করুন যে, আপনি যেখানেই থাকুন তারা যেন তাদের উপহার সামগ্রী পাঠাতে থাকে। তিনি বিষয়টি তৃতীয়বার বললে তিনি বলেন ঃ হে উম্মু সালামা! তুমি আইশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আইশা ব্যতীত তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপের নীচে থাকা অবস্থায় আমার কাছে ওহী আসেনি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেউ কেউ এ হাদীস হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-হিশাম ইবনে উরওয়া-তাঁর পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া-আওফ ইবনুল হারিস-রুমাইসা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রে আংশিক বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে বিভিন্নরূপ মতভেদ আছে। সুলাইমান ইবনে বিলাল (র) হিশাম ইবনে উরওয়ার সূত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِيْ خِرْقَةِ حَرِيْرٍ خَضْرَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

৩৮১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একখানা সবুজ রংয়ের রেশমী কাপড়ে আমার প্রতিচ্ছবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এসে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী দুনিয়া ও আখেরাতে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আলকামা'র বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমরা হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত নই। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আলকামা

থেকে উক্ত সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবু উসামা-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীসের আংশিক বর্ণনা করেছেন।

٣٨١٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لاَ نَرٰى .

৩৮১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আইশা! এই যে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, তার প্রতিও সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আপনি যা দেখেন আমরা তা দেখতে পাই না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨١٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

৩৮১৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, তার উপরও শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٨١٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَاَلْنَا عَائِشَةَ اِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا .

৩৮১৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছে কোন হাদীসের অর্থ বুঝা কষ্টকর হলে আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে তার নিকট এর সঠিক জ্ঞান লাভ করেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٨١٦- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَفْصَحُ مِنْ عَائِشَةَ .

৩৮১৬। মূসা ইবনে তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-র চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٨١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَبُنْدَارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلٰى جَيْشٍ ذَاتَ السَّلاَسِلِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا .

৩৮১৭। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। আমর (রা) বলেন, আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কাছে কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলেন, আইশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলেন ঃ তার পিতা (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨١٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا .

৩৮১৮। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কোন ব্যক্তি? তিনি বলেন ঃ আইশা। তিনি বলেন, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলেন ঃ তার পিতা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইসমাঈল-কায়েস সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব।

٣٨١٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৩৮১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাবতীয় খাদ্যের উপর যেমন সারীদের মর্যাদা, সমস্ত স্ত্রীলোকের উপর আইশার মর্যাদাও তেমন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মামার হলেন আবু তুওয়ালা আল-আনসারী, মদীনার অধিবাসী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী।

٣٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ اَنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْ عَائِشَةَ عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَغْرِبْ مَقْبُوْحًا مَنْبُوْحًا اَتُؤْذِىْ حَبِيْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৮২০। আমর ইবনে গালিব (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-এর কাছে বসে আইশা (রা) সম্পর্কে কিছু কটূক্তি করলে আম্মার (রা) বলেন ঃ দূর হও পাপিষ্ঠ এখান থেকে! তুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমাকে যাতনা দিচ্ছিস!

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٧٢١- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ الْاَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُوْلُ هِىَ زَوْجَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَعْنِىْ عَائِشَةَ .

৩৮২১। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, তিনি (আইশা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী দুনিয়া ও আখেরাতে (আ,বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا .

৩৮২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকের মধ্যে কে আপনার অধিক প্রিয়? তিনি বলেন, আইশা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলেন ঃ তার পিতা (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ এবং আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৬

খাদীজা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٨٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَمَا بِىْ اَنْ اَكُوْنَ اَدْرَكْتُهَا وَمَا ذٰلِكَ اِلاَّ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ .

৩৮২৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি ততটা ঈর্ষা পোষণ করতাম না। অথচ আমি তার সাক্ষাতও পাইনি। তা এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাইয় তার কথা স্মরণ করতেন। আর তিনি বকরী যবেহ্ করলে খাদীজা (রা)-র বান্ধবীদেরকে তালাশ করে করে তাদের জন্য গোশত উপঢৌকন পাঠাতেন (বু,মু)।[৫২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا حَسَدْتُ امْرَاَةً مَا حَسَدْتُ خَدِيْجَةَ وَمَا تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ بَعْدَ مَا مَاتَتْ وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ .

৫২. হাদীসটি ১৯৬৬ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৩৮২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমি যতটা ঈর্ষা পোষণ করতাম অন্য কোন নারীর প্রতি আমি ততটা ঈর্ষা পোষণ করিনি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার ইনতিকালের পরই আমাকে বিবাহ করেন। আর ঈর্ষার কারণ এই ছিল যে, তিনি তার (খাদীজার) জন্য জান্নাতে এমন একটা মনি-মুক্তা খচিত সুরম্য প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে না আছে কোন হৈহুল্লোড় আর না কোন কোন কষ্টক্লেশ (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَاءِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَخَيْرُ نِسَاءِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ .

৩৮২৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ হলেন এই উম্মাতের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। আর মরিয়ম বিনতে ইমরান ছিলেন (তৎকালীন উম্মাতের) নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ زَنْجُوِيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ .

৩৮২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৭
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মর্যাদা।

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِىُّ أَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ وكَانَ ثِقَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيْلَ لابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مَاتَتْ فُلاَنَةٌ لِبَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَجَدَ قِيْلَ لَهُ اَتَسْجُدُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا رَاَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا فَاَىُّ اٰيَةٍ اَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৮২৭। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে ফজ্‌র নামাযের পর বলা হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক স্ত্রী ইনতিকাল করেছেন। সাথে সাথে তিনি সিজদায় পড়লেন। তাকে বলা হল, আপনি এ সময় সিজদা করলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ যখন তোমরা কোন নিদর্শন দেখ, তখন সিজদা কর? অতএব নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের দুনিয়া থেকে বিদায়ের চেয়ে বড় বিপদ আর কি আছে (দা)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রে হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

٣٨٢٨- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا كِنَانَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالَت دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ بَلَغَنِىْ عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلاَمٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ الاَّ قُلْتِ وَكَيْفَ تَكُوْنَانِ خَيْرًا مِّنِّىْ وَزَوْجِىْ مُحَمَّدٌ وَاَبِىْ هَارُوْنُ وَعَمِّىْ مُوْسٰى وكَانَ الَّذِىْ بَلَغَهَا اَنَّهُمْ قَالُوْا نَحْنُ اَكْرَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا وَقَالُوْا نَحْنُ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ وَبَنَاتُ عَمِّهِ .

৩৮২৮। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। উম্মুল মুমিনীন হাফসা ও আইশা (রা)-র কিছু বিরুপ মন্তব্য আমার কানে আসে। আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বলেন ঃ আচ্ছা তুমি তাদেরকে কেন বললে না যে, তোমরা দু'জন কিভাবে আমার চেয়ে উত্তম হতে পার? কেননা আমার স্বামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হারূন আলাইহিস সালাম হলেন আমার পিতা এবং মূসা আলাইহিস সালাম হলেন আমার চাচা। যে মন্তব্য তার কানে এসেছিল তা এই যে, তারা বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমরা সাফিয়্যার চাইতে অধিক সম্মানিতা। কেননা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী এবং তাঁর চাচার কন্যা।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীস আমরা কেবল হাশিম আল-কূফীর রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি। এর সনদসূত্র তেমন শক্তিশালী নয়।

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةُ اَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ بِنْتُ يَهُوْدِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِيْ قَالَ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ قَالَتْ لِيْ حَفْصَةُ اِنِّيْ ابْنَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاِنَّكِ لاَبْنَةُ نَبِيٍّ وَاِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَاِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ يَا حَفْصَةُ .

৩৮২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা)-র কানে পৌঁছে যে, হাফসা (রা) তাকে ইহূদীর কন্যা বলে তিরস্কার করেছেন। তাই তিনি কাঁদছিলেন। তার ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন ঃ কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, হাফসা আমাকে ইহূদীর কন্যা বলে তিরস্কার করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি অবশ্যই একজন নবীর কন্যা, তোমার চাচা অবশ্যই একজন নবী এবং তুমি একজন নবীর স্ত্রী। অতএব হাফসা কিভাবে তোমার উপরে গর্ব করতে পারে? অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে হাফসা! আল্লাহ্কে ভয় কর (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٨٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِد بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمَعِيُّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ وَهْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ

ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا قَالَتْ فَاَخْبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَمُوْتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ اَخْبَرَنِيْ اَنِّيْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ .

৩৮৩০। উম্মু সালামা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে ডেকে তার সাথে চুপিসারে কিছু কথা বলেন। এতে ফাতিমা কেঁদে ফেলেন। অতঃপর তিনি কিছু কথা বললে ফাতিমা হাসেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরে আমি ফাতিমাকে তার হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবহিত করেন যে, অচিরেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, তাই আমি কেঁদেছি। অতঃপর তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত আমি জান্নাতের নারীদের নেত্রী হব, তাই আমি হেসেছি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٣٨٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ وَاِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ .

৩৮৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের চাইতে উত্তম। আর তোমাদের কোন সাথী মারা গেলে তার সমালোচনা ত্যাগ কর (দার)।[৫৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৫৩. তৃতীয় খণ্ডে ১৯৩২ হাদীস ও তার টীকাও পাঠ করুন (সম্পা.)।

لاَ يُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْهِمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَانْتَهَيْتُ اِلٰى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ وَاللّٰهِ مَا اَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِىْ قَسَمَهَا وَجْهَ اللّٰهِ وَلاَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَتَثَبَّتُّ حِيْنَ سَمِعْتُهُمَا فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ دَعْنِىْ عَنْكَ فَقَدْ اُوْذِىَ مُوْسٰى بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا .

৩৮৩২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সাহাবীগণের কেউ যেন তাদের অপরজনের কোন মন্দ কথা আমার কাছে না পৌঁছায়। কেননা আমি তাদের সাথে পরিচ্ছন্ন ও উন্মুক্ত মন নিয়েই সাক্ষাত করতে ভালোবাসি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু মাল আসলে তিনি (জনগণের মধ্যে) তা বণ্টন করেন। আমি একত্রে বসে থাকা দুই ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম, তারা বলছিল, আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মাদ এই যে ভাগ-বাটোয়ারা করলেন তাতে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের ইচ্ছাই তাঁর ছিল না এবং আখেরাতের আবাস (জান্নাত) লাভেরও নয়। কথাটি শুনে আমার কাছে খুবই খারাপ লাগল এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জানালাম। এতে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল এবং তিনি বলেন ঃ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। মূসা আলাইহিস সালামকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সবর করেছেন (বু,মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। এর সনদে এক ব্যক্তিকে যোগ করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল-আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ-উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ-ইসরাঈল-সুদ্দী-ওলীদ ইবনে আবু হিশাম-যায়েদ ইবনে যায়েদা-ইবনে মাসঊদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবে উপরোক্ত বিষয়বস্তুর কিছু কথা বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৮

উবাই ইবনে কাব (রা)-র মর্যাদা।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ فَقَرَاَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَرَاَ فِيْهَا اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لاَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ وَلاَ الْمَجُوْسِيَّةُ مَنْ يَّعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُّكْفَرُهُ وَقَرَاَ عَلَيْهِ لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ مَّالٍ لاَبْتَغٰى اِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لاَبْتَغٰى اِلَيْهِ ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ .

৩৮৩৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই। তিনি তাকে "লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ" সূরাটি পড়ে শুনান। তিনি তাতে আদ-দীন হুনাফা পর্যন্ত পড়েন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণের একনিষ্ঠ ভাবধারাপূর্ণ দীনই গ্রহণযোগ্য, ইহূদীবাদ, খৃস্টবাদ বা মজূসীবাদ (অগ্নি উপাসনা) নয়। কেউ সৎকর্ম করলে তা কখনো প্রত্যাখ্যান করা হবে না (প্রতিদান দেয়া হবে)। অতঃপর তিনি তাকে আরো পাঠ করে শুনান ঃ কোন আদম সন্তান এক উপত্যকাপূর্ণ সম্পদের অধিকারী হয়ে গেলে সে তাঁর নিকট দ্বিতীয় উপত্যকা ভর্তি মালের আকাংখা করবে। তার দ্বিতীয় উপত্যকা ভর্তি মাল হয়ে গেলে সে তাঁর নিকট তৃতীয় উপত্যকা ভর্তি মাল লাভের আকাংখা করবে। ইবনে আদমের উদর মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি হবে না। কেউ তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন (আ,হা)।[৫৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অন্যভাবেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) তার পিতা থেকে, তিনি উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উবাই ইবনে কাব (রা)-কে বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই"। কাতাদা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই (রা)-কে বলেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমি তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই"।

---

৫৪. হাদীসের শেষাংশের সাথে ২২৭৯ নম্বর হাদীসও পাঠ করা যেতে পারে। বাস্তবিকই মানুষের লোভের কোন সীমা নাই (সম্পা.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৯
আনসারগণের ও কুরাইশদের মর্যাদা।

٣٨٣٤- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ سَلَكَ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْاَنْصَارِ .

৩৮৩৪। উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি দীন ইসলামে হিজরত না থাকত তাহলে আমি আনসারদের একজনই হতাম। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আনসারগণ যদি কোন গিরিসংকটে বা গিরিখাদে প্রবেশ করে তবে অবশ্য আমিও আনসারদের সঙ্গেই থাকব (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٨٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْاَنْصَارِ لاَ يُحِبُّهُمْ الاَّ مُؤْمِنٌ وَّلاَ يُبْغِضُهُمْ الاَّ مُنَافِقٌ مَنْ اَحَبَّهُمْ فَاَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَاَبْغَضَهُ اللّٰهُ فَقُلْنَا لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَقَالَ اِيَّايَ حَدَّثَ .

৩৮৩৫। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেন ঃ মুমিন মাত্রই তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুনাফিক মাত্রই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে মহব্বত করে, আল্লাহও তাদেরকে মহব্বত করেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শোবা (র) বলেন, আমরা আদী ইবনে সাবিতকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হাদীসটি প্রত্যক্ষভাবে আল-বারাআ (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, তিনিই তো আমার নিকটই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (বু,মু,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ مِّنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ ابْنَ اُخْتٍ فَقَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ وَاِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اَجْبُرَهُمْ وَاَتَاَلَّفَهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَّرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ قَالُوْا بَلٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ .

৩৮৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের কিছু সংখ্যক লোককে সমবেত করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তোমাদের আনসারদের ছাড়া অন্য কেউ নাই তো? তারা বলেন, না, তবে আমাদের এক ভাগ্নে আছে। তিনি বলেন ঃ সম্প্রদায়ের ভাগ্নে তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কুরাইশরা কেবল জাহিলিয়াত ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে এবং তারা বিপদগ্রস্তও। তাই আমি তাদের ভগ্নহৃদয়ে কিছুটা সহানুভূতির ছোয়া লাগাতে চাই এবং তাদের মনজয় করতে চাই (কিছু অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে)। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা দুনিয়া (মাল) নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে? তারা বলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লোকেরা যদি কোন গিরিপথ বা গিরিখাদ অতিক্রম করে এবং আনসাররা যদি অন্য কোন গিরিসংকট বা গিরিখাদে চলে, তবে আমি আনসারদের গিরিসংকট বা গিরিখাদেই চলব (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٨٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيْهِ فِيْمَنْ اُصِيْبَ مِنْ اَهْلِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنِّىْ اُبَشِّرُكَ بِبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِذَرَارِىِّ الْاَنْصَارِ وَلِذَرَارِىِّ ذَرَارِيِّهِمْ .

৩৮৩৭। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। আল-হাররার দিন আনাস (রা)-র পরিবার ও তার চাচার পরিবার যে নির্মমতার শিকার হয় তাতে শোক প্রকাশ করে তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট একখানা শোকবার্তা লিখে পাঠান। তিনি তাকে লিখেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আনসারদেরকে মাফ করে দাও, তাদের সন্তানদেরও এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদেরকেও" (মু)।[৫৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কাতাদা (র) হাদীসটি নাদর ইবনে আনাস-যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٨٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ قَوْمَكَ السَّلاَمَ فَاِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ اَعِفَّةٌ صُبُرٌ .

৩৮৩৮। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আমার সালাম পৌঁছাও। আমার জানামতে তারা সংযমী ও ধৈর্যশীল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٣٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ اِنَّ عَيْبَتِي الَّتِيْ

---

৫৫. নবূওয়াত থেকে আলোকপ্রাপ্ত খেলাফতের স্থলে আমীরে মুআবিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফল হিসাবে কারবালার বিষাদময় ঘটনা, কাবা শরীফে অগ্নিসংযোগ ও হাররার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ অনিচ্ছায় তার শাসন মেনে নিলেও ইয়াযীদের শাসন মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এর ফলেই মক্কা-মদীনার প্রবীণ সাহাবীগণসহ সকলে ইয়াযীদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ৬৩ হিজরীতে মুসলিম ইবনে উকবার সেনাপতিত্বে ইয়াযীদ বাহিনী মদীনায় প্রবেশ করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত শত সাহাবীকে হত্যা করে, যে আনসারগণ বিপদের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মক্কার মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করে এবং তাদের মহিলাদের বেইজ্জত করে। এটা ইসলামে রাজতন্ত্রের নিকৃষ্ট বেদাত প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের অত্যন্ত কলংকময় অধ্যায় (সম্পা.)।

اُوِىْ اِلَيْهَا اَهْلُ بَيْتِىْ وَاِنَّ كَرِشِىَ الْاَنْصَارُ فَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ .

৩৮৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! আমার আহলে বাইত হল আমার আশ্রয়স্থল, যেখানে আমি ফিরে আসি। আর আমার গোপনীয়তার রক্ষক হল আনসারগণ। সুতরাং তোমরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর এবং তাদের সদাচার গ্রহণ কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَنْصَارُ كَرِشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَاِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ .

৩৮৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনসারগণ আমার গোপনীয়তার রক্ষক ও আমানতদার। অচিরেই জনসংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। অতএব তোমরা তাদের সদাচার গ্রহণ কর এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা কর (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ اللّٰهُ .

৩৮৪১। মুহাম্মাদ ইবনে সাদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ কুরাইশদেরকে অপদস্থ করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আব্‌দ ইবনে হুমাইদ-ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাদ-তার পিতা-সালেহ ইবনে কাইসান-ইবনে শিহাব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْمُؤَمَّلُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيْ لاَ يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

৩৮৪২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এমন ব্যক্তি কখনও আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَ الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَذَقْتَ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً فَاَذِقْ اٰخِرَهُمْ نَوَالاً .

৩৮৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি প্রথমে কুরাইশদেরকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন; অতএব পরে তাদেরকে দান ও অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করান"।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবদুল ওয়াহ্‌হাব আল-ওয়াররাক-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-উমাবী-আমাশ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٤٤- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْاَحْمَرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَلِنِسَاءِ الْاَنْصَارِ .

৩৮৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের ক্ষমা করে দাও, আনসারদের সন্তানদেরকেও, আনসারদের সন্তানদের সন্তানদেরকেও এবং আনসারদের নারীদেরওেক" (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪০

আনসারদের কোন্ ঘর শ্রেষ্ঠ?

٣٨٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ اَوْ بِخَيْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوا الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ فَقَبَضَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِيْ بِيَدَيْهِ قَالَ وَفِيْ دُوْرِ الْاَنْصَارِ كُلِّهَا خَيْرٌ .

৩৮৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘর অথবা আনসারদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আনসারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বনূ নাজ্জার, তারপর তাদের নিকটতম যারা অর্থাৎ বনূ আবদুল আশহাল, তারপর তাদের নিকটতম যারা অর্থাৎ বনুল হারিস ইবনুল খাযরাজ, অতঃপর তাদের নিকটতম যারা অর্থাৎ বনূ সাইদা। এরপর তিনি দুই হাতে ইংগিত করেন হাতের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে, অতঃপর হাত দু'খানা এমনভাবে প্রসারিত করেন যেমন কেউ তার হাত দ্বারা কিছু নিক্ষেপ করল। তিনি বলেন ঃ আনসারদের সব ঘরই উত্তম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আর এ হাদীস আনাস (রা)-আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٨٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ .

৩৮৪৬। আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে উত্তম হল বনূ নাজ্জারের ঘরসমূহ, অতঃপর বনূ আবদুল আশহালের ঘরসমূহ, তারপর বনুল হারিস ইবনুল খাযরাজ, অতঃপর বনূ সাইদা। আনসারদের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। সাদ (রা) বলেন, আমি দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য আনসার পরিবারকে আমাদের গোত্রের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তখন তাকে বলা হল, তোমাদেরকে তো তিনি অনেকের উপরই মর্যাদা দিয়েছেন (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা)-র নাম মালেক ইবনে রবীআ।

٣٨٤٧- حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دِيَارِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ .

৩৮৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে বনূ নাজ্জারই সর্বোত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْاَنْصَارِ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ .

৩৮৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনসারদের মধ্যে বনূ আবদুল আশহালই উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪১

মদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদা।

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِحَرَّةِ السُّقْيَا الَّتِيْ كَانَتْ لِسَعْدِ

بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْتُوْنِىْ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيْلَكَ وَدَعَا لِاَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ وَاَنَا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَدْعُوْكَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَىْ مَا بَارَكْتَ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ .

৩৮৪৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। অবশেষে যখন আমরা সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর বসতি এলাকা 'হাররাতুস-সুক্ইয়া'-তে পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার জন্য উযূর পানি লও। তিনি উযূ করলেন, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন তোমার বান্দা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি মক্কাবাসীদের জন্য বরকতের দোয়া করেন। আর আমিও তোমার বান্দা ও রাসূল। আমি মদীনাবাসীদের জন্য তোমার কাছে দোয়া করছি যে, তুমি মক্কাবাসীদের জন্য যে পরিমাণ বরকত দান করেছ, মদীনাবাসীদের মুদ্দ ও সা'-এ তার দ্বিগুণ বরকত দান কর এবং এক বরকতের সাথে দু'টি বরকত দান কর (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُبَاتَةَ يُوْنُسُ بْنُ يَحْىَ بْنِ نُبَاتَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْمُعَلّٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَّاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ .

৩৮৫০। আলী ইবনে আবু তালিব ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যকার একটি বাগান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং উপরোক্ত সূত্রে হাসান।

٣٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ الزَّاهِدُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

৩৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যকার একটি বাগান। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার এই মসজিদে এক রাকআত নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকআত নামায অপেক্ষা উত্তম।[৫৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٥٢- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَاِنِّيْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا .

৩৮৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ মদীনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হলে তাই করুক। কারণ যে লোক তথায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য শাফাআত করব (আ.ই.বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সুবাইয়্যা বিনতুল হারিস আল-আসলামিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং আইয়ুব আস-সাখতিয়ানীর রিওয়ায়াত হিসাবে উক্ত সূত্রে গরীব।

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ مَوْلاَةً لَهُ اَتَتْهُ فَقَالَتْ اشْتَدَّ عَلَيَّ الزَّمَانُ وَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الْعِرَاقِ قَالَ فَهَلاَّ اِلَى الشَّامِ اَرْضُ الْمَنْشَرِ وَاصْبِرِيْ لُكَاعُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَبَرَ عَلٰى شِدَّتِهَا وَلاَوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا اَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

---

৫৬. হাদীসটি ৩০৫ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

৩৮৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার এক আযাদকৃত দাসী এসে তাঁকে বলে, দিনাতিপাত আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই আমি ইরাকের দিকে যেতে চাই। তিনি বলেন, তবে তুমি সিরিয়ার দিকে যাবার মনস্থ করলে না কেন? সেটা তো হাশরের মাঠ। তিনি পুনরায় বলেন, আরে খুকী! ধৈর্যধারণ কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মদীনার কষ্ট-কাঠিন্য ও দুভিক্ষে ধৈর্যধারণ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী হব এবং শাফাআতকারী হব (মু)।

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর ও সুবাইয়া আল-আসলামিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٨٥٤- حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰخِرُ قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَى الْاِسْلاَمِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ .

৩৮৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামী শহরগুলোর মধ্যে সবশেষে বিরান হবে মদীনা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল জুনাদা-হিশাম সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

٣٨٥٥- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاَصَابَهُ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِيُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَتُنَصِّعُ طَيِّبَهَا .

৩৮৫৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলামের উপর বাইআত হয়। মদীনার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলে,

আমার বাইআত রদ করুন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব সে চলে গেল। বেদুঈন আবার এসে বলল, আমার বাইআত রদ করুন। এবারও তিনি অস্বীকার করেন। ফলে বেদুঈন চলে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই মদীনা হল কামাড়ের হাপড়বৎ, যা নিজের ময়লা দূরীভূত করে এবং পবিত্রতাকে খাঁটি করে (বু,মু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَاَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِيْنَةِ مَا زَعَرْتُهَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ .

৩৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি মদীনায় হরিণকে চরে বেড়াতে দেখি, তবে সেটাকে ভয় দেখাব না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনার দুই কংকরময় এলাকার মধ্যবর্তী স্থান হারাম (বু,মু,না)।[৫৭]

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, আনাস, আবু আইউব, যায়েদ ইবনে সাবিত, রাফে ইবনে খাদীজ, জাবির ও সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

---

৫৭. ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মদীনার হেরেম এলাকা মক্কার হেরেম এলাকার মত সম-গুরুত্ব সম্পন্ন নয়। এখানে শিকারকার্য, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি বৈধ। কারণ আনাস (রা)-র ভাই উমাইর তথায় পাখি শিকার করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি। তাছাড়া মসজিদে নববী নির্মাণকালে তথাকার খেজুর গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। উপরন্তু মসজিদে নববীর আধুনিক সম্প্রসারণেও গাছ কর্তন করা হয়েছে। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, মদীনার সৌন্দর্যহানি হওয়ার আশংকায় বা তার প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষাদি কর্তন ও শিকারকার্য নিষিদ্ধ করে থাকবেন। যেমন ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুর্গসমূহ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা মদীনার সৌন্দর্যবাহী। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ (র)-এর মতে মদীনার হারাম এলাকার মধ্যে উপরোক্ত কার্যাবলী নিষিদ্ধ, তবে কেউ তা করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে না (তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, ১০ খ, পৃ. ৪২২-৪)।

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا .

৩৮৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদ পাহাড় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিগোচর হতেই তিনি বলেন ঃ এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, আর আমি দুই কংকরময় এলাকার মধ্যবর্তী স্থানটিকে হারাম ঘোষণা করলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٥٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَامِرِيِّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَىَّ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ نَزَلْتَ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِيْنَةِ اَوِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ قِنَّسْرِيْنَ .

৩৮৫৮। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী পাঠান যে, এ তিনটি স্থানের যেটিতেই তুমি যাবে, সেটিই হবে তোমার হিজরতের স্থান ঃ মদীনা অথবা বাহরাইন অথবা কিন্নাসরীন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ফাদল ইবনে মূসার রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। আবু আমের এ হাদীস বর্ণনায় নিঃসঙ্গ।

٣٨٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَصْبِرُ عَلٰى لاَوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ اِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ মদীনায় দুর্ভিক্ষ ও কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করলে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য অবশ্যই সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। সালেহ্ ইবনে আবু সালেহ হলেন সুহাইল ইবনে আবু সালেহ্‌র সহোদর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২

মক্কা মুআজ্জামার মর্যাদা।

٣٨٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْ لاَ اَنِّيْ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ .

৩৮৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হাম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার একটি ক্ষুদ্র টিলার উপর অবস্থানরত দেখলাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌র সমস্ত ভূমির মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্‌র কাছে তুমিই সবচেয়ে প্রিয়ভূমি। যদি আমাকে তোমার বুক থেকে (জোরপূর্বক) উচ্ছেদ না করা হত তবে আমি কখনও (তোমায় ছেড়ে) চলে যেতাম না (আ,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ্। ইউনুস এ হাদীস যুহ্‌রী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আমার মতে আবু সালামা-আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরার সূত্রে যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ্।

٣٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاَبُو الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَيَّ وَلَوْ لاَ اَنَّ قَوْمِيْ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ .

৩৮৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ভূমিকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ কতই না পবিত্র ও উত্তম

শহর তুমি এবং তুমিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যদি আমার স্বজাতি তোমার থেকে আমাকে উচ্ছেদ না করত তবে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৩
আরবদেশের মর্যাদা।

٣٨٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ الْاَزْدِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سَلْمَانُ لاَ تُبْغِضْنِيْ فَتُفَارِقَ دِيْنَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اُبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللّٰهُ قَالَ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُبْغِضَنِيْ .

৩৮৬২। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে সালমান! আমার প্রতি বিদ্বেষ রেখ না, তাহলে তুমি তোমার দীনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার প্রতি কি করে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি, অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারাই আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আরবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণই হচ্ছে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবু বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٨٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ شَفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ .

৩৮৬৩। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আরবদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমার শাফাআতের আওতায় প্রবেশ করবে না এবং সে আমার ভালোবাসাও লাভ করতে পারবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হুসাইন-ইবনে উমার আল-আহ্‌মাসী-মুখারিক সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। হুসাইন মুহাদ্দিসগণের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٣٨٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ كَانَتْ اُمُّ الْحَرِيْرِ اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا فَقِيْلَ لَهَا اِنَّا نَرَاكِ اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ قَالَتْ سَمِعْتُ مَوْلاَىَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلاَكُ الْعَرَبِ.

৩৮৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবু রাযীন (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল হারীরের অবস্থা এই ছিল যে, আরবের কোন লোক মারা গেলে তিনি তাতে গভীরভাবে শোকাভিভূত হতেন। তাকে বলা হল, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আরবের কোন লোক মারা গেলে আপনি তাতে গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। তিনি বলেন, আমি আমার মনিবকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরবের লোকদের মৃত্যু হচ্ছে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু রাযীন বলেন, উম্মুল হারীরের মনিব হলেন তালহা ইবনে মালেক। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা কেবল সুলাইমান ইবনে হারবের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

٣٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ شُرَيْكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتّٰى يَلْحَقُوْا بِالْجِبَالِ قَالَتْ اُمُّ شُرَيْكٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيْلٌ .

৩৮৬৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, তিনি উম্মু শুরাইক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পালাতে থাকবে, অবশেষে তারা পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মু শুরাইক (শরীক) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন আরবরা কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ তখন তারা সংখ্যায় হবে অতি নগণ্য (আ,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٨٦٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَامٌ اَبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ اَبُو الرُّوْمِ وَحَامٌ اَبُو الْحَبَشِ .

৩৮৬৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাম হল আরবদের আদিপিতা, ইয়াফিস হল রূমীদের (তুর্কীদের) আদিপিতা এবং হাম হল আবিসিনীয়দের আদিপিতা।[৫৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইয়াফিস, ইয়াফিত ও ইয়াফাস ইত্যাদি উচ্চারণও আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৪

আজমীদের (অনারবদের) মর্যাদা।

٣٨٦٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ذُكِرَتِ الْاَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاَنَا بِهِمْ اَوْ بِبَعْضِهِمْ اَوْثَقُ مِنِّيْ بِكُمْ اَوْ بِبَعْضِكُمْ .

৩৮৬৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আজমীদের উল্লেখ করা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তাদেরকে অথবা তাদের কতককে তোমাদের চেয়ে অথবা তোমাদের কতকের চেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবু বাক্‌র ইবনে আইয়াশের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। সাহ্‌ল হলেন মিহরানের পুত্র, আমর ইবনে হুরাইসের মুক্তদাস।

٣٨٦٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِيُّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلَاهَا فَلَمَّا بَلَغَ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ قَالَ لَهُ

---

৫৮. হাদীসটি ৩১৬৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِنَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُ قَالَ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فِيْنَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ هٰؤُلاَءِ .

৩৮৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন সূরা আল-জুমুআ নাযিল হয় এবং তিনি তা তিলাওয়াত করেন। তিনি "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বিহিমি" (এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি) পর্যন্ত পৌছলে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এসব লোক কারা, যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয়নি? তিনি তাকে কিছুই বললেন না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সালমান আল-ফারিসী (রা) আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতখানা সালমান (রা)-র উপর রেখে বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ঈমান সুরাইয়া তারকায় থাকলেও এদের (অনারবদের) কিছু লোক তা নিয়ে আসবে।[৫৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাদীসটি অন্যভাবেও আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৫

ইয়ামানের মর্যাদা।

٣٨٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا .

৩৮৬৯। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান দেশের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদের অন্তর (আমাদের দিকে) ফিরিয়ে দিন এবং আমাদের সা ও মুদ্দ-এ বরকত দান করুন" (আ)।

---

৫৯. হাদীসটি ৩২৪৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল ইমরান আল-কাত্তানের সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

٣٨٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَضْعَفُ قُلُوْبًا وَاَرَقُّ اَفْئِدَةً اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ .

৩৮৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসী তোমাদের কাছে এসেছে। তারা খুব নরম দিল ও কোমল হৃদয়ের লোক। ঈমান ইয়ামান থেকে উদগত এবং প্রজ্ঞাও ইয়ামান থেকে উদগত (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসঊদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْيَمَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُلْكُ فِيْ قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْاَنْصَارِ وَالْاَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالْاَمَانَةُ فِي الْاَزْدِ يَعْنِي الْيَمَنَ .

৩৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাজত্ব কুরাইশদের মধ্যে, বিচার-বিধান আনসারদের মধ্যে, (সুমধুর সুরে) আযান হাবশীদের মধ্যে এবং আমানতদারি আয্দ অর্থাৎ ইয়ামানবাসীদের মধ্যে (আ)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-মুআবিয়া ইবনে সালেহ-আবু মরিয়ম আল-আনসারী-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে মরফূরূপে নয়। যায়েদ ইবনে হুবাবের বর্ণিত হাদীসটির চেয়ে এ হাদীস অধিকতর সহীহ।

٣٨٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيْرِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسٍ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَزْدُ اَزْدُ اللّٰهِ (اَزْدُ اللّٰهِ) فِى الْاَرْضِ يُرِيْدُ النَّاسُ اَنْ يَّضَعُوْهُمْ وَيَابَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يَّرْفَعَهُمْ وَلَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُ الرَّجُلُ يَا لَيْتَ اَبِىْ كَانَ اَزْدِيًا وَيَا لَيْتَ اُمِّىْ كَانَتْ اَزْدِيَةً .

৩৮৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযদীরা (ইয়ামানীরা) হল যমীনের বুকে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। লোকেরা তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দিবেন না, বরং তিনি তাদেরকে সমুন্নত করবেন। মানুষের সামনে নিশ্চয়ই এমন এক যুগ আসবে, যখন কোন ব্যক্তি বলবে, হায় যদি আমার পিতা আযদী হতেন? হায়, যদি আমার মাতা আয্‌দ গোত্রীয় হতেন?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আনাস (রা) থেকে উপরোক্ত সূত্রে হাদীসটি মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে। আমাদের মতে মওকূফ বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ।

٣٨٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنِىْ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنْ لَمْ نَكُنْ مِّنَ الْاَزْدِ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ .

৩৮৭৩। গাইলান ইবনে জারীর (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা আয্‌দ গোত্রভুক্ত না হলে ভালো মানুষই হতাম না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

٣٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ زَنْجُوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ مِيْنَاءَ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ اَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَنْ حِمْيَرًا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ حِمْيَرًا اَفْوَاهُهُمْ سَلاَمٌ وَاَيْدِيهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ اَهْلُ اَمْنٍ وَّاِيْمَانٍ .

৩৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট এক লোক আসে। আমার

ধারণা লোকটি কায়েস গোত্রীয়। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হিম্য়ার গোত্রকে অভিসম্পাত করুন। তিনি তার থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে অপর পাশ দিয়ে আসলে তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আবার সে অপর পাশ দিয়ে আসলে তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি অপর পাশ দিয়ে আসলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হিম্য়ার গোত্রের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন, তাদের মুখে সালাম (শান্তি), তাদের হাতে খাদ্যসম্ভার এবং তারা নিরাপত্তা ও ঈমানের ধারক (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবদুর রায্যাকের সূত্রে উপরোক্তভাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আর মীনাআ থেকে অধিকাংশ মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৬

গিফার, আসলাম, জুহাইনা ও মুযাইনা গোত্রসমূহ সম্পর্কে।

٣٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَاَشْجَعُ وَغِفَارٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ مَوَالِىْ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَاهُمْ .

৩৮৭৫। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনসারগণ এবং মুযাইনা, জুহাইনা, আশজা, গিফার গোত্রসমূহ ও বনূ আবদুদ দার-এর লোকেরা আমার বন্ধু ও সাহায্যকারী। আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তাদের সাহায্যকারী বন্ধু (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৭

বনূ সাকীফ ও বনূ হানীফা গোত্রদ্বয় সম্পর্কে।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا .

৩৮৭৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সাকীফ গোত্রের তীরগুলো আমাদেরকে ভস্মীভূত করেছে। সুতরাং আপনি তাদের বদদোয়া করুন! তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلاثَةَ اَحْيَاءٍ ثَقِيْفًا وَّبَنِىْ حَنِيْفَةَ وَبَنِىْ أُمَيَّةَ .

৩৮৭৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি গোত্রের প্রতি খারাপ মনোভাব রেখে ইনতিকাল করেনঃ বনূ সাকীফ, বনূ হানীফা ও বনূ উমাইয়্যা।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَّمُبِيْرٌ .

৩৮৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাকীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতকের আবির্ভাব হবে।[৬০]

আবদুর রহমান ইবনে ওয়াকিদ-শুরাইক (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে উস্‌ম-এর উপনাম আবু উলওয়ান. তিনি কূফার অধিবাসী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল শুরাইকের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। শুরাইক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উস্‌ম। ইসরাঈলও এই প্রবীণ বুযর্গ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন. কিন্তু তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

৬০. হাদীসটি ২১৬৭ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে, তথায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্র. (সম্পা.)।

٣٨٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ فُلاَنًا اَهْدٰى اِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اَقْبَلَ هَدِيَّةً اِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ اَوْ اَنْصَارِيٍّ اَوْ ثَقَفِيٍّ اَوْ دُوسِيٍّ وَفِي الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا .

৩৮৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জোয়ান উষ্ট্রী উপঢৌকন দেয়। তিনি তার বিনিময়ে তাকে ছয়টি জোয়ান উষ্ট্রী দেন। কিন্তু তারপরও লোকটি অসন্তুষ্ট থাকে। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ অমুক ব্যক্তি আমাকে একটি উষ্ট্রী উপহার দিলে আমি এর বিনিময়ে তাকে ছয়টি উষ্ট্রী প্রদান করি। তারপরও সে অসন্তুষ্ট। অতএব আমি সংকল্প করলাম যে, আমি কুরাইশী অথবা আনসারী অথবা সাকাফী অথবা দাওসীদের ব্যতীত আর কারো কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করব না। এ হাদীসে আরো অধিক বক্তব্য আছে।

এ হাদীসটি অন্যভাবেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) আইউব-আবুল আলা থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি হলেন আইউব ইবনে মিসকীন। তিনি ইবনে আবু মিসকীন বলেও কথিত। এই যে হাদীস আইউব-সাঈদ আল-মাকবুরী সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি হলেন আইউব আবুল আলা এবং আইউব ইবনে মিসকীন, যিনি ইবনে আবু মিসকীন বলেও কথিত।

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَهْدٰى رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً مِنْ اِبِلِهِ الَّذِيْ كَانُوْا اَصَابُوْا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْضَ الْعِوَضِ فَتَسَخَّطَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً مِّنَ الْعَرَبِ يَهْدِيْ اَحَدُهُمُ الْهَدِيَّةَ فَاُعَوِّضُهُ

مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِىْ ثُمَّ يَتَسَخَّطُهُ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ فِيْهِ عَلَىَّ وَايْمُ اللّٰهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدُ مَقَامِىْ هٰذَا مِنْ رَّجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً اِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ اَوْ اَنْصَارِيٍّ اَوْ ثَقَفِيٍّ اَوْ دَوْسِيٍّ .

৩৮৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাযারা গোত্রের এক লোক গাবা নামক স্থানে প্রাপ্ত তার উটপাল থেকে একটি উষ্ট্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেয়। তিনি এর বিনিময়ে তাকে কিছু দান করেন। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ আরবের কোন এক লোক আমাকে কিছু উপঢৌকন দিলে আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কিছু দান করি। কিন্তু সে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এমনকি সে এ ব্যাপারে আমার উপর অসন্তুষ্টই থেকে যায়। আল্লাহ্‌র শপথ! এরপর থেকে আমি আর কুরাইশী কিংবা আনসারী কিংবা সাকাফী কিংবা দাওসী ব্যক্তি ব্যতীত আরবের আর কোন লোকের উপঢৌকন কবুল করব না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে হারূনের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ্।

٣٨٨١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ خَلاَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوْحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْحَىُّ الْاَسَدُ وَالْاَشْعَرِيُّوْنَ لاَيَفِرُّوْنَ فِى الْقِتَالِ وَلاَيَغُلُّوْنَ هُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَيْسَ هٰكَذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُمْ مِنِّىْ وَاِلَىَّ فَقُلْتُ لَيْسَ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَلٰكِنَّهُ حَدَّثَنِىْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَاَنْتَ اَعْلَمُ بِحَدِيْثِ اَبِيْكَ .

৩৮৮১। আমের ইবনে আবু আমের আল-আশআরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসাদ গোত্র ও আশআরী গোত্র কত উত্তম! তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায় না এবং গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করে না। কাজেই তারা আমার থেকে এবং আমি

তাদের থেকে। আমের (র) বলেন, আমি উক্ত হাদীস মুআবিয়া (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তদ্রূপ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেননি, বরং বলেছেন ঃ তারা আমার থেকে এবং আমারই। আমের (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ বলেননি, বরং তিনি আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তারা আমার থেকে এবং আমি তাদের থেকে। মুআবিয়া (রা) বলেন, তুমি তোমার পিতার বর্ণিত হাদীস অধিক জ্ঞাত (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ওয়াহ্‌ব ইবনে জারীরের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। কথিত আছে যে, আসাদ গোত্র ও আয্‌দ গোত্র একই।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا.

৩৮৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রাখুন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করুন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু যার, আবু বারযা আল-আসলামী, বুরাইদা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩৮৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রাখুন। গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করুন। আর উসাইয়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে (আ,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

لِغِفَارٌ وَّأَسْلَمُ وَّمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَّطَيٍّ وَّغَطَفَانَ .

৩৮৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! গিফার, আসলাম ও মুযাইনা গোত্র এবং যারা জুহাইনা গোত্রীয় এবং মুযাইনা গোত্রীয়, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই আসাদ, তাঈ ও গাতাফান গোত্র অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে (বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِّنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَبْشِرُوْا يَا بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَقْبِلُوا الْبُشْرٰى فَلَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا .

৩৮৮৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেন ঃ হে বনূ তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাই আমাদেরকে কিছু দান করুন। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর ইয়ামন দেশীয় এক প্রতিনিধিদল আগমন করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তামীম গোত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলল, অবশ্যই আমরা তা কবুল করলাম (বু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٨٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ وَّغِفَارٌ وَّمُزَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ تَمِيْمٍ وَّأَسَدٍ وَّغَطَفَانَ وَبَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ فَهُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ .

৩৮৮৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসলাম, গিফার ও মুযাইনা গোত্রগুলো তামীম, আসাদ, গাতাফান ও আমের ইবনে সাসাআ গোত্রগুলো থেকে উত্তম। তিনি উচ্চস্বরে কথাটি বলেন। লোকেরা বলেন ঃ ঐ গোত্রের লোকগুলো তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তিনি বলেন ঃ ঐ গোত্রসমূহের লোকগুলো এসব গোত্রের লোকদের চাইতে উত্তম (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ ابْنَةَ اَزْهَرَ السَّمَّانُ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا فَقَالُوْا وَنَجْدِنَا قَالَ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا اَوْ قَالَ مِنْهَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

৩৮৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের শামদেশে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামনদেশে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নাজদের জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি আবার বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত দান করুন, আমাদের ইয়ামনদেশে বরকত দান করুন। এবারও লোকেরা বলল, আমাদের নাজদের জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি বলেন ঃ সেখানেই রয়েছে ভূমিকম্প, বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় অথবা তিনি বলেছেন ঃ সেখান থেকেই শয়তানের শিং প্রকাশিত হবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে ইবনে আওনের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। হাদীসটি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُؤَلِّفُ الْقُرْاٰنَ مِنَ

الرِّقَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُوْبٰى لِلشَّامِ فَقُلْنَا لِاَيِّ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ اَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا .

৩৮৮৮। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত থেকে চামড়ার উপর কুরআন সংকলন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সিরিয়ার জন্য কল্যাণ। আমরা বললাম, তা কেন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন ঃ কেননা দয়াময় রহমানের ফেরেশতাগণ তার উপর নিজেদের ডানা বিস্তার করে রেখেছেন (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউবের সূত্রে হাদীসটি জানতে পেরেছি।

٣٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِاٰبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا اِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ اَوْ لَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِاَنْفِهِ اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَاهُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ .

৩৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে সকল সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকার করে, তারা যেন অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকে। কেননা তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তারা আল্লাহ্র দরবারে গুবরে পোকার চেয়েও অধিক অপমানিত হবে, যা নিজের নাক দ্বারা গোবরের ঘুঁটা বানায়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে আত্মগর্ব প্রকাশ বিদূরিত করেছেন। এখন হয় সে মুমিন-মুত্তাকী অথবা পাপাত্মা-দুরাচার। সকল মানুষ আদম আলাইহিস সালামের সন্তান।[৬১] আর আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে (দা)।

---

৬১. আভিজাত্যের গর্ব-অহংকার জাহিলী যুগের আচরণ। তা বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে পায়খানার কীটের ন্যায় লাঞ্ছিত করা হবে। ইসলাম মানুষকে বংশ অহংকার থেকে পবিত্র করেছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ থেকে বিরত থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ নাই ভেদাভেদ আজমী-আরাবীর, এক আদমের সন্তান সবি। ধূলায় রচিত আদম তনয়, গর্ব কিসের তার (অনু.)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ الْفَرَوِىُّ الْمَدِيْنِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ اَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ وَّفَاجِرٌ شَقِىٌّ وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ .

৩৮৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে আভিজাত্যের অহমিকা তোমাদের থেকে বিদূরিত করেছেন। এখন কোন ব্যক্তি হয় খোদাভীরু মুমিন কিংবা বদনসীব পাপী। মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম আলাইহিস সালাম মাটি থেকে তৈরী।

আবু ঈসা (র) বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সাঈদ আল-মাকবুরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি তার পিতার সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এ হাদীস হিশাম ইবনে সাদ-সাঈদ আল-মাকবুরী-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে আবু আমের-হিশাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

জামে আত-তিরমিযী সমাপ্ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَصَلاَتُهُ وَسَلاَمُهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ .

জামে আত-তিরমিযী

(ছয়টি খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

১ নং হাদীস থেকে ৫৭৩ নং হাদীস।

দ্বিতীয় খণ্ড

৫৭৪ নং হাদীস থেকে ১২৫৯ নং হাদীস।

তৃতীয় খণ্ড

১২৬০ নং হাদীস থেকে ১৯৮৪ নং হাদীস।

চতুর্থ খণ্ড

১৯৮৫ নং হাদীস থেকে ২৬২৪ নং হাদীস।

পঞ্চম খণ্ড

২৬২৫ নং হাদীস থেকে ৩২০৩ নং হাদীস।

ষষ্ঠ খণ্ড

৩২০৪ নং হাদীস থেকে ৩৮৯০ নং হাদীস।